চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 99 Saturday, 11 March, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ৯৯ সংখ্যা ✱ ২৬ ফাল্গুন, ১৪২৯, শনিবার, ১১ মার্চ, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

কেন অনুপস্থিত বিধানসভায়? গরহাজির বিধায়কদের তালিকা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চঃ বারবার বলা সত্ত্বেও বিধানসভায় অনুপস্থিত শাসক দলের বেশ কয়েকজন বিধায়ক। এবার অনুপস্থিত থাকা বিধায়কদের নামের তালিকা চাইলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্র মারফত এমনই জানা যাচ্ছে। গতকাল বিধানসভায় শেষ লগ্নে আচমকাই পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় বিধানসভায় বিধায়কদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল নগণ্য। আর এই বিষয়টি নজর এড়ায়নি মুখ্যমন্ত্রীর। তাই এবার পরিষদীয় মন্ত্রীর থেকে অনুপস্থিত থাকা বিধায়কদেরে তালিকা চাইলেন তিনি। উল্লেখ্য, গতকাল যখন রাজভবন থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় পৌঁছান, তখন ঘড়ির কাঁটায় বিকেল প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সাধারণভাবে বিধানসভার শেষ লগ্নে বিধায়কদের অনুপস্থিতি লক্ষনীয়ভাবেই চোখে পড়ে। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী যখন বিধানসভায় ঢোকেন, তখন তিনি দেখেন তাঁর দলের যে বিধায়করা রয়েছেন, তাঁদের সংখ্যাও যথেষ্ট কম। এরপরই রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তালিকা চান, অনুপস্থিত থাকা বিধায়কদের। উল্লেখ্য, এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

একাধিকবার বার্তা দিয়েছেন, যাতে বিধানসভার কার্যক্রমে তাঁর দলের বিধায়করা ঠিকঠাক উপস্থিত থাকেন। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, বিধায়কদের এই অনুপস্থিতি মোটেই ভালভাবে দেখছেন না মুখ্যমন্ত্রী। কেন বিধায়করা অনুপস্থিত ছিলেন, সেই বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য বিধায়কদের থেকে জানতে চাইতে বলেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, এর আগে ৬ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন ৯ মার্চ যেন সব বিধায়করা বিধানসভায় থাকেন। কিন্তু তারপরও কেন তাঁর কথা শোনা হয়নি, তা নিয়ে বেশ অসন্তুষ্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্র মারফত এমনই জানা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, পরিষদীয় রাজনীতিতে বিধানসভার অধিবেশনের গুরুত্ব অসীম। শুধু সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনাই নয়, বিভিন্ন বিলও পাশ করানোর ক্ষেত্রে ভোটাভুটিতে বিধায়কদের সংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগেও একাধিকবার দলের অন্দরে বার্তা দিয়েছেন, যাতে বিধানসভায় অধিবেশন চলাকালীন বিধায়কদের উপস্থিতি ঠিকঠাক থাকে। তবে গতকাল নিজে বিধানসভায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে দৃশ্য দেখেছেন, তাতে বেশ অসন্তুষ্ট তিনি।

আন্দোলনকারীদের দিল্লিতে ধরনার ‘পরামর্শ’ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, বাজবজ, ১০ মার্চঃ ডিএ নিয়ে আন্দোলনের ঝাঁঝ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। শুক্রবারেই রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেন আন্দোলনকারীরা। যদিও ধর্মঘট ঠেকাতে আগে থেকেই আটঘাট বেঁধে মাঠে নামে সরকার। যদি কোনও সরকারি কর্মচারী যথাযথ কারণ ছাড়া এদিন ছুটি নেন তাহলে তা ব্রেক ইন সার্ভিস হিসাবে গণ্য হবে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল সরকার। এরইমধ্যে এদিনই বজবজে নবনির্মিত চড়িয়াল সেতুর উদ্বোধন করলেন ডায়মন্ড-হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে উঠে এদিনই এতবড় কর্মযজ্ঞ সামলানোর জন্য সরকারি কর্মীদের বাহবাও দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। জানালেন কুর্নিশ। একইসঙ্গে ডিএ আন্দোলনকারীদের দিল্লি দিয়ে আন্দোলন করার ‘পরামর্শ’ও দিলেন তিনি। এদিনের মঞ্চ থেকে অভিষেক বলেন, ‘‘ডিএ আন্দোলনকারীরা ধর্মঘট ডেকেছেন। তাঁদের মৌলিক অধিকার, তাঁরা ডাকতেই পারেন। যদিও আমি মনে করি এই কর্মনাশা-ধর্মনাশা বনধ আর বাংলার মানুষ সমর্থন করে না। এই দিনই একটা সরকারি অনুষ্ঠান থেকে ৫২ কোটি টাকার ব্রিজের উদ্বোধন ডায়মন্ড-হারবারের মাটি থেকে হচ্ছে। সমস্ত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে নিজের স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে ১০ কোটি মানুষের স্বার্থের কথা ভেবে যাঁরা উন্নয়নের জন্য নিজেদের নিমজ্জিত করেছেন তাঁদের আমি কুর্নিশ জানাই। এটাই ডায়মন্ড-হারবার মডেল।’’ এখানেই না থেমে তিনি আরও বলেন, ‘‘যে অবরোধ হচ্ছে,

বনধের জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে মারা হচ্ছে ঝান্ডা দিয়ে, গাড়ির উপর আক্রমণ করা হচ্ছে, সেখানে সেই সরকারি কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এলাকার মানুষের স্বার্থে কাজ করে আজকে তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন। আমি কুর্নিশ জানাই জেলা প্রশাসনের প্রত্যেক সরকারি কর্মীদের।’’ পাশাপাশি ফের এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুললেন তিনি। একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার কাজের টাকা না দেওয়া নিয়ে সুর চড়ালেন তিনি। অভিষেক বলেন, ‘‘১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্য সরকারকে দেওয়ার কথা। কিন্তু, তা এখনও দেয়নি। একুশের ভোটে মুখ থুবড়ে পড়ার পর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার টাকা আটকে রেখে দিয়েছে। গায়ের জোরে টাকা আটকে রেখেছে। আমরা বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনীতিক রং দেখি না। আমার মতে ভোটের ৬ মাস আগে প্রতিটা রাজনৈতিক দলের নিজের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকতেই পারে। কিন্তু ভোটে যেটার পর শুধুই কাজ। এরপরেই আবাস যোজনার নাম বিতর্কেও কেন্দ্রকে কটাক্ষ করেন অভিষেক। বলেন, ‘‘এই যে চড়িয়াল সেতু এই নাম কখনও অভিষেক সেতু হতে পারে? যে অঞ্চলের কাজ সে অঞ্চলের নামে হবে। তাহলে বাংলার আবাস যোজনা কেন প্রধানমন্ত্রীর নামে হবে।’’ এ কথা বলে ডিএ আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে অভিষেকের পরামর্শ, ‘‘যাঁরা আন্দোলন করছেন ডিএ নিয়ে তাঁদের বলব দিল্লির বুকে গিয়ে আন্দোলন করুন।’’

অ্যাডিনোর প্রকোপে শীর্ষে বাংলা!
শিশু মৃত্যুর উদ্বেগের মধ্যেই রিপোর্ট নাইসেডের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চঃ অ্যাডিনো ভাইরাস- এখন এই নামটা গোটা বাংলার অভিভাবকদের শঙ্কার কারণ। রাজ্যে জ্বর-শ্বাসকষ্টে একের পর এক শিশুর মৃত্যু। দিশেহারা পরিবার। কোলে এক রত্তি, চোখে জল, বুক ফাটা হাহাকার। শহরের বি সি রায় শিশু হাসপাতাল কিংবা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে পা রাখলেই বুকে মোচড় দিচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে, ততই সংক্রমণ ছড়াচ্ছে শিশুদের মধ্যে। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে দাবি করা হয়েছে, এই মুহূর্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। অ্যাডিনো নিয়ে আতঙ্ক হওয়ারও কিছু নেই। এরই মাঝে প্রকাশ্যে এল আইসিএমআর নাইসেডের সমীক্ষা। ওই সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, অ্যাডিনোর প্রকোপে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। শুক্রবারও মৃত্যু হয়েছে আরও তিন শিশুর। প্রতিদিনই জ্বর-শ্বাসকষ্টে রাজ্যে শিশু মৃত্যুর খবর মিলেছে। এই সব শিশুর মৃত্যুর ক্ষেত্রে অ্যাডিনো ভাইরাসই দায়ী কিনা তা স্পষ্ট নয়। রাজ্যের তরফে দেওয়া রিপোর্টেও অ্যাডিনোয় আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা কম। বরং কোমর্বিডিটি ও রেফার জনিত সমস্যায় অধিক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে, আইসিএমআর নাইসেডের সমীক্ষা বলছে রাজ্যে অ্যাডিনো আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা ভয়াবহ। এমনকী গোটা দেশের মধ্যে প্রথম বলেও দাবি করা হয়েছে। আইসিএমআর নাইসেডের ডিরেক্টর শান্তা দত্ত জানালেন, সারা দেশের মধ্যে অ্যাডিনোর প্রকোপে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। বাংলায় অ্যাডিনোর প্রকোপ যেভাবে, তাতে ধারে কাছে নেই বাকি রাজ্যগুলি। ডিরেক্টর শান্তা দত্ত বলেন, ‘‘জানুয়ারির প্রথম দিন থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত, একমাত্র বাংলাতেই ৩৮ শতাংশ আক্রান্ত অ্যাডিনো

ভাইরাসে। কেরল তারপরে। সাধারণত, শ্বাসনালিতে সংক্রমণ ঘটায় এই ভাইরাস।’’ শিশু মৃত্যুর পিছনে কোন ভাইরাস তা জানতে সারা দেশ জুড়ে আইসিএমআর-এর ভাইরাল রিসার্চ ডায়গনেস্টিক ল্যাবরেটরিগুলিতে একটি সমীক্ষা করা হয়। তাতেই উঠে আসে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। পরিসংখ্যান বলছে, অ্যাডিনোর কবলে প্রথম পাঁচ রাজ্যের মধ্যে প্রথমেই বাংলা। অ্যাডিনো আক্রান্ত ৩৮ শতাংশ। তামিলনাড়ু ১৯ শতাংশ। কেরল ১৩ শতাংশ। দিল্লি ১১ শতাংশ। মহারাষ্ট্র ৫ শতাংশ। কেন্দ্রের সমীক্ষার জেরেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে স্বাস্থ্য ভবন। চিকিৎসকদের একাংশের দাবি, জানুয়ারিতেই অ্যাডিনো ভাইরাসের বাড়াবাড়ি, তবে কেন ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম সতর্কীকরণ রাজ্যে? সরকারি বিবৃতিতে অ্যাডিনোর প্রকোপ মারাত্মক নয় বলেই দাবি করা হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন ছবি উঠে আসছে আইসিএমআর নাইসেডের সমীক্ষাতেই। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘‘শিশুমৃত্যু নিয়ে একটা ভয়ঙ্কর প্যানিক তৈরি করছেন কেউ কেউ। মানুষ যে ভয় পাচ্ছে, তাতে একদল লোক আবার ব্যবসা করার সুযোগও পায়। প্রাইভেট হাসপাতালগুলো। যেটা সত্যি সেটাই আপনারা বলুন। এটা সব রাজ্যেই হচ্ছে।’’ নাইসেড ডিরেক্টর শান্তা দত্ত বলেছেন, ‘‘বাংলায় ৪০ শতাংশ অ্যাডিনো আক্রান্ত মানে অনেকটা, এত বেশি পরিমাণে সংক্রমিত হচ্ছে বলে সিকুয়েন্সিং শুরু হয়ে গিয়েছে।’’ বাংলায় অ্যাডিনোর দাপটের কারণ কী? নাইসেড অধিকর্তা বলছেন, ‘‘অ্যাডিনো হাইব্রিড ভাইরাস, ৩ ও ৭-এর হাইব্রিড। সেটা আগেও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এত বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়নি। এই নতুন হাইব্রিড ভেরিয়েন্টটার নতুন কোনও চেঞ্জ আসে কিনা, তা আগামী সপ্তাহের মধ্যে বলা যাবে।’’

‘মোদি মোদি’ বনাম ‘দিদি দিদি’
স্লোগান-পাল্টা স্লোগানে সরগরম বিধানসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চঃ শুক্রবার ভিতরে বাইরে সরগরম বিধানসভা চত্বর। বাইরে এসএফআই-এর বিক্ষোভ। বিধানসভার গেটে উঠে সৃজন ভট্টাচার্যদের হুঙ্কার। আর অন্যদিকে বিধানসভার ভিতরে তৃণমূল বিজেপির আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের পালায় তপ্ত অধিবেশন কক্ষ। পঞ্চায়েত দফতরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বিধানসভায় জবাবি ভাষণ পেশ করছিলেন। বিরোধীদের আক্রমণের জবাব দিচ্ছিলেন। সেই সময় প্রদীপ মজুমদার কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও। বলেন, ‘‘হোয়াইট হাউসের সামনে হীরক খচিত জামা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।’’ রাজ্যের মন্ত্রীর বিধানসভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রীকে এ হেন খোঁচার পরই কার্যত তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে প্রদীপ মজুমদারের কটাক্ষের পর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার অধিবেশন কক্ষের মধ্যেই ওঠে মোদি মোদি স্লোগান। পাল্টা স্লোগানও অবশ্য শোনা যায়। বিজেপি শিবির থেকে ‘মোদি মোদি’ স্লোগান শুরু করতেই তৃণমূল শিবির থেকে পাল্টা ‘দিদি দিদি’ স্লোগান তুলতে দেখা যায়। আর এমন এক পরিস্থিতিতে স্লোগানে, পাল্টা স্লোগানে উত্তাল হল বিধানসভা। উল্লেখ্য, এদিন বিধানসভার অন্দরে জবাবি ভাষণ দেওয়ার সময় প্রদীপ মজুমদারের মুখে উঠে আসে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রসঙ্গও। মন্ত্রী বললেন, ‘‘আমাদের দল ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছি। ভয়মুক্ত ভোট হবে। ৩০ শতাংশ বিনা ভোটে জয়ের কথা বলছেন বিরোধী দলনেতা। ত্রিপুরায় ৮৬ শতাংশ বিনা ভোটে ওনার দল জিতেছে।’’ এর পাশাপাশি পঞ্চায়েত স্তরে যেসব অভিযোগ বিরোধীরা তুলছে, সেই নিয়েও এদিন পাল্টা দেন মন্ত্রী। বললেন, ‘‘অভিযোগের প্রমাণ দিন। আমরা খোঁজ করব। তদন্ত করব। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’’

সরকারি কর্মচারীদের হাজিরায় সন্তুষ্ট চন্দ্রিমা
কারা কারা এলেন না রিপোর্ট চাইল নবান্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চঃ বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে শুক্রবার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সরকারি কর্মচারীদের একাধিক সংগঠন। তবে সেই ধর্মঘটের প্রভাব সরকারি অফিসগুলিতে সেভাবে পড়েনি বলেই দাবি রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের। বললেন, ‘‘সবক্ষেত্রেই কিছু ব্যতিক্রম থাকে, এখানেও রয়েছে। কিন্তু হাজিরার শতকরা হিসেব যা এতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, তা প্রমাণ করে দিচ্ছে এই প্ররোচনায় কেউ পা দেননি।’’ তবে যাঁরা আজ অফিসে হাজিরা দেননি, তাঁদের ক্ষেত্রে সরকারি যা নির্দেশিকা রয়েছে, সেই অনুযায়ী সরকার বিষয়টি ভাববে বলে জানান তিনি। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর দাবি, সরকারি কর্মচারীদের পাশে সরকার রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সবসময় সর্বস্তরের কর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলেও জানান তিনি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের চেয়ারম্যান মানস ভূইয়াঁও জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে অনেকেই সাড়া দিয়েছেন। মানস ভূইয়াঁর বক্তব্য, ‘‘রাজনীতি করার জন্য রাজনীতি করে লাভ নেই। হল্লা করার জন্য, ধর্মঘট করে লাভ নেই। খাদ্য ভবন ও জেসপ বিল্ডিংয়ে সমস্যা তৈরি করা হয়েছিল। কয়েকটি জায়গায় প্রাথমিক শিক্ষকরা আসেননি। সেই রিপোর্ট নেওয়া হচ্ছে যথাযথভাবে।’’ এদিকে বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে ধর্মঘটের দিনে কড়া পদক্ষেপ করছে নবান্নও। সরকারি সব দফতরের আধিকারিক বা বিভাগীয় প্রধানের কাছে ইতিমধ্যেই রিপোর্ট তলব করেছে নবান্ন। কোন কোন দফতরের কে কে আসেনি, সেই তালিকা নাম ধরে জানাতে হবে নবান্নকে। বিকেল ৫টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এদিনের ধর্মঘটে সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত কিছু ছবি ধরা পড়ে। কোথাও গা

জোয়ারি, কোথাও আবার অনুরোধ করতে দেখা গেল। সরকারি কর্মচারীদের ডাকা ধর্মঘটে কোথাও আবার দেখা গিয়েছে ধস্তাধস্তির ছবিও। যদিও মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলছেন, শতকরা হাজিরার হিসেবই প্রমাণ করে দিচ্ছে ধর্মঘটে কোনও প্রভাব পড়েনি। প্রসঙ্গত, নবান্নের তরফে গতকালই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এদিন কেউ বিশেষ কারণ ছাড়া ডিউটিতে অনুপস্থিত থাকলে, সেটিকে ব্রেক ইন সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মীকে শোকজ করা হবে। নবান্ন সূত্রে খবর উপস্থিতির হার ৯৫ শতাংশের বেশি। যা অন্যান্য দিনে তুলনায় অনেকটাই বেশি বলেই দাবি করছে প্রশাসনিক মহলের একাংশ। তবে নবান্নে কর্মীদের উপস্থিতির হার ভাল হলেও জেলায় জেলায় ছবিটা অন্যরকম ছিল। বিধাননগরেও ময়ুখ ভবনে বিভিন্ন সরকারি দফতর এ দিন অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই ফাঁকা ছিল। বিকাশ ভবনেও বিভিন্ন সরকারি দফতরে চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদেরই সংখ্যা ছিল বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও বিভিন্ন বিভাগ বন্ধ ছিল। মালদহ, ঝাড়গ্রামের মতো বিভিন্ন জেলায় অফিস টাইম শুরু হওয়ার পরেও রাস্তায় সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্কুল শিক্ষক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি কর্মচারীরা। সরকারি কর্মীদের ধর্মঘট ছাড়াও এ দিন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দেয় ছাত্র সংগঠন ডিএসও। পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, কোচবিহারের মতো বিভিন্ন জেলায় একাধিক স্কুল নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও খোলেনি বলে অভিযোগ। আসেননি স্কুল শিক্ষকরা। অনেক জায়গায় খোলেনি কলেজের গেটও। কলেজের গেট খোলাকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুর কলেজে ডিএসও এবং টিএমসিপি-র মধ্যে বচসা, হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সরকারি কর্মচারী, স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে শাসক দলের কর্মী সমর্থকদের বচসা, গন্ডগোলেরও খবর মিলেছে। কোচবিহারের মাথাভাঙায় ধর্মঘটের সমর্থক একজন সরকারি কর্মচারীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

একবার জেরা করেই ছাড় নয়, এবার আরও ‘বিপদে’ বনি সেনগুপ্ত!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চঃ বৃহস্পতিবার প্রায় ৮ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ফের তলব করা হল টলি অভিনেতা বনি সেনগুপ্তকে। কুন্তল ঘোষের সঙ্গে লেনদেনের প্রমাণ মিলতেই গোয়েন্দাদের আতস কাচের নীচে চলে এসেছেন বনি। তার জেরেই বৃহস্পতিবার তলব করা হয়েছিল তাঁকে। দেরি না করে হাজিরাও দিয়েছিলেন তিনি। তবে এবার আরও কিছু নথি নিয়ে যেতে বলা হয়েছে তাঁকে। আগামী মঙ্গলবার তলব করা হয়েছে অভিনেতাকে। অভিযোগ, নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের দেওয়া টাকায় গাড়ি কিনেছিলেন বনি সেনগুপ্ত। অভিনেতার দাবি, সিনেমা করার জন্যই কুন্তল টাকা দিয়েছিলেন তাঁকে। তবে তার কোনও চুক্তিপত্র না থাকায় উঠেছে প্রশ্ন। সেই গাড়ির নথি ও ব্যাঙ্কের নথি নিয়ে যেতে বলা হয়েছে অভিনেতাকে। এরই মধ্যে সামনে আসছে টলিপাড়ার আরও কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর কথা। বনিকে তলব করার পরই অভিনেতার মা দাবি করেছেন, শুধু বনি নয়, অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গেই ওঠাবসা ছিল কুন্তলের। আস্তে আস্তে সব নাম

সামনে আসবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। সূত্রের খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কুন্তল ঘোষ ঘনিষ্ঠ আরও ৬ অভিনেতা-অভিনেত্রীকে খুব শীঘ্রই তলব করতে চলেছে ইডি। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন হুগলির তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের একগুচ্ছ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল। আর সে সব অ্যাকাউন্ট থেকে কাদের সঙ্গে লেনদেন হয়েছে, তা খুঁজতে গিয়েই একের পর এক নাম উঠে আসছে ইডি আধিকারিকদের হাতে। ওই ৬ অভিনেতা-অভিনেত্রীর অ্যাকাউন্টেও কুন্তলের টাকা গিয়েছিল বলে সূত্রের খবর। তবে বনি সেনগুপ্তের নামে গাড়ি কেনার জন্য যে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা যে কুন্তল ঘোষ, দিয়েছিলেন, তা একরকম স্বীকার করে নিয়েছেন অভিনেতা। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে কুন্তলের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, জন্মদিন সহ বিভিন্ন পার্টিতে আমন্ত্রিতও থাকতেন তিনি। সূত্রের খবর, বনির কাছ থেকে সেই সংক্রান্ত আরও তথ্য জানতে চান তদন্তকারীরা। টলিপাড়ার অন্দরে নিয়োগ দুর্নীতির শিকড় কতটা বিস্তারলাভ করেছিল, তা জানতেই তৎপর হয়েছেন তদন্তকারীরা।

গ্রুপ সি-তে চাকরি গেল ৮৪২ জনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চঃ এবার গ্রুপ সি-তে ৮৪২ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ হাইকোর্টের। এদিন শুনানি শেষে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, ৫৭ জন যাঁরা সুপারিশ না পেয়ে চাকরি করছেন, তাঁদের চাকরি বাতিল করবে আদালত। আর ৭৫৮ জনের সুপারিশ প্রত্যাহার করবে কমিশন। শুধু তাই নয়, আগামিকাল অর্থাৎ, ১১ মার্চ থেকে স্কুলে ঢুকতে পারবেন না তাঁরা। স্কুলের কোনও জিনিসে হাতও রাখতে পারবেন না। বন্ধ রাখা হবে এঁদের প্রত্যেকের বেতন। শনিবার দুপুর ১২ টার মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সুপারিশপত্র বাতিল করবে কমিশন এবং বিকেল ৩ টের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিয়োগপত্র বাতিল করবে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। এদিন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানান, আগামী ১৬ মার্চের মধ্যে গ্রুপ সি তে চাকরি পাওয়া সব ব্যক্তির নিয়োগপত্র স্কুল সার্ভিস কমিশনকে পাঠাতে হবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে। ২৭ মার্চের মধ্যে তা খতিয়ে দেখবে কমিশন। ২৯ মার্চ হবে পরবর্তী শুনানি। সুপারিশপত্র ছাড়া চাকরি দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগ উঠেছিল ৫৭ জন গ্রুপ-সি কর্মীর বিরুদ্ধে। এদিন এই মামলার শুনানিতে দুপুর ১টা ২ মিনিটে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন- এরপরের ঠিক ২ ঘণ্টার মধ্যে ওই ৫৭ জনের নামের তালিকা এসএসসিকে প্রকাশ করতে হবে। অর্থাৎ, বিকেল ৩টে ২ মিনিট পর্যন্ত ছিল সময়সীমা। কিন্তু, তার ঢের আগেই ঠিক ৮৯ মিনিটের মাথায় ওই ৫৭ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি। ওই ৫৭ জনের চাকরি তো বাতিল হলই, পাশাপাশি, আরও ৭৮৫ জনের চাকরির সুপারিশ পত্র এদিন বাতিল করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। বললেন, কমিশনের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের কারণেই এই দুর্নীতি হয়েছে। দুর্নীতির কারণে চাকরি পাওয়া ব্যক্তিরাও তাঁদের দায় এড়াতে পারেন না। এই দুর্নীতির জন্যই আজকে যোগ্য প্রার্থীরা যন্ত্রণা নিয়ে রাস্তায় বসে আছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এদের চাকরি চুরি করা হয়েছে। কমিশনের কর্তারা এবং শিক্ষা দফতরের কিছু কর্তার দুর্নীতির জন্যই চাকরি প্রার্থীদের এই দুরবস্থা। এই কর্তারা নিয়োগ দুর্নীতির ফল খেয়েছেন।

সোমার মুখে এবার বনি-কৌশানির নাম, সেদিনও কুন্তলই ছিল সেতু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে সোমা চক্রবর্তীর নাম। পার্লারের মালিক সোমা কুন্তল ঘোষের পরিচিত বলেই জানতে পেরেছে ইডি। যদিও কুন্তল ইতিমধ্যে দাবি করেছেন, তিনি সোমাকে চেনেন না। তবে শুক্রবার ইডির দফতর থেকে বেরিয়ে কিন্তু অন্য কথাই বললেন সোমা। কুন্তলের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা স্বীকার করেন তিনি। একইসঙ্গে বলেন, বনি-কৌশানির সঙ্গেও তাঁর পরিচয়ের কথা। সোমার কথায়, ২০১৭ সালের মাঝামাঝি কুন্তলের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। তবে ২০১৮ সালের পর থেকে আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। ভাল বন্ধু হিসাবেই পরিচয় ছিল। একইসঙ্গে সোমা বলেন, ‘‘২০১৭

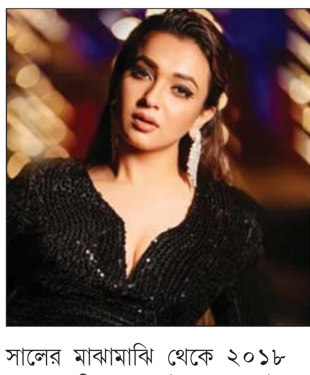

সালের মাঝামাঝি থেকে ২০১৮ সাল অবধি সাত-আট মাসে একটা লেনদেন হয়। ৫০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি দিয়েছিলেন কুন্তল। আমার বিজনেস আছে। আমার সোর্সিং লাগে। তাই টাকা নিয়েছিলাম। তবে এর বাইরে আর কোনও টাকা নিইনি।’’ একইসঙ্গে সোমা বলেন, তাঁর পার্লারের প্রমোশনের জন্য বনি-কৌশানির সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন কুন্তল ঘোষই। সোমা বলেন, ‘‘ব্র্যান্ড প্রমোশনের জন্যই বনি, কৌশানির সঙ্গে যোগাযোগ করি। তবে তারপর আর ব্যক্তিগত কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়নি। কুন্তলই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল আমাদের।’’ তবে এই ব্র্যান্ড প্রমোশনের টাকা কি কুন্তল দিয়েছিলেন, সে উত্তর দিতে চাননি সোমা। ২০১৭ সালে কুন্তলের সঙ্গে পরিচয় হয় সোমার। কিন্তু কোথায়, কীভাবে পরিচয় তা আজ আর মনে নেই বলেই দাবি সোমার। একইসঙ্গে তিনি জানান, কুন্তল তাঁর পার্লারে কখনও আসেনি। ব্যবসায়িক কোনও সম্পর্কও নেই তাঁদের। ইডি ইতিমধ্যেই সোমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছে, কীভাবে কুন্তলকে তিনি চেনেন, কেন টাকা নিয়েছিলেন। তদন্তে তিনি সবরকম সহযোগিতা করছেন বলেই জানান। তবে এই মুহূর্তে বড়সড় একটা আফশোস কাজ করছে সোমার। বলেন, ‘‘এত যে হ্যারাস হচ্ছি, খারাপ লাগছে।’ এখন কুন্তলের সঙ্গে পরিচয় হওয়া নিয়ে অনুশোচনাও হচ্ছে তাঁর।

১১ দিনের ইডি হেফাজতে অনুব্রত
মেয়ে সুকন্যা-সহ ১২ জনকে তলব করার তোড়জোড় শুরু

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চঃ ফের ইডি হেফাজতে অনুব্রত মণ্ডল। শুক্রবারের শুনানি শেষে কেষ্টকে ১১ দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে। আগামী ২১ মার্চ পরবর্তী শুনানি। সূত্রের খবর, গরু পাচার কাণ্ডের তদন্তে এবার কেষ্ট কন্যা সুকন্যা সহ ১২ জনকে অনুব্রত মণ্ডলের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করতে চায় ইডি। এদিন আদালতে ইডির আইনজীবী জানান, তদন্তের খাতিরে এখনও অনুব্রত মণ্ডলের কাছ থেকে একাধিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি, তাই তাঁকে ফের তাঁদের হেফাজতে দেওয়া হোক। ইডি-র সেই আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। সূত্রের খবর, অনুব্রতের সামনে মেয়ে সুকন্যা এবং প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের বয়ান সামনে রাখা হলে সে সব শুনে নাকি কেঁদে ফেলেন কেষ্ট। ইডির দাবি, বোলপুর-সহ আশপাশের একাধিক জায়গায় অনুব্রতর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২০ কোটি টাকা জমা পড়েছিল। ধাপে ধাপে জমা পড়েছিল সেই টাকা। ২০১৬-২০২০ সালের মধ্যে ওই টাকা জমা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৩ কোটি টাকা এফডি অনুব্রত-কন্যা সুকন্যার নামে রয়েছে। ভুয়ো একাধিক কোম্পানির নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়েছে। কীভাবে জমা করা হত টাকা? ইডি সূত্রে খবর, বাড়িতে ডেকে পরিচিতর মাধ্যমে জমা হত টাকা। প্রাক্তন এক ব্যাঙ্ক কর্মীকেও ৬ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। কোথা থেকে এলো এই টাকা? কোটি কোটি টাকার উৎস কী? এখনও জানাতে পারেনি ইডি। সেসব জানতেই দিল্লিতে সুকন্যা ও অনুব্রতর হিসাবরক্ষক সহ মোট ১২ জনকে দিল্লিতে তলব করা হয়েছে বলে শুক্রবার রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে জানাল ইডি।

পুনরায় চিনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত শি জিনপিং, এই নিয়ে পরপর তৃতীয়বার

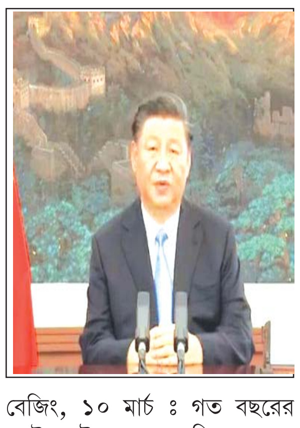

বেজিং, ১০ মার্চ ঃ গত বছরের অক্টোবরেই ঘোষণা হয়েছিল। আমৃত্যু চিনের প্রেসিডেন্ট পদে থাকতে পারবেন শি জিনপিং। সব জল্পনা উড়িয়ে তখনই সিলমোহর পড়ে গিয়েছিল। জিনপিংকে এবার সরকারীভাবে তৃতীয়বারের জন্য চিনের প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্ব দেওয়া হল। ২০১৩ সালে প্রথমবার চিনের প্রেসিডেন্ট পদে বসেছিলেন তিনি।মাও সে তুংয়ের পর জিনপিংই চিনের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও জনপ্রিয় প্রেসিডেন্টের তকমা পেয়েছেন। পাশাপাশি তিনি আগেই চিনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। চতুর্দশতম ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে শি জিনপিংকে চিনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়েছে। পাশাপাশি সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের (সিএমসি) চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হয়েছেন শি জিনপিং।

দিল্লি-বিহার সহ লালু পরিবারের ১৫ টি জায়গায় হানা দিল ইডি

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃ রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবের অসুবিধা ফের বাড়ল। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বিহার এবং দিল্লিতে লালু পরিবার এবং তাদের সাথে জড়িতদের ১৫ টি স্থানে অভিযান চালিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাক্তন আরজেডি বিধায়ক সৈয়দ আবু দোজানার বাড়িতে অভিযান চলছে।সরকারী সূত্র শুক্রবার জানিয়েছে, জমির জন্য চাকরির মামলায় ইডি এই পদক্ষেপ নিয়েছে। অর্থ পাচারের ঘটনায় একযোগে ১৫টি স্থানে অভিযান চালিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দিল্লিতে লালু প্রসাদের কন্যাদের বাসভবন, গুরুগ্রামে একটি বেসরকারি নির্মাতার অফিস সহ বিহারের বিভিন্ন শহরে ইডির অভিযান চলছে।আরজেডি নেতা আবু দোজানার ফুলওয়ারি শরিফের বাড়িতে অভিযান চলছে। আবু দোজানাকে আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবের খুব কাছের বলে মনে করা হয়। তিনি পটনার সগুনা মোড়ে বিহারের লালু পরিবারের সবচেয়ে বড় মলের কাজ দেখছিলেন।প্রসঙ্গত, লালু প্রসাদের রেলমন্ত্রী থাকাকালীন 'চাকরির জন্য জমি' মামলায় সোমবার বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীকে তাঁর বাসভবনে জেরা করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)।তদন্ত সংস্থা ইতিমধ্যেই চাকরির জন্য জমির মামলায় চার্জশিট দাখিল করেছে। এই মামলায়, বিশেষ আদালত লালু প্রসাদ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সহ অন্য সব অভিযুক্তদের ১৫ মার্চ তলব করেছে।

কর্ণাটক নির্বাচনঃদুটি নির্বাচন কমিটি গঠন করেছে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃ আগামী মে মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের নির্বাচনী প্রচার কমিটি এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোমাইকে নির্বাচনী প্রচার কমিটির এবং শোভা করন্দলাজেকে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।লিঙ্গায়াত এবং ভোক্কালিগাস কর্ণাটকের দুটি প্রধান সম্প্রদায়। উভয়ই রাজ্যের রাজনীতিকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় থেকে আগত বোমাই এবং

কঠোর পরিশ্রম ও পেশাদারিত্বের জন্য সুপরিচিত সিআইএসএফ বাহিনীঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃস্থাপনা দিবসে সিআইএসএফ (সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স) বাহিনীকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, কঠোর পরিশ্রম ও পেশাদারিত্বের জন্য সুপরিচিত সিআইএসএফ বাহিনী। আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায. সিআইএসএফ-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রযেছে। স্থাপনা দিবসে সিআই এসএফ বাহিনীর

সমস্ত সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।১০ মার্চ দিনটি সিআইএসএফ-এর স্থাপনা দিবস। শুক্রবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠা দিবসে সিএফএসেফ-এর প্রতিটি সদস্যকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সিআইএসএফ-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌশলগত পরিকাঠামো-সহ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলিতে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রদান করেন। কঠোর পরিশ্রম এবং পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরিচিত এই বাহিনী।

গ্রেটার তিপরাল্যান্ড নিয়ে তিপরা মথার সাথে কোনও আলোচনা হয়নি, জনজাতি কল্যাণই পেয়েছে গুরুত্বঃমুখ্যমন্ত্রী সাহা

আগরতলা, ১০ মার্চ ঃ গ্রেটার তিপরাল্যান্ড নিয়ে তিপরা মথার সাথে কোনও আলোচনাই হয়নি। তবে, জনজাতি কল্যাণ আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। সরকারি বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, জনজাতিদের উন্নয়ন সহ সমস্ত অংশের জনগণের সার্বিক বিকাশে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করবে। সাথে তিনি ত্রিপুরায় অশান্তি প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।প্রসঙ্গত, গতকাল ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তিপরা মথার সাথে আলোচনা করেছেন। ওই আলোচনায় জনজাতি সমস্যা সমাধানে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় জন জাতিদের সমস্যা নিরসনে ও জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে আরও বেশি করে কীভাবে কাজ করা যায় সেই লক্ষ্য নিয়েও দ্বিতীয় বিজেপি-আইপিএফটি সরকার কাজ করবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, ক্রীড়া ক্ষেত্রের বিকাশেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।এদিন মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভের সুরে বলেন, ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক সময়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল বিভিন্ন স্থানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করছে। ত্রিপুরা সরকার কঠোর হাতে এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে। আইনের শাসন বজায় রাখতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। তাঁর দাবি, অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।ডা. মানিক বলেন, দ্বিতীয়বারের জন্য ত্রিপুরার মানুষ বর্তমান সরকারের উপর আস্থা রেখেছেন। মানুষের এই আস্থাকে সম্মান জানিয়ে ত্রিপুরার অন্তিম জনগণের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া সরকারের মূল দায়িত্ব। তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিশা-নির্দেশনাকে পাথেয় করেই বর্তমান ত্রিপুরা সরকার কাজ করবে।এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিধায়ক বিনযভূষণ দাসকে প্রোটেম স্পিকার নিযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া আসন্ন বিধানসভার অধিবেশনে ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট পেশ করা নিয়েও আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ত্রিপুরায় দ্বিতীয়বারের জন্য বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরায় দৃষ্টান্তমূলক, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ পর্ব সম্পন্ন করার জন্য তিনি নির্বাচনের সাথে যুক্ত আরক্ষাকর্মী সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।সাথে তিনি যোগ করেন, খুব শীঘ্রই মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দফতর বণ্টন করা হবে। এছাড়া, মন্ত্রিসভায় তিনটি খালি আসন যথারীতি পূরণ করা হবে।

জেলায় জেলায় আলু চাষীদের অসন্তোষ, মমতা মনে করেন সব ঠিক আছে

কলকাতা, ১০ মার্চঃ জেলায় জেলায় আলু চাষীদের অসন্তোষের দৃশ্য ফুটে উঠছে। তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, আমাদের কৃষকরা ভাল আছেন।গত বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন, 'রাজ্যে কৃষকদের আয় চার গুণ বেড়েছে। আলুর দাম কম হওয়ায় চাষীরা সমস্যায় পড়েছেন। আমরা ৬.৫০ টাকায় আলু কিনছি। পরে দাম বাড়লে ব্যবহার করা হবে। কৃষকদের আয় চার গুণ বেড়েছে।'এর পাশাপাশি অতীতে বাম আমলে অনেক ভুয়ো রেশন কার্ড ব্যবহার হত বলেও অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে আগে এফসিআই থেকে যে চাল দেওয়া হত, তাতে বালি ও কাকড় মেশানো থাকত বলেও অভিযোগ তাঁর।এদিন শেষ বেলায় বিধানসভায় আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ তাঁর বক্তব্য শেষ করার পর খাদ্য ও সরবরাহের বিষয়ে বিধানসভায় বক্তব্য পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।আলুর ন্যায্য মূল্যের দাবিতে রাস্তায় আলু ফেলে ডানকুনি আরামবাগ রোড অবরোধ করে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখায় বামপন্থী কৃষক সংগঠন। জলপাইগুড়িতেও রাস্তায় আলু ফেলে পথ অবরোধ করেন কৃষকরা। জলপাইগুড়ি ৭৩ মোড় এলাকায় রাস্তায় আলু ফেলে পথ অবরোধ করেন সারা ভারত কৃষক সভার সদস্যরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের ছবি দেখা যাচ্ছে। আলুচাষীদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। এবার বিধানসভায় আলু চাষীদের সমস্যা নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিছিয়ে গেল মনীশ সিসোদিয়ার জামিন-আর্জির শুনানি, ২১ মার্চ ফের শুনবে আদালত

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চঃদিল্লি আবগারি নীতি মামলায় ধৃত দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার জামিন-আর্জির শুনানি পিছিয়ে গেল। আগামী ২১ মার্চ সিসোদিয়ার জামিন-আর্জি ফের শুনবে আদালত। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের পক্ষ থেকে শুক্রবার দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালতে জানানো হয়, মণীশ সিসোদিয়া অন্যদের নামে সিম কার্ড ও মোবাইল ফোন কিনেছিলেন। আবার সিসোদিয়া আইনজীবী বলেন, আদালত গ্রেফতারের সময়কে উপেক্ষা করতে পারে না এবং একজন ব্যক্তিকে ক্রমাগত আটকে রাখতে পারে না।ইডি-র পক্ষ থেকে এদিন আদালতে সিসোদিয়াকে ১০ দিনের জন্য হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। কিন্তু, মনীশের আইনজীবী ইডি-র আবেদনের বিরোধিতা করে। সওয়াল-জবাব শেষে রায়দান সুরক্ষিত রাখে আদালত।

সিসোদিয়া ও জৈনের মতো একই অবস্থা হবে কেজরিওয়ালেরওঃমনোজ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চঃমনীশ সিসোদিয়া ও সত্যেন্দ্র জৈনের মতো একই অবস্থা হবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। এমনই দাবি করলেন বিজেপি নেতা মনোজ তিওয়ারি। শুক্রবার মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে যা মনীশ সিসোদিয়ার ক্ষেত্রে ঘটেছে। সিবিআই-এর পর ইডিও প্রমাণের ভিত্তিতে মণীশ সিসোদিয়াকে গ্রেফতার করেছে। দিল্লির জনগণ আর তাঁদের বিশ্বাস করবে না। আম আদমি পার্টিকে দিল্লিকে ধ্বংস করেছে।এদিকে, আম আদমি পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে এদিন দিল্লিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে বিজেপি। কেজরিওয়াল সরকার ও আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীরা স্লোগান দিতে থাকেন। উল্লেখ্য, দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় এই মুহূর্তে তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন দুই মন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া ও সত্যেন্দ্র জৈন।

ধর্মঘটের সমর্থনে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি

কলকাতা, ১০ মার্চ ঃসরকারি কর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থন করল সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি।শুক্রবার সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদক জয়শ্রী চক্রবর্তী এদিন এই প্রতিবেদককে জানান, রাজ্য সরকারি কর্মচারী সহ শিক্ষক, শিক্ষা কর্মী, ছাত্র, চিকিসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী, সরকার পোষিত কর্মচারীরা ধর্মঘট ডেকেছে। কেবল বকেয়া ডিএ'র দাবি নয়, স্বচ্ছ নিযোগে এবং অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করার দাবিও রয়েছে। ডিএ ভিক্ষার দান নয়, এটা ন্যায্য অধিকার। অন্যেরা অনেকেই অনেক ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাই বলে কেউ এ নিয়ে আন্দোলন করতে পারবে না - এ কেমন যুক্তি? সরকার মানুষকে ন্যায্য অধিকারের ভিত্তিতে আন্দোলনকারী হিসেবে দেখতে চায় না, তারা মানুষকে দেখতে চায় অনুগ্রহ প্রার্থী হিসেবে। ভোট সর্বস্ব রাজনৈতিক দলের এটাই বৈশিষ্ট্য।

আম আদমি পার্টি পুরো দুর্নীতিতে জড়িতঃকংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃআম আদমি পার্টি (আপ) সম্পূর্ণ দুর্নীতিতে জড়িত। এ দল শুধু নামেই সৎ দল থেকে গেছে। কংগ্রেসের মুখপাত্র অলকা লাম্বা শুক্রবার দলের সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আপ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বললেও পঞ্জাব থেকে দিল্লি পর্যন্ত অনেক আপ নেতাকে দুর্নীতিতে জড়িত পাওয়া গেছে।অলকা বলেন, দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া, সত্যেন্দ্র জৈন, গীতা রাওয়াত, সন্দীপ রাওয়াত সহ দিল্লি ও পঞ্জাবের অনেক নেতাকে দুর্নীতিতে জড়িত পাওয়া

''দম ধরে লড়াই এখন পাখির চোখ'', দাবি 'কুটা'-র

কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ ' অগনিত মানুষের আন্দোলনে শরিক হওয়া সময়ের দাবি' বলে মন্তব্য করল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (কুটা) নেতৃবৃন্দ। তাঁদের দাবি, দম ধরে লড়াই এখন পাখির চোখশুক্রবার এই বামপন্থী সংগঠনের অন্যতম নেতা, কম্পিউটার সায়েন্সের বিশিষ্ট অধ্যাপক সাংখ্যায়ন চৌধুরী এই ব্যাপারে সামাজিক মাধ্যমে একটি বার্তা দেন। সেটি শেয়ার করেন সংগঠনের সভানেত্রী ডঃ মহালয়া চট্টোপাধ্যায়। বার্তায় লেখা, টাকা কিন্তু উড়ছে, উড়ছে গোটা রাজ্য জুড়ে, এমন টাকার উড়ান আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। কেউ কাউকে লাখ চল্লিশেক টাকা পকেট মানি হিসেবে দিয়ে দিচ্ছেন, কেউ বা আবার ছয় দিনে ছয় কোটির সম্পত্তি কিনে ফেলছেন।এসব দেখে চোখ ছানাবড়া না হয়ে আর উপায়ই বা কী! আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই নন্দলালের মন্দ কপাল। কেন? ওই যে, তিনি বলেছেন মুন্ডু গেলেও টাকা দেওয়া যাবে না। ঘরে নাকি টাকা বাড়ন্ত, তার ওপর ছুটির পরে ছুটি দেওয়া সত্ত্বেও বেআক্কেলে কিছু বদমায়েশ লোকজন নাকি ডি এ-র দাবিতে অবস্থান, আন্দোলন এমনকি অনশন করতেও পিছপা নয়। এত্তবড় সাহস? তাই ওনার খুব গোঁসা।কোটি কোটি টাকা শহরের আনাচ কানাচ থেকে প্রায় দিন বেরোতেই থাকবে, আর সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, অধ্যাপকরা হকের টাকা পাবে না কেন? কোন সদুত্তর নেই। অনেক অনুনয় বিনয় হয়েছে, এবার লড়াই টা সামনা সামনি। সময় বদলাচ্ছে, আন্দোলনের মেজাজ বদলেছে। ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা তুষের আগুনের দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা শুধু সময়ের অপেক্ষা। ১০ মার্চ,অর্থাৎ শুক্রবার তেমনি এক সময়, একটি বিশেষ দিন। রাজ্য জুড়ে সমস্ত সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, অধ্যাপক হুমকি ধমকি কে পাত্তা না দিয়ে এককাট্টা হচ্ছেন। ধর্মঘট। চোখে চোখ রেখে নিজেদের দাবি জানানোর দিন। এই অগণিত মানুষের আন্দোলনে শরিক হওয়া সময়ের দাবি। অনুরোধ, আন্দোলনে অংশগ্রহণ করুন, ধর্মঘট পালন করুন নিজেদের হকের দাবিকে ছিনিয়ে আনতে। দম ধরে লড়াই এখন পাখির চোখ।

আমাদের প্রথম বাজেট হবে জনস্বার্থের, জানালেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান

চণ্ডীগ।, ১০ মার্চ ঃশুক্রবার পঞ্জাবের রাজ্য বাজেট পেশ হতে চলেছে। তার আগে এদিন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বলেন, আমাদের প্রথম বাজেট হবে জনস্বার্থের।শুক্রবার রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেন। এটি আম আদমি পার্টির(আপ) সরকারের প্রথম পূর্ণ বাজেট হবে।গত বছর এই দিনে আমরা নির্বাচনের ফলাফলে পঞ্জাবের জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছি এবং আজ আমাদের সরকার তার প্রথম সম্পূর্ণ বাজেট পেশ করতে চলেছে, মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান তাঁর টুইটে উল্লেখ করেছেন।এটিকে রাজ্যের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন বলে অভিহিত করে তিনি আরও লিখেছেন, জনস্বার্থে বাজেট হবে।কংগ্রেস দল 'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি'র জন্য পঞ্জাব বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান-এর পদত্যাগ দাবি করেছিল।পঞ্জাব বাজেট অধিবেশন ৩ মার্চ শুরু হয়েছিল এবং ১১ মার্চ পর্যন্ত চলবে। দ্বিতীয় অধিবেশনটি অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া দুটি জি২০ বৈঠকের বিরতির পরে ২২ মার্চ ফের শুরু হবে।

রাষ্ট্রপতি ভবনে অ্যান্টনিকে উষ্ণ অভিবাদন, বললেন ভারত ও অস্ট্রেলিয়া দারুণ বন্ধু

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনে উষ্ণ অভিবাদনে অভিভূত হলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানেজ। শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানানো হয় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানেজকে। রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের অথিথেয়তায় অভিভূত হয়ে অ্যান্টনি বলেছেন, আমরা ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চাই এবং সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এখানে উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অস্ট্রেলিযা ও ভারত দারুণ বন্ধু। আমরা অংশীদার এবং আমরা সেই অংশীদারিত্বকে প্রতিদিন আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলছি।

খেলো ইন্ডিয়া দশ কা দম টুর্নামেন্টের সূচনা করলেন অনুরাগ ঠাকুর, চলবে ৩১ মার্চ অবধি

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃ খেলো ইন্ডিয়া দশ কা দম টুর্নামেন্টের সূচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর শুক্রবার সকালে নতুন দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে খেলো ইন্ডিয়া দশ কা দম টুর্নামেন্টের সূচনা করেছেন। দিল্লির জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচির অংশ হিসাবে, ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রক ১০ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত খেলো ইন্ডিয়া দশ কা দম টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে। দেশের ৫০টিরও বেশি শহরে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ১৫ হাজার নারী খেলোয়াড় অংশ নেবেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর এদিন বলেছেন, খেলাধুলার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন করাই এই (খেলো ইন্ডিয়া দশ কা দম) ইভেন্টের উদ্দেশ্য। খেলো ইন্ডিয়াতে মহিলা খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ ১৮০০ থেকে ২৭০০-এ উন্নীত হয়েছে। খেলাধুলার জন্য বাজেট বাড়ানোর জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।

মহিলা সংরক্ষণ বিল গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের তা শীঘ্রই আনতে হবেঃকে কবিতা

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চঃ মহিলা সংরক্ষণ বিলের পক্ষের জোরদার সওয়াল করলেন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) এমএলসি কে কবিতা। শুক্রবার দিল্লিতে মহিলা সংরক্ষণ বিলের দাবি জানিয়ে কে কবিতা বলেছেন, মহিলা সংরক্ষণ বিল গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের তা শীঘ্রই আনতে হবে। আমি সমস্ত নারীদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এই বিলটি উত্থাপন না হওয়া পর্যন্ত এই প্রতিবাদ থামবে না। এই বিল দেশের উন্নয়নে সহায়ক হবে। আমি বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিলটি সংসদে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।মহিলা সংরক্ষণ বিলের দাবিতে এদিন ভারত রাষ্ট্র সমিতির এমএলসি কে কবিতা একদিনের জন্য অনশনে বসেছেন। তিনি দাবি জানিয়েছেন, সংসদের বর্তমান বাজেট অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ বিল উত্থাপন করতেই হবে। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিও।

নিজ নিজ দফতরের দায়িত্ব নিলেন সৌরভ ও অতিশী, শুরুও করে দিলেন কাজ

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃ নিজ নিজ দফতরের দায়িত্ব নিলেন দিল্লির নবনিযুক্ত মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ ও অতিশী। শুক্রবার দিল্লি সচিবালয়ে নিজ নিজ বিভাগের দায়িত্ব নেন সৌরভ ভরদ্বাজ ও অতিশী। এদিন থেকেই কাজও শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা।বৃহস্পতিবার বিকেলেই দিল্লির মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন আম আদমি পার্টির বিধায়ক অতিশী ও সৌরভ ভরদ্বাজ। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজ নিবাসের অডিটোরিযামে দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা অতিশী ও সৌরভকে মন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন।দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় ধৃত মনীশ সিসোদিয়া ও সত্যেন্দ্র জৈনের পদত্যাগ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গ্রহণ করার পর অতিশী ও সৌরভ দিল্লির মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিযেছেন। দু'জনের মন্ত্রিত্ব বন্টন করা হয়েছে। নবনিযুক্ত দিল্লির মন্ত্রী অতিশীকে শিক্ষা, পূর্ত দফতর, বিদ্যুৎ এবং পর্যটন পোর্টফোলিও বরাদ্দ করা হয়েছে সৌরভ ভরদ্বাজ স্বাস্থ্য, জল ও শিল্প এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রী হয়েছেন।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে সতীশ কৌশিকের অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃপ্রখ্যাত অভিনেতা, পরিচালক ও কৌতুকশিল্পী সতীশ কৌশিকের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শোকবার্তায় অমিত শাহ জানিয়েছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্র ও শৈল্পিক সৃষ্টিতে সতীশ কৌশিকের অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মনোরঞ্জন করেছিলেন আট থেকে আশির, সতীশ কৌশিকের প্রয়াণে শোক বলিউডে।হৃৎরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৬৬ বছর বয়সেই জীবনাবসান হয়েছে কৌতুকশিল্পী সতীশ কৌশিকের। বৃহস্পতিবার ভোরে মেলে তাঁর মৃত্যুসংবাদ। অভিনয়ের জাদুতে হাসিয়েছিলেন ৮ থেকে ৮০ প্রতিটি বয়সীকে। ১৯৯৩ সালে ' কি রানি চোরোঁ কা রাজা' ছবির হাত ধরে যাত্রা শুরু পরিচালক

নেপালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত রামচন্দ্র পাউডেল, প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়েছেন ১৮ হাজারেরও বেশি ভোটে

কাঠমান্ডু, ১০ মার্চ ঃ নেপালের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন রামচন্দ্র পাউডেল। রামচন্দ্র পাউডেল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সুবাশ চন্দ্র নেমব্যাঙ্গকে ১৮ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেন। পাউডেল পান ৩৩,৮০২ ভোট। অন্যদিকে সুবাশ চন্দ্র নেমব্যাঙ্গ পান ১৫,৫১৮ ভোট। নেপালের নির্বাচন কমিশনের তরফে বৃহস্পতিবার বিকেলে এই খবর প্রকাশ করা হয়।নেপালে শুক্রবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ভোট নেওয়া হচ্ছে। সে দেশের সংবিধান অনুযায়ী দু'বার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলে তৃতীয়বার এই পদে প্রার্থী হওয়া যায় না। ফলে দ্বিতীয় দফার মেয়াদ শেষে এবার আর প্রতিদ্বন্দ্বিতী করতে পারেননি বিদায়ী রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য লড়াই হয়েছিল রামচন্দ্র পাউডেল ও সুবাশ চন্দ্র নেমব্যাঙ্গর মধ্যে। রামচন্দ্র পাউডেল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সুবাশ চন্দ্র নেমব্যাঙ্গকে ১৮ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন।

দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ৪৪০ আরোগ্যের হার ৯৮.৮০ শতাংশ,

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩,২৯৪-এ পৌঁছে গিয়েছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪৪০ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১৭ জন বেড়ে দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,২৯৪-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। নতুন করে ৪৪০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৪৬,৮৯,৫১২ জন। ৩ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৭৯-এ পৌঁছেছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৫,৪৩৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৭ হাজার ২৩০ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৪, ৪১,২৩০। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএম আর) জানিয়েছে, ৯ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৭০,৮২৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১১ মার্চ ঃশুক্রবার, ২৬ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১১মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৬ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৬ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২৫ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.০৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২২.০৬এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৭৮শতকরা এবং ৪৫শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার। জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত- ৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৫৪মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৪১মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। আজ, আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। শুভ দিন হবেই।
বৃষভ রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল ব্রত। বিবাহের যোগ হবেই আজ।
মিথুন রাশিঃকাল্পনিক ভয় পরিত্যাগ করুন। বহুদিনের প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে আজকে
কর্কট রাশিঃ সন্তান মৌলিক চিন্তা ও অধ্যক্ষ গবেষণায় কৃত্তিত হবে।
সিংহ রাশিঃকোনও কাজে অভাবনীয় সাফল্য লাভ। শুভ
কন্যা রাশিঃকিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর
তুলা রাশিঃআপনি অন্যদের সমালোচনার অভ্যাসের জন্য সমালোচিত হবেন। শুভদিন হবে
বৃশ্চিক রাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত করে।
ধনু রাশিঃ অর্থ বিনিয়োগে ব্যবসায়িক সাফল্য। অর্থ ব্যয় হবে
মকর রাশিঃমানসিক অসুস্থতা তৈরি হওয়ার আগে আপনি আপনার নেতিবাচক চিন্তাকে ধ্বংস করে ফেলুন। উচ্চাশা বর্জন
কুম্ভ রাশিঃ আজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। অর্থ সঞ্চয়
মীন রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আজও কাউকে অর্থ ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই সময়কাল সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে এটি

হাওড়া স্টেশন চত্বরেই এসএফআইয়ের মিছিল আটকে দিল সিটি পুলিশ

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১০ মার্চ ঃ রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক আগেই শুক্রবার কলকাতায় এসএফআইয়ের বিধানসভা অভিযান ঘিরে এদিন সকাল থেকেই উত্তেজনার পারদ চড়েছিল। এদিন হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে দুটি মিছিল রওনা হবার কথা থাকলেও মিছিল আটকাতে প্রস্তুত ছিল পুলিশ প্রশাসন। মঙ্গলবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। পরীক্ষার এই মরশুমে এসএফআইয়ের এই মিছিলের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। পুলিশের অনুমতি না থাকলেও মিছিল করতে অন। ছিল এসএফআই। তাদের হুঁশিয়ারি ছিল বিধানসভা অভিযান হবেই। হাওড়ায় মিছিল শুরুর মুখেই পুলিশ ব্যারিকেড করে সেই মিছিল আটকায়। হাওড়া স্টেশন থেকে মিছিল বেরনোর পরই এসএফআই কর্মী সমর্থকদের বাধা দেয় হাওড়া সিটি পুলিশ। ধস্তাধস্তি শুরু হয়। আটক করা হয় আন্দোলনকারীদের। তোলা হয় পুলিশের প্রিজন ভ্যানে। দীপ্সিতা ধরকে পুলিশ ধস্তাধস্তি করে প্রিজন ভ্যানে তোলে। হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে মিছিল বেরনোর পরই এদিন গ্রেফতার করা হয় এসএফআই সমর্থকদের। এসএফআই নেত্রী দীপ্সিতা ধর বলেন, ছাত্রছাত্রীদের আবার স্কুলে ফেরাতে হবে। ৮ হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়নি। পশ্চিমবঙ্গের আগামী প্রজন্মকে বাঁচানোর জন্য এসএফআই এই লড়াই করছে। যাঁরা আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে চান তাঁরা আমাদের সঙ্গে হাঁটবেন। যাঁরা এই পশ্চিমবঙ্গের আগামী

প্রজন্মকে ধ্বংস করতে চান তাঁরা আটকাবেন। আনিস খানের মৃত্যুর পর যে পুলিশকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এদিন সেই পুলিশই তৎপরতা দেখাচ্ছে। এই পুলিশ ছাত্র-ছাত্রীদের চমকাচ্ছেন, ধমকাচ্ছেন। ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন। আমরা লড়াই চাই না। ছাত্রছাত্রীদের পড়ার অধিকার এবং স্কুলে যাওয়ার অধিকারের জন্য লড়াইয়ে নেমেছি। নিজের বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের ছেলে মেয়েদের জন্য এই লড়াই। এদিন এসএফআই নেতা ময়ূখ বিশ্বাস বলেন, এই সরকার কখনও কথা বলতে দেয় না। বিরোধী কন্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। একদিকে যখন ওরা কেষ্টকে ল্যাঙচা খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর অন্যদিকে প্রতিবাদী যুবক আনিস খানকে ফেলে মারে। আজ আমরা শিক্ষাকে বাঁচানোর তাগিদে এসএফআই রাস্তায় নেমেছি। যেখানে সাড়ে ৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিকে পরীক্ষা দিতে পারল না, যেখানে ৮ হাজার ২০৭ টা স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেখানে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর পদ শূন্য রয়েছে এদিন তাঁরা বেতন পাচ্ছে না, স্কলারশিপ পাচ্ছে না, আদিবাসী হোস্টেল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজকে শিক্ষার মান তলানিতে ঠেকেছে। যেখানে গরীব ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাঙ্গন থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এসএফআই এর প্রতিবাদে পথে নেমেছে। বারেবারে আমাদের ওপর আক্রমণ চালালেও আমাদের লড়াই চলেছে। এটা বাংলা বাঁচানোর লড়াই, আমাদের ভবিষ্যতের লড়াই। বাংলাকে বাঁচানোর জন্যই আমরা পথে নেমেছি।

কলকাতা মেডিক্যালে রোগীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ রোগীর রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুক্রবার উত্তেজনা ছড়ায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। এদিন সাতসকালে সেখানে উদ্ধার হয় ঝুলন্ত দেহ। এটি আত্মহত্যা নাকি নেপথ্যে অন্যরহস্য, তা জানার চেষ্টায় পুলিশ। সূত্রের খবর, মৃত ব্যক্তির নাম মনোরঞ্জন বিশ্বাস। বয়স ৪৮ বছর। অর্থোপেডিক বিভাগে ভর্তি ছিলেন তিনি। চলছিল চিকিৎসা। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ তাঁকে ইনজেকশন দেন এক নার্স। পরে সকালে বাথরুমের বাইরে থাকা অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রের পাইপে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় উদ্ধার হয় মনোরঞ্জন বিশ্বাসের দেহ। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশের তরফেই দেহটি নামিয়ে তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কারণে এই ঘটনা তা নিয়ে জারি রয়েছে ধোঁয়াশা।

কুলতলিতে তিনদিনের সৃষ্টিশ্রী মেলা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১০ মার্চ ঃ সুন্দরবনের কুলতলিতে তিনদিনের সৃষ্টিশ্রী মেলা শুরু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদেরকে নিয়ে। তাদের নিজেদের হাতে তৈরি করা বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য হাতে তৈরি জিনিসপত্র গুলি কোথায় বিক্রি করবে এবং তা থেকে তারা উপার্জনের দিশা দেখবে। সেই কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের একটি প্রকল্প যার নাম সৃষ্টিশ্রী মেলা। যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল বৃহস্পতিবার। চলবে টানা তিন দিন ধরে। সুন্দরবনের ৬ গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে হাতের কাজের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে এই মেলাতে টাকা উপার্জন করার জন্য। বেশ কিছু কাউন্টার খোলা হয়েছে। কুলতলির সুন্দরবন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এর মাঠে হওয়া এই মেলার আয়োজক দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। এই মেলা চলবে ১১ মার্চ শনিবার পর্যন্ত। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মহিলারা কিভাবে স্বনির্ভর হতে পারে সেই বিষয়ের উপরে বিভিন্ন ব্লকের একটি করে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর গ্রুপ রয়েছে। তাছাড়া একটি বিশেষ গুরুত্ব এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুলের যে ড্রেস দেওয়া হয় সেগুলি এই প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি করার পর স্কুলে দেওয়া হচ্ছে। কুলতলির এই মেলায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক, জয়নগর লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, বারুইপুর মহকুমা শাসক সুমন পোদ্দার। কুলতলি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বীরেন্দ্র অধিকারী, কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মন্ডল থেকে শুরু করে একাধিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ একাধিক আধিকারিক। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ উপস্থিত হচ্ছেন এই মেলায়। প্রতিদিন থাকছে কলকাতার নামী দামি শিল্পীদের নিয়ে বিচিত্রা অনুষ্ঠান।

শিয়ালদহ ডিভিশনে কিছু ট্রেন বাতিল, ভোগান্তি যাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ শিয়ালদহ ডিভিশনে কল্যাণী এবং নৈহাটি স্টেশনের মধ্যে তৃতীয় লাইনে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা শীঘ্রই শুরু হবে। নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজ চলার জন্য শুক্রবার শিয়ালদহ ডিভিশনে একাধিক ট্রেন বাতিল থাকছে। ফলে ভোগান্তি হয় যাত্রীদের একাংশের। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, শুক্রবার শিয়ালদহে ২১ টি আপ এবং ২১ টি ডাউন লোকাল বাতিল থাকবে। বাতিল করা হয়েছে ৪ টি দূরপাল্লার ট্রেনও। তা ছাড়া ৬ টি দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তন করা হয়েছে। বাতিল আপ লোকাল ট্রেনের তালিকায় ২ টি ব্যান্ডেল, ৬ টি কল্যাণী সীমান্ত, ২ টি কৃষ্ণনগর, ৬ টি নৈহাটি এবং ১ টি রানাঘাট, ১ টি কাটোয়া এবং ১টি বর্ধমান লোকাল রয়েছে। ডাউন ট্রেনের তালিকায় রয়েছে বেশ কিছু নৈহাটি, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, কল্যাণী সীমান্ত, বর্ধমান এবং ব্যান্ডেল লোকাল। বাতিল দূরপাল্লার ট্রেনের তালিকায় রয়েছে আপ এবং ডাউন আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। যাত্রাপথ পরিবর্তন করা হয়েছে আপ শিয়ালদহ-বালিয়া এক্সপ্রেস, কলকাতা- গোরখপুর এক্সপ্রেস, গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস, কলকাতা যোগবাণী এক্সপ্রেস এবং গৌড় এক্সপ্রেসের। ডাউন গোড্ড-শিয়ালদহ মেমু প্যাসেঞ্জারেরও যাত্রাপথ বদলানো হয়েছে। ট্রেনগুলি শুক্রবার নির্ধারিত যাত্রাপথে না গিয়ে দমদম-দক্ষিণেশ্বর-ডানকুনি হয়ে গন্তব্যে পৌঁছাবে।

এ আই ডি এস ওর ছাত্র ধর্মঘটের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১০ মার্চ ঃ রাজ্যে জুড়ে সরকারি স্কুল তুলে দেওয়া ও বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে শুক্রবার AIDSO - এর ডাকে সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট হয়ে গেল। এদিন AIDSO - র কর্মীরা সারা রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের সামনে পিকেটিং করে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এদিন তাদের পাশে থাকার কারন তুলে ধরেন। পাশাপাশি তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের শিক্ষা নিয়ে দুর্নীতি, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা দপ্তরের চেয়ারম্যানের জেলখাটা সহ একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়। সারা রাজ্যের পাশাপাশি এদিন জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর বয়েস, গার্লস, জে এম টেনিং স্কুল জয়নগর পি সি পাল ইনস্টিটিউশন, বহড়ু হাইস্কুল, বহড়ু গার্লস হাইস্কুল সহ একাধিক স্কুলের সামনে এই ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে পিকেটিং করে এই আই ডি এস ওর কর্মীরা। এদিন এই ধর্মঘটের পিকেটিং এর কিছু পরে জয়নগর পি সি পাল স্কুলে ধর্মঘটীদের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠলো স্কুল কমিটির বিরুদ্ধে। আর তার জন্য এদিন দুপুরে এ আই ডি এস ওর কর্মীরা বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করলো পি সি পাল স্কুলের সামনে। এই ব্যাপারে এ আই ডি এস ওর জেলা সভাপতি শুভেন্দু মন্ডল বলেন, রাজ্য সরকারের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চলছে। শিক্ষা দপ্তর জেলে। আর শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ করে তাঁরা এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে তুলে দিতে চাইছে। রাজ্যের ৮২০৭ টি স্কুল বন্ধের বিরুদ্ধে আমরা এদিন এই ধর্মঘট করি। আর জয়নগর পি সি পাল স্কুলের তৃণমূল পরিচালিত পরিচালন কমিটি আমাদের ধর্মঘটের পোস্টার ছিঁড়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। আমরা এই ঘটনার তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি। আর এই ব্যাপারে পি সি পাল স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা হলেও তাদের কাছ থেকে এই বিষয়ে কোনো মতামত পাওয়া যায় নি।

পারদের ওঠানামা লেগেই রয়েছে তিলোত্তমায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ তিলোত্তমায় পারদের ওঠানামা লেগেই রয়েছে! কখনও তাপমাত্রা বাড়ছে, আবার কখনও কমছে। তাপমাত্রার পারদ ওঠানামা করলেও, তিলোত্তমার তাপমাত্রা আপাতত মনোরমই রয়েছে। গুমোটভাব একবারেই কেটে গিয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে মেঘলা ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। আকাশ মেঘলা থাকায় এদিন তাপমাত্রা বেড়েছে কলকাতায়। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাপমাত্রার বিশেষ কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। মোটামুটি এমনই থাকবে আবহাওয়া। দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হতেও পারে।

ধর্মঘটের ফলে বেশিরভাগ বিদ্যালয় বন্ধ পুরসভা ও সরকারি অফিস সচল

বনস্পতি দে, হুগলি, ১০ মার্চ ঃ শুক্রবার সরকারি কর্মচারীদের একটি অংশ ধর্মঘট ডেকেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে হুগলিতে বেশিরভাগ সরকারি অফিস খোলা ছিল সবকটি পৌরসভাতে কাজকর্ম সচল ছিল অন্যান্য সরকারি অফিস খোলা ছিল কাজ চলছিল। কিন্তু পাশাপাশি হুগলিতে বেশিরভাগ স্কুলগুলি বন্ধ ছিল গুপ্তিপাড়া থেকে উত্তরপাড়া-গোঘাট-আরামবাগ- খানাকুল- তারকেশ্বর- পান্ডুয়া- ব্যান্ডেল- শ্রীরামপুর- কোন্নগর-চন্দননগর - হুগলি- চুঁচুড়া- সিঙ্গুর- হরিপাল সহ প্রায় সর্বত্র দেখা গিয়েছে স্কুল হয়নি । অনেক স্কুলের সামনে আবার বেশ কিছু স্কুল খোলা ছিল ক্লাস ঘর ফাঁকা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সর্বত্র একই অবস্থা । হুগলির উত্তরপাড়ায় সকালবেলা প্রাথমিক বিভাগে স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা আসলে তাদের বলা হয় স্কুল হবে না তারা ফিরে যায়। দুই একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য, অভিভাবকরা ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় পাঠায়নি কিন্তু অভিভাবকরা জানালেন ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে গিয়ে ফিরে এসেছে দুপুরে একই অবস্থা কিছু কিছু স্কুলে আবার ক্লাস হয়েছে বলে জানা গেল।

অগ্নিকাণ্ডে নিঃস্ব পরিবারকে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন বিধায়িকা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ মার্চ ঃ আগুনে নিঃস্ব এক পরিবারকে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন বিধায়িকা। পাশে দাঁড়ালো দলও। গত মঙ্গলবার দক্ষিণ

হাওড়া বিধানসভা এলাকার একটি বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন একটি নিম্নবিত্ত পরিবার। এবার এই পরিবারটির পাশে এসে দাঁড়ালেন দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী ও তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈকত চৌধুরী। শুক্রবার বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী ও সৈকত চৌধুরী ওই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের আশ্বস্ত করেন ও পাশে থাকার বার্তা দেন। এদিন বিধায়ক তাদের কিছু অর্থ সাহায্য করার আশ্বাস দেন। সভাপতি সৈকত চৌধুরী জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ছেলে কম্পিউটার শিখতেন। সেই কম্পিউটার আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। দলের পক্ষ থেকে ওই পরিবারের পাশে দাঁড়ানো হবে বলে জানান সৈকতবাবু।

প্রেমের পরিণতি, উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ প্রেম করার দায়ে প্রাণ হারাল আর এক যুবক। যুগ যুগ ধরে সংখ্যাটা বেড়েই চলেছে। এবার সেই হতভাগ্যের তালিকায় জুড়ে গেল দেবব্রত বাগানীর নাম। বারুইপুর থানা এলাকার মদারাটে এই ন্যক্কারজনক ঘটনা সামনে এসেছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রকে তার প্রেমিকার বাড়ির লোকজন মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে! সেই বিষয়ে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বারুইপুর থানার পুলিস। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। এই খুনের বিষয়ে বারুইপুরের এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস বলেন, এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। গত কয়েক বছর ধরে সদ্য প্রয়াত দেবব্রতর সঙ্গে তার এক সহপাঠীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দু'জনের সম্পর্কের বিষয়টি দুই পরিবার ছাড়া গ্রামের লোকজনও জানত। বেগমপুর জ্ঞানদা ইনস্টিটিউটের ছাত্র দেবব্রত বাগানীর পরিবারের দাবি, মেয়েটির বাড়ির তরফ থেকে শুরুতে আপত্তি ছিল না। তবে গত কয়েক মাসে পরিস্থিতি বদলে যায়। দেবব্রতর সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক একেবারেই মেনে নিতে পারছিল না তার বাড়ির লোকজন। এবং এরপরেই শুরু হয় ঝামেলার সূত্রপাত। দেবব্রতর পরিবারের আরও অভিযোগ হল, সদ্য প্রয়াতকে এক সপ্তাহ আগেও আটকে রাখা হয়েছিল। পরবর্তী সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে তাকে বাড়ির লোকেরা এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার পাড়াতেই একটি বিয়ে বাড়ি ছিল। সেই সুযোগ নিয়ে ২৫ থেকে ৩০ জন চড়াও হয় দেবব্রতর বাড়িতে। দেওয়াল ভেঙে ঢুকে তারা। বাড়িতে ভাঙচুর চালানোও হয় বলে অভিযোগ। আটকে রাখা হয় বাড়ির লোকজনকেও। দেবব্রতর বাড়ির অভিযোগ একাধিকবার মেয়েটির দাদা তাকে হুমকি দেয়। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে এই ঘটনা ঘটে। দেবব্রতকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় বাড়ির লোকজন। তাদের অভিযোগ মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। বাড়ির লোকজন মৃতদেহ উদ্ধার করে দেবব্রতকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। দেহ শুক্রবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে পাগলা দাসুর রাজত্ব চলছে, এদের কোনও নীতি নেই ঃ হাওড়ায় মন্তব্য সুজনের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গে পাগলা দাসুর রাজত্ব চলছে। নবান্নে থেকে যাঁরা রাজ্য চালাছে তাঁরা ভূতের মতো রাজ্যের সর্বনাশ করছে। এদের কোনও নীতি নেই। হাওড়ায় মন্তব্য সুজনের। শুক্রবার বিকেলে হাওড়ার শিবপুর থানায় এসে সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, রাজ্য সরকার ভয় পেয়েছে। তবে পুলিশ যতই বাধা দিক ওরা বিধানসভা অবধি পৌঁছে গেছে। এজন্য ওদের স্যালুট জানাই। বাংলার শিক্ষা বাঁচাতে এই নতুন ছেলেরা কাজ করবে। বিধানসভার মাথায় উঠে ছাত্ররা ওখানে কাগজ দিয়ে এসেছে। সেখানে দেখিয়ে দিয়ে এসেছে যে তোমাদের মৃত্যুবাণ আমাদের কাছেই আছে। তোমরা বাংলার শিক্ষাকে ধ্বংস করছে। আমি ছাত্রদেরকে স্যালুট জানাচ্ছি। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাতে গেলে নবান্নে যাঁরা বসে আছে তাদের সরাতে হবে। এখনকার এই ছাত্রদের ওপর ভবিষ্যত নির্ভর করছে। হাওড়ায় ছাত্রীদের মহিলা পুলিশ আটকায়নি। কলকাতায় শিয়ালদহে ছাত্রদের বিরুদ্ধে উইনার্স টিমকে লাগিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পাগলা দাসুর রাজত্ব চলছে। নবান্নে থেকে যাঁরা রাজ্য চালাছে তাঁরা ভূতের মতো রাজ্যের সর্বনাশ করছে। কোনও নীতি নেই। গোটা রাজ্য দেখল বিভিন্ন দলের যৌথ মঞ্চ একত্রিত হয়ে কর্মবিরতির পর ধর্মঘট ডেকেছে। এটা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। সরকারের পেটোয়া কয়েকজন ছাড়া সকলেই এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। ওরা এই ধর্মঘটে সহমত। সরকারের নেতা মন্ত্রী যাঁরা তাঁরা দু'হাতে লুটবে। সরকারের যারা আইএএস, আইপিএস তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা বেতন পাবেন। তাঁরা কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পাবেন। আর চাকুরিজীবীরা তাঁরা কোনও অধিকার পাবে না। তার বিরুদ্ধে এদিনের সফল ধর্মঘট। রাজ্য সরকার যে ব্যর্থ এদিন তা প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রসঙ্গত, এসএফআই-এর বিধানসভা অভিযান কর্মসূচিতে হাওড়া স্টেশনে থেকে বাম নেত্রী দীপ্সিতা ধর সহ ৩৭ জন এসএফআই সমর্থককে শুক্রবার গ্রেফতার করেছিল হাওড়া সিটি পুলিশ। ধৃতদের সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় শিবপুর থানায়। ধৃত এসএফআই কর্মীদের থানা থেকে পার্সোনাল রিলিজ বন্ডে এদিনই ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

আলুর দাম নিয়ে চিন্তায় চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ একদিকে শহর জুড়ে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তীব্র গরম । তারই মধ্যে বাজার আগুন । মধ্যবিত্তের ভাতের পাতে আলু মাস্ট । কিন্তু এবার সেই আলুতেই সংকট । ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি হচ্ছে আলুর । আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তায় চাষিরাও । ইতিমধ্যে মাঠ থেকে আলু তোলা শুরু হয়েছে। কিন্তু কোনওভাবেই দাম পাচ্ছেন না আলুচাষিরা । ৪ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে হচ্ছে আলু । ফলে বাজারদর কম থাকায় চাষের খরচ উঠবে কিনা তা নিয়ে আলুচাষিরা সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন । এই অবস্থায় চিন্তার মধ্যে রয়েছেন আলু চাষিরা । এই ঘটনায় শুক্রবার বীরভূমের খয়রাশলের বিভিন্ন গ্রামের আলুচাষিরা প্রতিবাদ জানায় । তাদের দাবি বাজার দর না থাকায় আক্ষেপ করছেন তারা । তার ওপর দাম না মেলায় তাঁরা খুবই চিন্তিত। আলু চাষিদের কথায়, তিন বিঘা জমিতে যেখানে আলু চাষ করতে খরচ হয়েছে ৭৫ হাজার টাকা, সেখানে এ বছর আলুর দাম ৫০ হাজার টাকা উঠবে কিনা তা নিয়ে তাঁরা সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন। এ বছর ৫০ কেজি আলুর বস্তা বিক্রি হচ্ছে ২১০ - ২২০ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন আলুচাষিরা ।

অনলাইনে জমির খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হওয়ায় রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ অনলাইনে জমির খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হওয়ায় রাজ্য সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে বলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন। তিনি জানান গত ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই খাতে আয় হয়েছে ৪৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। মন্ত্রী আজ বিধানসভায় তার দপ্তরের ব্যায় বরাদ্দর উপরে আলোচনার শেষে জবাবী ভাষনে বলেন, সরকারি নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাস জমি বন্দোবস্ত করার জন্য তার দপ্তর অন্তবিভাগীয় জমি হস্তান্তর করার উদ্যোগ নিয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এই দপ্তর ৫৬ টি দীর্ঘমেয়াদী লিজ মঞ্জুর করেছে। এর ফলে ১৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা সরকারের আয় হয়েছে। এছাড়াও ভূমি হীন ও প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। এক পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানান, ২০১১-১২ সাল থেকে এই পর্যন্ত চার লক্ষ লোককে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে শুধুমাত্র ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৯ হাজার ৮৩৬ টি পাট্টা বিতরন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত মন্ত্রী জানান উদ্বাস্তু, পুনর্বাসন এবং কলোনীগুলির উন্নয়নের জন্য গত ৬-৭ বছরে ২৭১ টি কলোনীকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর আগে বিরোধী বিজেপি দলের সদস্য শংকর ঘোষ, অম্বিকা রায়, বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে মোসারফ হোসেন, রফিকুল ইসলাম মন্ডল আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনার সূত্রপাত করেন বিজেপির বিশাল শর্মা। পরে ধ্বনী ভোটে এক হাজার ৪৮৮ কোটি ৪৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার বাজেট প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

সাগরদিঘির পরাজয়ে অনৈতিক আঁতাত কে দায়ী করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ তৃণমূল - কংগ্রেস মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি উপনির্বাচনে দলের পরাজয়ের কারণ হিসাবে মূলত কংগ্রেস, বাম এবং বিজেপির মধ্যে অনৈতিক আঁতাত কে দায়ী করেছে। নির্বাচনে হারের পর্যালোচনা করতে দলের গঠিত পাঁচ সদস্যের কমিটি যে রিপোর্ট তৈরি করেছে সেখানে এই তথ্য উঠে এসেছে। এছাড়া সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হওয়া, দলের একাংশের কর্মীদের নিষ্ক্রিয়তাকে সহ ২৫ টি কারণকে হারের জন্য ওই রিপোর্টে দায়ী করা হয়েছে। কমিটির সদস্য তথা রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সব অংশের কর্মীরা সাগরদিঘির ভোটে সমানভাবে অংশ নেয়নি তা পরিষ্কার। গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে একাংশের কর্মী নিষ্ক্রিয় থেকেছেন। পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পর্কেও মানুষের মধ্যে যথাযথ ভাবে প্রচার করা হয়নি। দলীয় প্রার্থীর ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কমিটি তাদের রিপোর্ট চূড়ান্ত করেছে। আগামী দুদিনের মধ্যে তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

রাজ্যের ঔদ্যাসিন্যে জাতীয় ফুটবলার ফল বিক্রি করছেন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ মার্চ ঃ মনে রয়েছে বেহালার পৌলমীকে ? যাঁর ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল কিছুদিন আগেই। পৌলমী জোম্যাটো ডেলিভারি গার্ল। একপর্যায়ে ফুটবল খেলা ভুলতেই বসেছিলেন ঘরে ঘরে খাবার সরবরাহের মতো কাজের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে। একই চিত্র ধরা পড়েছে হাওড়া জেলার মুন্সিরহাটে। মুন্সিরহাটের শেফালী চৌধুরী ও একইভাবে নিজের স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। শেফালীর চার দাদা আছে। তারা কেউই বোনের কথা কখনোই ভাবেনি। আর এই কারণেই

খেলাধূলার করার বিলাসিতা দেখানোর সাহস পান নি এই জাতীয় ফুটবলার। শেফালী খেলাধূলার মাধ্যমে নিজের জীবন শুরু করেছিলেন কলকাতা ময়দানে বিদ্যুৎ স্পোটিং ক্লাব থেকে ১৯৯৩ সালে। তারপর খেলেছেন ইনকাম ট্যাক্সের হয়ে। সেই দলের ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। স্থান করেও নিয়েছিলেন বাংলার মহিলা ফুটবল দলে। সর্বভারতীয় স্তরে ও ফুটবল খেলেছেন। আফসোস এর পরে ও কোনো চাকরির ও ব্যবস্থা হয়নি। শেফালী বর্তমানে অভাবের তাড়নায় স্থানীয় বাজারে ফলের দোকান দিয়ে ফল বিক্রি করছেন। ফল বিক্রি করে সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে রোজ লাভ হয় ১৫০ টাকা। এই সামান্য টাকায় কী করে সংসার চালাবে তা নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়েছেন। মোবাইল রিচার্জের ও টাকা থাকে না। তাই এখন ও সময় পেলে চলে যান খেপ খেলতে। ওই ভাবেই অর্থ সংগ্রহ করছেন সংসার চালানোর জন্য। শেফালী বলেন, আমাকে দয়া করে নয়, আমার খেলার অতীত দিনের রেকর্ড দেখেই রাজ্য সরকার যেন একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। অনেক কষ্ট করেছি ও করছি। তবুও ফুটবল খেলা চালিয়ে যেতে পারছি না। অভাবের তাড়নায় স্থানীয় বাজারে ফলের দোকান দিয়ে ফল বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছি। অনেক দিন দু ' বেলা পেট ভরে খেতে ও পাই না। দাদাদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে লজ্জা করে। রাণাঘাটের অতীন্দ্র চক্রবর্তী বেহালার পৌলমীকে আবিষ্কার করে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছিলেন। এবার ও সেই অতীন্দ্র চক্রবর্তী মুন্সিরহাটের শেফালীকে আবিস্কার করে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে শেফালী বলেন, অতীন্দ্র ভাইয়ের জন্যই আমার খবর নিচ্ছে মিডিয়ার সাংবাদিকরা। ওঁকে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো, আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমি এতদিন জঙ্গলে পড়ে ছিলাম , এখন সবাই আমার খোঁজ খবর নিচ্ছে। কিন্তু এতে করে তো আর সংসার চালানো যাবে না। একটা ভালো চাকরি না পেলে আমার পরবর্তী জীবনটাই অন্ধকারেই থেকে যাবে । নিজের এই অদম্য লড়াইয়ের কথা বলতে গিয়ে বাংলার এক সময়ের দাপুটে ফুটবল তারকা তথা জাতীয় ফুটবলার শেফালী বলেন, ভোর ৪ টার সময় ঘুম থেকে উঠে কিটস্ ব্যাগ নিয়ে মুন্সিরহাট থেকে বাসে চেপে কলকাতার ময়দানের ফুটবল মাঠে পৌঁছে যেতাম। মাঠে গিয়ে পাঁউরুটি, কলা খেয়ে টানা প্র্যাকটিস করতাম। আবার দুপুর ২ টায় বাড়ি ফিরতাম। কোনদিন খাবার জুটত তো কোন দিন আবার জুটত না। বাবা দিন মজুর ছিলেন। তিন বছর হল বাবা ও মা দু ' জনই মারা গেছেন। এখন আমার পাশে অনেকে থেকে ও কেউই নেই।

প্রেস বিবৃতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ আজ ১০ মার্চ রাজ্যের সরকারী - আধা সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক-অশিক্ষক , ডাক্তার নার্স , এ এন এম (আর) ওয়াটার ক্যারিয়ার-সুইপার, কর আদায়কারী সহ অস্থায়ী কর্মচারীরা জরুরী পরিষেবা বজায় রেখে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ - র ডাকে এক মানুষের মত সরকারের ভীতি প্রদর্শনমূলক আদেশ নামাকে উপেক্ষা করে ডিএ, সমস্ত শূন্য পদে স্বচ্ছ নিয়োগ, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করার দাবীতে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করেছে। সমস্ত কর্মচারীদের আমরা সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। বেতন কেটে নেওয়ার ভয়, ডাইজ-নন - এর হুমকিকে জয় করে ধর্মঘটীরা আগামী দিনের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের সূচনা করল। আগামী দিনে দীর্ঘ স্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি। সংগ্রামী অভিনন্দন সহ শুভাশীষ দাস, সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অন্যতম শরিক ।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধায় গ্যালপিং ট্রেনের স্টপেজ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ আগামী সপ্তাহ থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। ১৪ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে। এই সময় পরীক্ষার্থীদের সুবিধায় লোকাল ট্রেনের স্টপেজ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রেল কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে পরীক্ষার দিনগুলিতে ট্রেনের গতিবিধি জানাল পূর্ব রেল। হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনের একাধিক স্টেশনে দাঁড় করানো হবে। পরীক্ষা শুরু ও শেষের সময়ে ট্রেনের সময়সূচিতে বদল করা হচ্ছে। ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭ তারিখে পরীক্ষা আছে। এই সব দিনেই গ্যালপিং ট্রেন দাঁড়াবে বিভিন্ন স্টেশনে। শিয়ালদহ মেন লাইনের সমস্ত ব্ব্ব্ব ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন পরীক্ষার দিনগুলিতে পলতা, জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, পায়রাডাঙা স্টেশনে দাঁড়াবে। বনগাঁ লাইনের ট্রেনগুলি সংহতি হল্ট স্টেশনে থামবে। তবে যেসব ট্রেন সকাল ৮টা থেকে ১০ ও দুপুর ১টা ১৫ থেকে ৩.১৫ পর্যন্ত চলে, সেই ট্রেনই শুধুমাত্র এই সব স্টেশনগুলিতে থামবে। অর্থা পরীক্ষা শুরু এবং শেষের সময়ে পরীক্ষার্থীরা যে কোনও প্যাসেঞ্জার ও ইএমইউ-তে চড়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। হাওড়া ডিভিশনেও পরীক্ষার দিনগুলিতে বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়াবে অতিরিক্ত ট্রেন - ১৩০১৭ / ১৩০১৮ গণদেবতা এক্সপ্রেস ও ১৩০২৮ আজিমগঞ্জ-হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস থামবে লোহাপুর স্টেশনে। ৩৬৮৩০ বর্ধমান-হাওড়া ইএমইউ লোকাল বেলমুড়ি, জনাই রোড, ডানকুনি স্টেশনে এক মিনিটের জন্য থামবে (সকাল ৮.৩৫এ)।

বিধানসভার অধ্যক্ষ ও সরকারের প্রতি অনাস্থা নিয়ে আলোচনা নয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব এবং সরকারের আনা আস্থা প্রস্তাব দুটোর কোনওটার ওপরেই কোনও আলোচনা হবে না। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওই প্রস্তাব দুটি নিয়ে উপাধ্যক্ষ্য আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেন। উপাধ্যক্ষ্য এদিন বিধানসভায় এই প্রসঙ্গে নিজের রুলিং-এ বলেন, তিনি দুটি প্রস্তাবই খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সরকারপক্ষ ও বিরোধী দলনেতার আনা প্রস্তাব দুটির বক্তব্য পরস্পরের বিপরীত হলেও বিষয়বস্তু একজনই। তবে বিরোধী দলনেতার আনা প্রস্তাবে পদ্ধতিগত কিছু ত্রুটি রয়েছে। অন্যদিকে সরকার পক্ষের তরফে ফিরহাদ হাকিম সহ অন্যরা অধ্যক্ষ্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা জানিয়ে যে প্রস্তাব এনেছেন বিধি অনুয়ায়ী তার উপর আলোচনা বাধ্যতামূলক নয়। যেহেতু উচ্চমাদ্যমিক পরীক্ষার কারণে আগামী সোমবারই চলতি অধিবেশন শেষ করে দেওয়া হচ্ছে তাই ওই দুই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই বলে তিনি জানান।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৯৯ সংখ্যা, শনিবার, ২৬ ফাগুন, ১৪২৯

‘দিতে হবে’ রাজনীতি

সম্পাদকীয়

‘দিতে হবে’ রাজনীতি হবে রাজনীতি বাংলায় করে থেকে সূচনা হয়েছিল তা নিরক্ষণ করতে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এটা সম্ভবত শুরু হয়েছিল কমিউনিস্ট দল থেকে। তখন বাংলায় কংগ্রেস শাসন। বিরোধী দল ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। সেই সময়ে সিপিএম দল কমিউনিস্ট দল হিসাবে শক্তিশালী দল। আবার সিপিআইও শক্তিশালী কমিউনিস্ট দল ছিল। তার ফলে কংগ্রেস সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো এই দুই কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা। তারা বিধানসভা থেকে শুরু করে রাস্তায় সরকার বিরোধী আন্দোলন করতো কোনও অজুহাত পেলেই। তার মধ্যে ছিল মহার্ঘ ভাতাও। কমিউনিস্ট পার্টি অস্তিত্ব রাখার জন্য ‘দিতে দিতে হবে নাহলে গদি ছাড়তে হবে’ স্লোগান তুলে রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে কালা দিবসও পালন করতো। সরকারি কর্মচারিরা তখন বেতন বৃদ্ধি থেকে শুরু করে মহার্ঘ ভাতা এবং আরও সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য কলম ধর্মঘট করতো। সরকারি অফিসে কাজ বন্ধ হয়ে থাকতো। নাজেহাল হতো সাধারণ লোকেরা। তারা সরকারি অফিসে কাজ উদ্ধার করতে গিয়ে সারাদিন ধরে অফিসের দোরগোড়ায় বসে থাকতো। আবার হঠাৎ করে তিন ঘন্টার কর্ম বিরতি ঘোষণা করলে সরকারি কাজ বন্ধ হয়ে থাকতো। সরকারি কর্মীরা সবচেয়ে বেশি বেতন পেয়ে থাকে। তারা সরকারি সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। তাতে তাদের মনকে পুষায় না। আরও চাই আরও দিতে হবে। নাহলে গদি ছাড়তে হবে। এই টাকাতে চলে না সংসার। আর বেশি করে টাকার প্রয়োজন রয়েছে। বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। ডিএ বৃদ্ধি করতো হবে। পেনশন বৃদ্ধি করতে হবে। স্বাস্থ্য সুবিধা দিতে হবে। ব্যাঙ্ক এলআইসি তো প্রায় সময়ে তিন দিন বা তার বেশি সময়ে ধরে বন্ধ রাখতো। তারা কি কোনওসময়ে গ্রাহকদের কথাকে ভেবেছে। না তারা কিন্তু গ্রাহকদের কথাকে ভাবেনি। তারা নিজেদের স্বার্থকে বজার রেখে তবেই পরের কথা বা গ্রাহকদের কথা চিন্তা করেছে। আজকে যখন সরকার থেকে বলা হচ্ছে তিন শতাংশের বেশি এর বেশি ডিএ দিতে পারবো না তখন সরকারের কর্মীরা কি ভাবেছেন যে রাজ্যের বহু বাসিন্দারা রয়েছেন যারা অল্প টাকায় সংসার করে। আসলে সরকারি কর্মীরা হচ্ছে ভগবান তুল্য ব্যক্তি। তাদের সঙ্গে আর কারোর তুলনা করা চলে না। সরকারি প্রকল্পকে বন্ধ রেখে সরকারি কর্মীদের আবেদন নিবেদনকে মানতে হবে এটাই হচ্ছে মূল কথা। এর জন্য প্রয়োজন হলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বনধ করা যেতে পারে। বিক্ষোভ মিছিল করা যেতে পারে। সরকার তো মাইনে কম দেয় না। তবুও তাদের খিদে কেউই বন্ধ করতে পারছে না। সরকারী কর্মীরা মনে করে তারাদের যোগ্যতা অনুসারে মাইনে পাচ্ছে না। সরকারের ফাইলের কি রোজই হয়ে থাকে। আজকের ফাইল পড়ে থেকে ধুলো জমতে থাকে। তারপরে সেই ফাইল চলাচলি করে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা যাবে না। তারা হচ্ছে রাজপুত্র। রাজার ছেলে বলা যেতে পারে। সরকার দেউলিয়া হয়ে গেলেও তাদের মাইনে দিতে হবে। টাকা ধার করে মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে। এটা শুরু করে দিয়েছিল বাম আমলে। তার রেশ এখনও চলছে। অল্পকে খুশি সরকারি কর্মী নয় সেটা বারবার প্রমাণ দিয়েছে। প্রতি বছর মাইনে বাড়াতে হবে। এক মাইনে কাজ করানো যাবে না। তাদের সুখ সুবিধার কথা ভাবতে হবে সরকারকে। রাজ্যের জনগণের কথাকে ভাবার কোনও প্রয়োজন নেই। সরকারি কর্মীরাই তো রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে জিতিয়ে নিয়ে আসে। তবেই তো সরকার গঠিত হয়।

সীমান্ত সমস্যা জটিল

চিনের বিপরীত পদক্ষেপ সীমান্ত সমস্যা জটিল হলেও কূটনীতিতে চূড়ান্ত সাফল্য দেখাতে পারছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। চূড়ান্ত না হলেও ধীর গতিতে সাফল্য আনতে চেষ্টা করছে বিদেশ মন্ত্রক। যার ফলে ভারত এখন খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। মোদি সরকার যেভাবে কূটনীতিতে সফল হতে শুরু করে দিয়েছে সেটা পাকিস্তানের পক্ষে মারাত্মক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে বুঝতে পারা যাচ্ছে। তাই এখন থেকেই মোদি সরকারকে সতর্কভাবে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। নাহলে কিন্তু আগামি দিনে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ পাকিস্তানের কাছ থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর অধিকার করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে জল ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে পাক সরকার বিশেষ করে পাকিস্তানের আইএসআই গুপ্তচর সংস্থা। তারাই চিনকে পেছন থেকে উস্কে দিয়েছে যে ভারতের সীমান্ত এলাকায় ব্যস্ত রাখলে ভারতীয় সেনারা আর পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করার দিকে মন দিতে পারবে না। লাদাখে চিনের হামলার পিছনে পাকিস্তানের উস্কানি ছায়া দেখতে পাচ্ছে ভারত সরকার। ভারতের কাছে পাকিস্তান এখন চিনের থেকেও বড় শত্রু। আবার চিনের বড় তাবেদার দেশ হচ্ছে পাকিস্তান। আগে পাকিস্তান আমেরিকার তাবেদারি করতো। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে কাশ্মীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভারত সরকার দ্বিধাবোধ করতে থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে একেবারে কাশ্মীরটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। কাশ্মীর ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হল এবং লাদাখকেও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে কাশ্মীর নিয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করে চলছিল তারা এবারে বেশ মুশকিলে পড়ে গেল। পাকিস্তান জানে যে আমেরিকা তাদেরকে এখন বিশ্বাস করে না। পাকিস্তানকে জঙ্গি মদতপুষ্ট রাষ্ট্র বলে সবাই গ্রহণ করে নিতে চায়। সন্ত্রাসবাদীদের মদতপুষ্ট রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত হতে শুরু করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তান জঙ্গি দমন করতে পারেনি। পাকিস্তানে নামে গণতান্ত্রিক দেশ।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি ।।।।

বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনা

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এটা ঠাকুরের শিক্ষা। সেবা করা ঠাকুর প্রধান মন্ত্র। মানব সেবা করতে হবে। তবেই সন্ন্যাস ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে।

বিজেপি বিরোধীরা এক একজোট হতে পারবে ?

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রধানমন্ত্রীর মোদির বিরুদ্ধে নোট বন্দি হওয়ার সময় থেকে দেশের বিরোধী শক্তিরা একজোট হতে শুরু করে। মোদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে রাখাটা উপযুক্ত নয় সেটা অনুভব করতে শুরু করে বেশ কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। তারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মোদি বিরোধী মঞ্চ তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলে। কালো টাকা উদ্ধার করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি সরকার সেটা কতখানি সফল হয়েছে তা এখনই বলা সম্ভব নয় বটে। তবে নোট বন্দি করে বেশ কিছু ব্যক্তির কালো টাকা খোয়া গিয়েছিল সেটা পরিস্কার। সেই সব ব্যক্তিরা যাদের কালো টাকা খোয়া গিয়েছিল তারাই এখন মোদি বিরোধী মঞ্চ গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন সেটা ক্রমশ পরিস্কার হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। নির্বাচনে মোদিকে পরাস্ত করা সম্ভব নয় সেটা পরিস্কার বুঝতে পারা গিয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি করা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে বেহাল করে তোলাই হচ্ছে বিরোধী দলের প্রাথমিক ইচ্ছা। বিজেপির কাশ্মীর সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করেছেন মোদি। কাশ্মীরকে দুইভাগে বিভক্ত করে দেওয়াটা সেখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদীর ভালোভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। কাশ্মীরকে এক সময়ে যারা তাদের পৈতৃক সম্পত্তি বলে ভাবতো তাদেরকে জেলে পুড়ে দেওয়াটা খুবই গর্হিত কাজ করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত রাজ্যে পরিণত করতে বিদেশি শত্রুদের বিদেশ নীতিতে খুবই অসুবিধা হয়ে দেখা দিয়েছিল সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। লাদাখকে হঠাৎ করে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে চিনকে বিপদের মুখে ফেলে দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। লাদাখের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে

চিন সরকার বারবার ভারত সরকারের ওপরে চাপ দিতে থাকে। কিন্তু ভারত সরকার চিনের কথার কোনও উত্তর দেয়নি। চুপ করে ছিল। ভারত থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছিল লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই অঞ্চল নিয়ে চিনের সঙ্গে কোনও কথা বলা হবে না। চিনের লাদাখ নীতি হচ্ছে সেখানকার কিছু অংশ তাদের দখলে রাখা যাতে ভবিষ্যতে অতি সহজেই ভারতের চিনা সেনারা প্রবেশ করতে পারে। আমেরিকা গোটা ইউরোপকে কব্জা করে রেখে দিয়েছে। সেখানে চিন কোনও রকমভাবে সেখানে মাথা গলাতে পারছে না। ফলে চিন সরকার এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে তারা এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রের ওপরে খবরদারি করবে। আর সেটাকে মেনে নিতে হবে। চিনের চেয়ারম্যান শিং চিনফিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হল ভারতকে তাদের কব্জায় নিয়ে আসা। চিনকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। আইএসআই কি তাহলে ভারতের কৃষক আন্দোলনকারীদের মদত দিতে শুরু করে দিয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ এই নিয়ে তদন্ত করতে শুরু করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগের কাছে খবর ছিল কৃষক আন্দোলনের পিছনে খলিস্তানীদের উস্কানি ছিল। তাহলে কি কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত করতে বিদেশী টাকা গোপন পথ ধরে আসতো। নাহলে কৃষকেরা প্রায় দেড় বছর ধরে নয়াদিল্লির সীমান্ত রাস্তা অবরোধ রেখে দিয়েছিল। কৃষকদের উস্কানি দেওয়া হচ্ছে মোদি হঠাও অভিযানকে সফল করতে। পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে যেভাবে রাস্তায় আটকে রেখে দিল সেটা কিন্তু খুব একটা হালকাভাবে গ্রহণ করতে চায় না কেন্দ্রীয় প্রশাসন। এর পিছনে বিদেশীদের উস্কানি বা তাদের মদত থাকতে বলে বলে মনে করা হচ্ছে। কৃষক আন্দোলনকে সামনে রেখে সারা ভারত জুড়ে মোদি বিরোধী হাওয়া তৈরি করেছিল বিরোধী দলের নেতারা। তারা জানে যে আগামি লোকসভার ভোটে মোদিকে পরাস্ত করাটা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে মোদি বিরোধী কৃষক আন্দোলনকে যদি জিইয়ে রাখা যেতে পারে তাহলে সেটা বিরোধী দলের রাজনৈতিক লাভ। বিদেশি শক্তি চিন এবং পাকিস্তান তো চাইছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে মোদির বিদায়। মোদি বারবার যেভাবে চিন এবং পাকিস্তানকে আক্রমণ করে কথাবার্তা এবং আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা মোটেই ভালো বলা হচ্ছে না। ভারতের বাম শক্তিগুলি প্রায় মোদি বিরোধী বলা যেতে পারে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সময়ে ভারতের বাম দলগুলি এতটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বিরোধী ছিল না। কিন্তু মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাম শক্তিরা সবাই মোদি বিরোধীতে পরিণত হল। বিজেপি শক্তি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক শক্তি। একে বিনাশ করাই উচিত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকলো বাম দলের নেতারা। যদিও প্রধানমন্ত্রী বাম দলের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি বা বক্তব্য রাখেননি। তবে তিনি যেভাবে হিন্দুত্বকে নিয়ে রাজনীতি করতে শুরু করে দিয়েছেন এবং তাকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী জয়লাভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেটাকে দেশের বামশক্তিরা একেবারে অপচ্ছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছে। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। রাজনীতির পথটা একেবারে ভিন্ন। কিন্তু বিজেপি দল যেভাবে ধর্মকে সমানে রেখে রাজনীতিক ফায়দা লুটতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বামশক্তিরা বিপন্ন বোধ করছে। তারা মনে করছে এইভাবে যদি মোদি ধর্মকে সামনে রেখে আগামি দিনে নির্বাচনী লড়াই করতে থাকে তাহলে বাম শক্তি বলে আর কিছুই ভারতে অবশিষ্ট থাকবে না। কংগ্রেস দল এতকাল বিজেপি বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছিল। কিন্তু এখন তারা আর রাজনৈতিক লড়াই করতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে উন্নয়নের কোনও দিশা দেখাতে পারছে না। কৃষকদেরকে সামনে রেখে কংগ্রেস এখন মোদি বিরোধী হাওয়া তৈরি করার চেষ্টা করছে। কাশ্মীরে গিয়ে কংগ্রেস নেতারা সেখানে ৩৭০ ধারা ফিরে নিয়ে আসার ভরসা দিতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপির কাশ্মীর নীতিকে ব্যর্থ করে দেওয়ার চক্রান্ত করতে শুরু করে দিয়েছে বিরোধী দলের নেতারা। আর তাদেরকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে বিদেশি শক্তিরা বলে মনে করা হচ্ছে।

এই সব দৃষ্টান্ত থাকলেও বিজেপি বিরোধীরা একজোট হতে পারছে না। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিজেপি বিরোধী জোট করলে তা শক্তিশালী হবে না সেটা পরিস্কার। আসলে শক্তিশালী বিরোধী সংগঠন নেই। তার ওপরে বাম দল কতখানি বিরোধী পক্ষের ভূমিকা পালন করতে সেটা একেবারে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কারণ রাশিয়া মোদির পক্ষে রয়েছে। ভারতের বাম দল আবার আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নীতিতে বিশ্বাসী। তারা রাশিয়া এবং চিনের কমিউন্সিট পার্টির সঙ্গে যোগ রয়েছে। ফলে বারতের কমিউনিস্ট কতখানি মোদি বিরোধী হবে তা বলা খুবই মুশকিল। ইন্দিরা গান্ধির সময়ে ভারতের কমিউনিস্টরা তাঁর হাত ধরে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও ইন্দিরা গান্ধিকে পচ্ছন্দ করতেন। ফলে ইন্দিরা কোনও আঘাত পাওয়ার ভয় ছিল না কমিউনিস্ট পার্টি থেকে। সেটাই কি দেখতে পাওয়া যাবে মোদির আমলে ?

কৃষক আন্দোলনকে সামনে রেখে সারা ভারত জুড়ে মোদি বিরোধী হাওয়া তৈরি করেছিল বিরোধী দলের নেতারা।

ভারত পাক ক্রিকেট কূটনীতি কোন পথে

পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড আবার সেখানকার সেনাদের দ্বারা প্রভবিত

পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট কুটনীতি চালু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল ভারত সরকার। ক্রিকেটকে সামনে রেখে সীমান্ত সমস্যা মেটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল বিদেশ মন্ত্রক। কিন্তু পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড আবার সেখানকার সেনাদের দ্বারা প্রভবিত। পাক সেনারা ভারত বিরোধিতায় পরিপূর্ণ। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বহু কোটি কোটি ডলার আসতো পাকিস্তানকে ভারতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। সেই সব অর্থ পাক সেনাদের পকেটে ঢুকে যেত। এখনও পাকিস্তান সরকার মধ্য প্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলির কাছ থেকে বহু অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। সেই অর্থ দিয়ে পাক সরকার জঙ্গি পোষে এবং সেনাদের ভারত বিরোধী মদত দিতে থাকে। ভারত সরকার আগ্রহ নিয়ে পাক ভারত ক্রিকেট আবার চালু করা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি কাশ্মীর নীতি গ্রহণ করার আগে পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। পাকিস্তানের লাহোরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন মোদি। এটা মোদির গোপন সফর ছিল। তিনি প্রমাণ করিয়ে দিয়েছিলেন ভারত কখন পাকিস্তনের শত্রু দেশ নয়। কিন্তু বারবার পাকিস্তান ভারতকে শত্রু দেশ হিসাবে ভাবতে শুরু করে। তার ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতে মৈত্রী গড়ে ওঠে না। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান ভাগ হলেও ভারতে ইসলাম ধর্মের লোকের বসবাসের সংখ্যা বেশি। পাকিস্তান ভাগ হয়েছিল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা ভারত ত্যাগ করে সেখানে বসবাস করবে। কিন্তু দেশ ভাগ হও.ার পরে দেখতে গেল যে ভারতের বসবাসকারী ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা পাকিস্তানের চেয়ে বেশি। তারা ভারতে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ভারত যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে তার ফলে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা ভারতে বসাবাস করতে শুরু করে। আবার যারা পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি করার পক্ষে ছিল না তারা কিন্তু পাকিস্তানে চলে যায়নি। তারা ভারতবাসী হিসাবে ভারতে থাকে গিয়েছে। তার ফলে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে পাকিস্তানের ইসলাম ধর্মের জনসংখ্যার চেয়ে ভারতে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বেশি। ক্রিকেট কূটনীতি করে ভারত পাক সমস্যার সমাধান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল বিদেশ মন্ত্রক। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক, পাক সেনা এবং পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থ্যার সদস্যরা ভারতে ক্রিকেট মৈত্রীকে ভালো নজরে দেখছে না। তারা এর বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তার ফলে ভারত পাক মৈত্রী জোরদার হতে পারেনি। পাকিস্তান ভারত ক্রিকেট খেলা শুরু হলেও এখন স্টেডি.াম ভর্তি হয়ে যায়। দুই রাষ্ট্র নেতারাও এই খেলা উপভোগ করে থাকে। কিন্তু আপাতত ভারত পাকিস্তান কূটনীতির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হওয়ার ফলে পাক ভারত ক্রিকেট খেলা ক্রমশ বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করেছে। চিনের সঙ্গে ভারতের ফুটবল খেলা হয়ে থাকে। সেখান সীমান্ত নিয়ে কোনও উত্তেজনা দেখতে পাওয়া যায় না। ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে মৈত্রী গড়ে তোলা দরকার রয়েছে। পাকিস্তানের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি ভালো নয়। তার ওপরে রয়েছে জঙ্গিদের উস্কানি। এদিকে আফগন তালিবান গোষ্ঠী জঙ্গিরা পাকিস্তান অধিকার করার আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। পাক আফগান সীমান্ত একালাগুলি তালিবানদের দখলে চলে গিয়েছে। তার ফলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই কঠিন

পরিস্থিতির মুখোমুখী। স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আগে তিনি তো আগে প্রচণ্ড ভারত বিরোধী ছিলেন । এখন তিনি ভারতের হয়ে জয়গান গাইতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন ভারত ছাড়া পাকিস্তানকে রক্ষা করার কেউ নেই। ভারত থেকে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তান সরকার তা স্বীকার করে না। তারা বলতে শুরু করেছে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের রক্ষা করতে। ভারতে ইসলাম ধর্মের মানুষদের কোনও অধকার ভারতে ছিল না। সেই অধিকার অর্জন করতেই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে ভারত থেকে বলা হয়েছে যে পাকিস্তানে যত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ রয়েছে তার চেয়ে বেশি ইসলাম ধর্মের মানুষ এখন ভারতে বসবাস করে। আফগান থেকেও বেশি ইসলাম ধর্মের মানুষ ভারতীয় বলে পরিচিত। এটাকে পাকিস্তান ও আফগানরা অস্বীকার করতে পারবে না।

ভারত অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কূটনীতি নতুন দিগন্ত রচনা করলো

ভারত অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কূটনীতি নতুন দিগন্ত রচনা করলো। মোতেরার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে তাঁর ছবি তুলে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ। উল্লেখযোগ্য জয় শাহ হচ্ছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুত্র। ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্ট শুরু হওয়ার আগেই ভারত সফরে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানেজ। স্বাধীনতা লাভের পর দুই দেশের ক্রিকেট আজকে পঁচাত্তর বছরে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে ভারত অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটকে আরও বেশি করে উজ্জ্বল করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এদিন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যালবানেজের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী স্টেডিয়ামে রথের মতো একটি গাড়িতে চেপে সারা মাঠ প্রদক্ষিণ করলেন। ভারত অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মৈত্রীকে অটুট করা লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। গোটা বিষয়টি নিযে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ। তিনি বলেছেন, এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী আত্মমগ্নতায় ডুবে রয়েছেন। ভারতে বহু সমস্যায় যেখানে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে সেখানে ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে বারতের প্রধানমন্ত্রী আত্মমগ্নতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। জয়রাম রমেশ আবার বলেছেন, নিজের নামে স্টেডিয়াম তৈরি করে সেখানে বিদেশি অতিথিদের নিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রী দেখাতে চাইছেন তিনি কত বড় দেশপ্রেমী। তাঁর মতো দেশপ্রেমী আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এটা দেশপ্রেম নয়, এটা হচ্ছে আত্মমগ্নতা। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এখন ব্যক্তি পুজা শুরু হয়ে গিয়েছে। একটি সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি ব্যক্তি পুজোর নিন্দা করেছেন। আর আজকে তিনি সেই পথ ধরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। তিনি দেশকে নিজেরে স্বার্থে ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছেন। দেশের বহু নাগরিকেরা আজকে খেতে পড়তে পারছে না। তাদের কথা তিনি কোনওদিন ভাবেননি। আর আজকে বিদেশি অতিথিকে নিয়ে এসে ক্রিকেট কূটনীতি করে দেশকে তিনি কি বার্তা দিতে চাইছেন তা পরিস্কার করে দেশের জনগণের সমানে তাঁর বলা উচিত। বিজেপি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছ এটা ক্রিকেট কূটনীতি। মাঠের মধ্যে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক রজার বিনি প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ছবি সহ একটি স্মারক তুলে দিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব প্রধানমন্ত্রীর হাতে তাঁর একটি ছবি তুলে দিয়েছেন। মোদি আলবানেজ, ভারতের অধিনায়ক রোহি শর্মা এবং অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ স্মিথের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘ক্রিকেট কূটনীতি। এটা কাজে দেয়।’ কূটনৈতিক শিবির থেকে বলা হয়েছে যে ক্রিকেটকে রাজনীতিতে ব্যবহার করতে কসুর করেন নি প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি এর আগে চিনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দোলনা রাজনীতি করেছিলেন। কিন্তু চিন দোলনা রাজনীতিতে ভুলে যায়নি। দেখতে পাওয়া গিয়েছিল চিন সেনারা ভারতের দুর্বলতাকে টের পেয়ে গালওয়ান উপত্যকায় প্রবেশ করে গিয়েছিল। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মুশারফ একটি সময়ে ভারতের সঙ্গে আগ্রা বৈঠকে যোগ দিয়ে ভারতের কাশ্মীর সীমান্তে সেনা প্রবেশ করিয়ে আক্রমণ করেছিল। জঙ্গি প্রবেশ করে দিয়েছিল কাশ্মীরে। ভারত এই সব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ভারতের সঙ্গে আস্ট্রেলিয়ার সম্পর্ক ভালোর দিকে। ভারত অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং জাপান চতুর্দেশিয় গোষ্ঠী করে একটি কোয়াড গঠন করেছে। চিনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। চিনের আগ্রাসন নীতিকে একেবারে থমকিয়ে দেওয়ার জন্য এই কোয়াড গঠন করা হয়েছে। সেই কোয়াডকে আরও শক্তিশালী করতে ভারত এবারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। জাপান চিনকে বারবার সংযত হওয়ার কথা বলতে শুরু করেছে। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট চিনের বেলুনকে যেভাবে আকাশ পথে ফুটো করে দিল তাতে চিনের আত্মে ঘা লেগেছে এটা পরিস্কার। চিন এখন রাশিয়ার সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী নয়াদিল্লিতে এসে বলে গিয়েছেন চিন এবং বারত তাদের বন্ধু রষ্ট্র। চিনের সঙ্গে ভারতের লিড়িয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে না রাশিয়া। সব সময়ে বন্ধু রাষ্ট্রগুলি যাতে নিজেদের রক্ষা করতে পারে তার ব্যবস্থা রাশিয়া করে থাকে। আমেরিকা কিন্তু বন্ধু রাষ্ট্রদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে পরস্পরের মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে সেখান থেকে ফায়দা তোলার চেষ্টা করে তাকে। আজকে ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে তা প্রমানিত হতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা যদি শান্তি চাইতো তাহলে কিন্তু যুদ্ধ অনেক কাল আগেই থেমে যেত। যুদ্ধ চলতো না। কিন্তু ইউক্রেনকে শক্তিশালী অস্ত্র এবং সেখানে নেটো সেনাদের স্বেচ্ছাসেবী সেনা তৈরি করে ইউক্রেনের পক্ষ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেনকে কোটি টাকার ওপরে নয়া অস্ত্র দিতে শুরু করেছে আমেরিকা। ফলে যুদ্ধ থামাছে না। বরং আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। এখন যুদ্ধ চলছে। রাশিয়া এবং আমেরিকার উচিত হচ্ছে যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং রাশিয়াকে সেখানে আমন্ত্রণ করা। এদিকে আমেরিকা বলতে শুরু করেছে যে ইউক্রেন যুদ্ধ তারা তৈরি করেনি। এটা রাশিয়া তৈরি করেছে। রাশিয়া ইউক্রেনকে দখল করতে চায় এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তার ফলে যুদ্ধ অবিরত গতিতে চলতে শুরু করেছে। রাশিয়ার উচিত হচ্ছে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা। যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে রাশিয়ার উচিত হচ্ছে কূটনীতি আলোচনার মধ্যে গিয়ে যুদ্ধ সমস্যার সমাধান করা। এদিকে এশিয়াতে চিন একই প্রশ্ন হয়ে উঠতে দেখা দিয়েছে। চিন যেভাবে ভারতের প্রতি আগ্রাসী মনোভাব গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত সরকার খুবই চিন্তিত। সেই কারণে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে সঙ্গে নিয়ে একটি কোয়াড তৈরি করেছে। চিনের ইচ্ছা তাইওয়ান দখল করে ভারতের দিকে এগিয়ে আসা। তারা ইতিমধ্যে তিব্বতকে দখল করেছে। অরুণাচল প্রদেশকে তাদের অঞ্চল বলে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। আমেরিকা তাতে বাধা দিয়েছে। চিনকে রুখতে জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার সহযোগিতা খুবই ভারতের প্রয়োজন।

এসইউসিআইয়ের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১০ মার্চ ঃ বন্ধের মুখে একাধিক সরকারি স্কুল, পরিকাঠামোগত অবস্থা তথৈবচ। এমতাবস্থায় যৌথ সংগঠনের পক্ষ থেকে শুক্রবার ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এই ছাত্র ধর্মঘট অসফল করতে প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিল রাজ্যের শাসকদল। যদিও এই ধর্মঘট সর্বত্র সফল এমনটাই মন্তব্য এসইউসিআই এবং অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র কর্মী-সমর্থকদের। শুক্রবার সকাল থেকেই বিভিন্ন স্কুল কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখান তারা। পাশাপাশি বেশিরভাগ স্কুল কলেজ একপ্রকার বন্ধই ছিল। বিভিন্ন স্কুলের সামনে বিক্ষোভকারীদের হটাতে পৌঁছে যায় তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। তবে যে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিল পুলিশ বাহিনী। বেশ কিছু স্কুলে শিক্ষকরা গেলে ছাত্রসংখ্যা নেই বললেই চলে। তবে শাসকের হুংকার যে এমনি নয় তা প্রমাণ হলো কোচবিহার জেলার দিনহাটায়। শাসক দল আগেই হুংকার দিয়েছিল কোন অবস্থাতেই বন্ধ করা যাবে না স্কুল। এমতাবস্থায় হুংকারের ফলশ্রুতিতে বনধ সমর্থনকারী এসইউসিআই দিনহাটার পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। দিনহাটার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক্সচেঞ্জ মোর সংলগ্ন এসইউসিআইয়ের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়। কার্যালয়ের ভিতরে থাকা আসবাবপত্র, কাগজপত্র সব তছনছ হয়ে যায়। এসইউসিআই পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, যেহেতু দিকে দিকে ছাত্র ধর্মঘট সফল হয়েছে সে কারণেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তারা আরও অভিযোগ করেন, তাদের দলীয় কার্যালয়ের সামনেই পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল এবং এই সমস্ত ঘটনা পুলিশের সামনেই ঘটেছে। গতকালই তৃণমূল কংগ্রেস বনধ সমর্থনকারীদের বনধ থেকে সরে আসার কথা বলেছিলেন। যদিও বনধ সমর্থনকারীরা সে কথায় কর্ণপাত করেননি। ঘটনার পর থেকেই যথেষ্ট উত্তপ্ত রয়েছে সমগ্র দিনহাটা। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেফতারের কোন খবর নেই। এই প্রসঙ্গে এসইউসিআইয়ের কোচবিহার জেলা সম্পাদক শিশির সরকার বলেন, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে যার আমরা তীব্র নিন্দা করছি। আসলে মানুষের উপর থেকে তাদের সমর্থন নেই, আর সে কারণেই যে কোন আন্দোলনকে জোর করে ভয় দেখিয়ে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে। এই ঘটনায় আমরা উপযুক্তদের শাস্তির দাবি করছি। দিনহাটার ঘটনার যে পরবর্তীতে দিনহাটা থানায় এসইউসিআইয়ের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং এই ঘটনার প্রতিবাদে জেলার সর্বত্র বিক্ষোভ মিছিল করে এসইউসিআই। যদিও সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে এই ঘটনা প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, দিনহাটায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। পুরো এলাকাতে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘরে পরিণত করেছেন তিনি। শাসক ছাড়া অন্য কোন বিরোধীরা আওয়াজ তুললে তা দমিয়ে রাখার জন্য ভাঙচুর, লুটপাট আর মারামারিকে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং দোষীদের অবিলম্বে শাস্তির দাবি করেন। ঘটনার পর থেকে দিনহাটাজুড়ে চরম আতঙ্কের পরিবেশ।

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ মার্চ ঃ এবার পুলিশ কর্মীর বাড়িতে চুরি। নগদ টাকা, সোনা, ল্যাপটপ এবং বাইক চুরি করে নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে ইংলিশ বাজার থানার যদুপুরের মডেল কলোনি এলাকায়। জানা গেছে ওই পুলিশ কর্মীর নাম আজমল হক। বাড়ি মুর্শিদাবাদ। ইংলিশ বাজারের যদপুর মডেল কলোনি এলাকায় সপরিবারে প্রায় দেড় বছর ধরে ভাড়া থাকেন তিনি। মালদা জেলা পুলিশ সুপার অফিসে বর্তমানে কর্মরত আছেন তিনি। জানা যায় হোলি উপলক্ষে সপরিবারে বাড়ি গিয়েছিলেন ওই পুলিশ কর্মী। ফোন মারফৎ জানতে পারেন বাড়িতে চুরি হয়েছে। দুষ্কৃতীরা সদর দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে নগদ প্রায় ৬৫ হাজার টাকা, এক ভরি সোনা, একটি ল্যাপটপ এবং একটি মোটর বাইক নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ।

তেল বোঝাই ট্রাক উল্টে বিপত্তি

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ১০ মার্চ ঃ জাতীয় সড়কে উলটে গেল ভোজ্যতেল বোঝাই ট্রাক। ঘটনায় দু'জন জখম হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে হলদিয়া-মেচেদা জাতীয় সড়কে। এদিন ট্রাক উলটে যাওয়ার পরে ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে তেল কুড়োতে গিয়ে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায় স্থানীয়দের মধ্যে। ঘটনায় যান চলাচল বেশি কিছুক্ষণ ধরে ব্যহত হয়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোজ্য তেল বোঝাই ওই ট্রাক হলদিয়া যাওয়ার পথে মেচেদা ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ফতেপুরের কাছে উলটে যায়। এই ঘটনায় ট্রাকের চালক এবং খালাসি আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পরে তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসে পুলিশ। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে নন্দকুমারের খেজুরবেরিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, জাতীয় সড়ক ধরে ট্রাকটি হলদিয়ার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ফতেপুর এলাকায় ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। ট্রাকে ভোজ্যতেল ভর্তি থাকায় দুর্ঘটনার পরেই রাস্তার উপরে তেল ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে, এই ঘটনার পর সেখানে ছুটে আসেন এলাকার মানুষ। তারা তেল সংগ্রহ করতে শুরু করেন। পরে পুলিশ এসে ট্রাকটিকে সরিয়ে নেয়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় গাড়ি চালক এবং খালাসি আহত হয়েছে। তাদের দু'জনকে তৎপরতার সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তারা সুস্থ রয়েছেন। অন্যদিকে, ট্রাক থেকে ভোজ্যতেল রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়ে। সকালের আলো ফুটে উঠতেই এলাকার মানুষ খবর পেয়ে তেল সংগ্রহ শুরু করেন সেখানে গিয়ে। এর ফলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। পরে পুলিশ এসে ট্রাকটি সরিয়ে নিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। ঘটনায় আহত গাড়ির চালক ও খালাসিকে প্রথমে নন্দকুমারের খেজুরবেড়িয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁদের তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ পথশ্রী প্রকল্পে

তনুজ জৈন, মালদা, ১০ মার্চ ঃ জেলার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে প্রান্তিক বহু গ্রামে রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। বারবার রাস্তার দাবী জানিয়েছে সেই সব জায়গার মানুষেরা। এবার সেই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী জেলা প্রশাসন। শুক্রবার জেলাবাসীর জন্য সুখবর শোনালেন জেলাশাসক। পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় জেলাজুড়ে শুরু হচ্ছে রাস্তার কাজ। রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্প। এবার পথশ্রী প্রকল্পে ৮২ কোটি টাকা অর্থ ব্যয়ে সমগ্র মালদা জেলাজুড়ে শুরু হচ্ছে রাস্তার কাজ। এই ঘোষণা করেছেন মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। ইতিমধ্যেই যে সব রাস্তার কাজ হবে তবে টেন্ডার ধরা হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিস্তারিত আপলোড করা হবে পোর্টালে। জেলার প্রত্যেকটি ব্লকেই হবে রাস্তার কাজ। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ এবং ২ নম্বর ব্লকে বেশ কয়েকটি গ্রামে রাস্তা নিয়ে প্রচুর সমস্যা রয়েছে। মনে করা হচ্ছে সেই রাস্তাগুলির কাজ এবার শুরু হবে। জেলাশাসকের এই ঘোষণায় খুশি হরিশ্চন্দ্রপুরবাসী তথা সমগ্র মালদা জেলাবাসী। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, মূলত যে সব জায়গায় রাস্তার অনেক সমস্যা রয়েছে। রাস্তা ভেঙ্গে গেছে বেহাল দশা। সেই সব জায়গায় এই প্রকল্পের অধীনে রাস্তার কাজ হবে। খুব দ্রুত এই কাজ শুরু হবে। আশা করছি এর ফলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত বিভিন্ন গ্রামে রাস্তার এমন হাল ঢুকতে পারে না অ্যাম্বুলেন্স। মানুষজন হঠাৎ অসুস্থ হলে প্রচন্ড সমস্যায় পড়তে হয় এলাকাবাসীকে। কিন্তু রাস্তার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা সেই সব কাজ করতে পারে না। দিনের পর দিন বেহাল দশায় পড়ে থাকে রাস্তা। মনে করা হচ্ছে পথশ্রী প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর সেই সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে।

লরির ধাক্কায় মৃত

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১০ মার্চ ঃ ১২ চাকা লরি পিষে দিলো এক মোটর সাইকেল আরোহীকে। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার মাছখান্ডা খালেরপুল এলাকার বর্ধমান আরামবাগ রোডে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাঁকুড়া মোড়ের দিক থেকে বর্ধমানের দিকে বাইক নিয়ে আসছিলেন ওই ব্যক্তি। বাইকের পিছনে ছিল আলুর বস্তা। পিছনেই ছিল লরি। সংকীর্ণ রাস্তার একদিকে টোটো দাড়িয়ে থাকার কারণে বাইক আরোহী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কোনোভাবে টোটোর সঙ্গে লেগে রাস্তায় পড়ে যায়। সেই সময় পিছনে থাকা ১২চাকার লরি ওই ব্যক্তির উপরে উঠে যায়। দুর্ঘটনার পরই লরির চালক পালিয়ে যায়। ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয়রাই জখম ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম কনক কান্তি মুখার্জি (৩৭)। বাড়ি মন্তেশ্বর থানার সিংহালি। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে জানিয়েছেন, মৃত ব্যক্তির বাইকের পিছনে একটি হেলমেট রাখা ছিল। তাদের অনুমান, মন্তেশ্বর থেকে কোনো আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। আলু নিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। স্থানীয়দের অভিযোগ, খালেরপুল এলাকায় ট্রাফিকের দায়িত্বে একাধিক সিভিক ভলেন্টিয়ার থাকলেও প্রায় প্রতিদিন রাস্তার উপর টোটো দাঁড় করিয়ে রাখে টোটো চালকরা। আর এর ফলে প্রায়ই যানবাহন নিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন বহু মানুষ। এদিন দুর্ঘটনার পর এলাকার মানুষই টোটোদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়।

আত্মঘাতী পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১০ মার্চ ঃ শুক্রবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত পৌরসভার পাশে জেলা পুলিশ সুপারের বাংলোর পাশে নিরাপত্তা রক্ষীদের কোয়ার্টারের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় সাব ইন্সপেক্টর অরুণ কুমার চৌধুরীকে। দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কাজ করে আসছেন। বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তমলুক থানার হরিদাসপুর এলাকায়। স্ত্রী এবং দুই ছেলে বর্তমান। জেলা পুলিশ সুপারের নিরাপত্তা রক্ষীর কোয়ার্টার থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে তমলুক থানার পুলিশ। তাম্রলিপ্ত গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে মৃতদেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইপিভি/তন্ত্র/কন/এয়ার ড্রায়ার/৩১/২২-২৩, তারিখ ০৯.০৩.২০২৩। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি), পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ-৭৪৩১৪৫, নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারের জন্য প্রমাণিত অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং ঃ ইপিভি/তন্ত্র/কন/এয়ার ড্রায়ার/৩১/২২-২৩। কাজের নাম এবং স্থান : ইএমইউ/মেমু কোচে ফিট করা বিভিন্ন ধরনের এয়ার ড্রায়ারের (মেসার্স নর ব্রেমসে ইন্ডিয়া লি., মেসার্স ফেইভেলি, মেসার্স স্টোন ইন্ডিয়া লি., মেসার্স পরাগ পলিমার, মেসার্স ট্রাইডেন্ট) সম্পূর্ণ ওভারহলিং। কাজের আনুমানিক মূল্য: ৪০,৫৬,৯২৫.৫০ টাকা। ই-পেমেন্ট গেটওয়ে অথবা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির মাধ্যমে বিড সিকিউরিটি রাশি জমা করতে হবে : ৮১,২০০ টাকা। রেলওয়ে বোর্ডের এল নং ২০২২/সিই-।/সিটি/জিসিসি-২০২২/পলিসি তারিখ ২৭.০৪.২০২২ (অগ্রিম সংশোধনী স্লিপ নং ১, তারিখ ১৪.০৭.২০২২ ও অগ্রিম সংশোধনী স্লিপ নং ২, তারিখ ১৩.১২.২০২২) অনুসারে টেন্ডারদাতারা উল্লিখিত রাশির বিড সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড হিসেবেও জমা করতে পারেন। বিড জমা করার অন্তিম তারিখের ৫টি কাজের দিনের মধ্যে ডেপুটি সিইই/পি অ্যান্ড ডি/কেপিএ-র নিকট মূল ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিতে হবে। বিজি বন্ডের বয়ান জিসিসি-এপ্রিল'২০২২-তে উল্লিখিত আছে। এই বিষয়ে বিশদ তথ্যের জন্য টেন্ডারারদের জিসিসি-এপ্রিল'২০২২ দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। টেন্ডার ফর্মের মূল্য : শূন্য। জিসিসি-এপ্রিল'২০২২-এর পার্ট-১-এর ক্লজ নং ৩ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্ম সকল টেন্ডারদাতাকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। কাজ শেষের মেয়াদ ১২ মাস। দর জমা শুরুর তারিখ: ১৭.০৩.২০২৩। দর জমা শেষের তারিখ : ৩১.০৩.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.৪৫ মিনিট। টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় : ৩১.০৩.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের স্থান যেখানে টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ দেখা যাবে : www.ireps.gov.in (MISC-350/2022-23)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিনি. ডিইই/এলএমজি/ ৩২ অফ ২০২২-২৩, তারিখ ঃ ০৬-০৩-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র. নং. ১। টেন্ডার নং.: ইএল/এলএম/২২-২৩/২১, কাজের নাম : লামডিং ডিভিশনে দুই বছর (৭৩০ দিন) সময়ের জন্য লাইট, এলটি কেবলের ত্রুটি সংস্কার, প্রতিস্থাপন সহ সমস্ত বৈদ্যুতিক সম্পত্তি, ইলেকট্রিফায়েড টানেল, ট্রান্সফর্মার, টানেলের ভেতরে আলোর ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৮৩,৭৩,৮৩২.৬৯ টাকা; বায়নার অর্থ ঃ ২,৪১,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৭-০৩-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৭-০৩-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৩-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিএম/এলপি, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ফুট ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১২/ডব্লিউ-২/ এপিডিজে; তারিখ ঃ ০৬-০৩-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ ০১-এপি-II-২০২৩। কাজের নাম: সাপ্তাহাটি স্টেশনের নিকট এলসিপিসি সাইডিং-এ ২ (দুই)টি ফুট ওভার ব্রিজ (১.৫এম প্রস্থ ও ট্রাক কাভিং)-এর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৭২,৫৭,৫৫২.৯১ টাকা; বায়নার অর্থ ঃ ২,৩৬,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩১-০৩-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ৩১-০৩-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http:// www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নিউ এগ্রন এলাকায় বায়ো-ডাইজেস্টার ট্যাঙ্কের সংস্কার

টেন্ডার নং.ঃ আইএমএফ-এমপি-পিএনজি-এনবিকিউএম-৪৮৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম: ০২ (দুই) বছরের জন্য সিএন্ডডব্লু কর্মশালায়, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ নিউ এগ্রন এলাকায় বায়ো-ডাইজেস্টার ট্যাঙ্কের সংস্কার। কাজের আনুমানিক মূল্য: ২৯,৪৭,১৩৮.৫৫/- টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৫৯,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-০৩-২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডেপুটি সিএমই/সিএন্ডডব্লু/এনবিকিউএম

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। কাজের নাম: হাওড়া ডিভিশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in -তে আপলোড করা হয়েছে। ক্যাটালগ নং: পার্ক-এইচডব্লুএইচ-১৫। ক্রমিক নং, লট নং,/ক্যাটেগরি, স্টেশনের নাম: (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসআরপি-টিডব্লু-৩৬-২২-২ (পার্কিং - টু হুইলার), শ্রীরামপুর, (২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসিএলই-টিডব্লু-১১৭-২৩-১ (পার্কিং - টু হুইলার), আজিমগঞ্জ সিটি, (৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিএইচসি-টিডব্লু-১২৬-২২-১ (পার্কিং - টু হুইলার), চাঁচাই হল্ট, (৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএসপিএস-টিডব্লু-৫৭-২২-১ (পার্কিং - টু হুইলার), বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট, (৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কিআরএনই-টিডব্লু-২৩৯-২৩-১ (পার্কিং - টু হুইলার), কল্যাণ, (৬) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-টিএমএলই-টিডব্লু-৮৫-২২-১ (পার্কিং - টু হুইলার), তুমুলদহ, (৭) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেএমএন-টিডব্লু-১৩৩-২২-১ (পার্কিং - টু হুইলার), খানা, (৮) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমএমআইপি-টিডব্লু-১৭৯-২৩-১ (পার্কিং - টু হুইলার), মায়াপুর, (৯) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এইচজিআইডি-টিডব্লু-১৪৬-২৩-১ (পার্কিং - টু হুইলার), হুগলী ঘাট, (১০) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিআরএই-টিডব্লু-২৩৮-২৩-১ (পার্কিং - টু হুইলার), পান্না রোড, (১১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-টিডব্লু-১৮৮-২৩-১ (পার্কিং - টু হুইলার), পাণ্ডুয়া, (১২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিবিএই-টিডব্লু-২৩২-২৩-১ (পার্কিং - টু হুইলার), উদয়বাটি, (১৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কিকেএইচ-এমএক্স-২৩৬-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র), কলকাতা, (১৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এএমবিবিএ-এমএক্স-২০০-২২-১ (পার্কিং - মিশ্র), আরামবাগ, (১৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এএমপি-এমএক্স-১৪৪-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র), আহমেদপুর জংশন। অকশন তারিখ এবং সময়: ২০.০৩.২০২৩ তারিখ সকাল ১১ টা। HWH-448/2022-23

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice

D.W.O., B.C.W. & T.D., Purba Medinipur invites e-tender vide NIT No. WB/BCWTD/NIT-05(e)/2022-23 & Tender Id: 2023_DMPM_490206_1, 2023_DMPM_490647_1, 2023_DMPM_490665_1, 2023_DMPM_490681_1, Online Bid submission end date on 17/03/2023 up to 6:00 P.M. Details may be seen on website- http://wbtenders.gov.in

Sd/-
D.W.O., B.C.W. & T.D.
Purba Medinipur

Bidhannagar Municipal Corporation

NIT No 1951/PWD(BMC)(3rd call), Dated- 10.03.2023 e-Tender has been invited for Construction of Concrete cover slab at different locations in Ward no 21 under BMC.

For details, please follow, [Tender Id 2023_MAD_490595_1] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission - 20/03/2023 up to 3.00 p.m.

Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-136/2022-23

Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works (1) Renewal of outside lighting at ADDA Staff Quarters, City Centre, Durgapur-713216, Dist.: Paschim Bardhaman. Est. Amt. Rs. 3,50,769.00; Tender ID No. 2023_ADDA_490525_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.

Sd/-
Exe. Engr. (Elect.), ADDA

UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

Vill-Udaypur, PO-Udaypur PS-Para, Dist- Purulia

Notice Inviting E-Tender No. WBPUR/PARA/UJGP/(PBG)/NIT(e)03/2022-23, WBPUR/PARA/UJGP/(15th fc)/NIT(e)04/2022-23, WBPUR/PARA/UJGP/(15th fc)/NIT(e)05/2022-23 and WBPUR/PARA/UJGP/(15th fc)/NIT(e)06/2022-23, Dated:-10/03/2023

E-Tender is invited by the Pradhan, Udaypur Joynagar Gram Panchayat. Documents download/sell start date(online):-**10/03/2023 at 6 PM.** Bid submission start date(online):-**10/03/2023.** Bid Submission closing date(online):- **21/03/2023 at 4 PM.** Bid Opening date:- **24/03/2023 at 12.00 Noon.** For details please visit office of the undersigned or visit website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

Office of the Kantbari Gram Panchayat

Vill: Agrada Purusottampur,
PO: Agarda, Dist: Bankura(WB)
Block: Onda, PS: Onda

Kantabari Gram Panchayat has invited One (01) Nos of NIT on **09/03/2023 Vide NIT memo No: 118/KGP/15 th /FC-TIED/KGP** Scheduled to be open on **23/03/2023** and last date of Closing is on **20/03/2023 (up to 6 P.M).**

Sd/- Pradhan
Kantabari Gram Panchayat

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), এন.সি. রেলওয়ে, ঝাঁসি, আহ্বান করছেন সিলকরা ''ওপেন টেন্ডার'' অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজগুলির জন্য।

কাজের নাম	ই-টেন্ডার নং.	আনুমানিক মূল্য	বায়না মূল্য
বন্দোবস্ত সাময়িক উন্নয়নের কাজ খাজুরাহোতে গুডস লোডিং / আনলোডিং সুবিধার উন্নয়নের কাজ	জেএইচএস-ইঞ্জি-ই-২০২৩-৩২	১৪২২৫৪৮৮.৩৫	২২১১০০.০০
অংশ ''এ'' ঝাঁসি ডিভিশনে ঃ উন্নয়নসাধণ পণ্য গ্রাহকদের সুবিধাসমূহ এবং অন্যান্য কাজ নিওয়ারি, সিংঘপুর ডুমরা, বারওয়াসাগর, খাজুরাহো ও উদয়পুরা গুডস শেডে অধীন সিনি. ডিইএন / ই / জেএইচএস এলাকাধীন। অংশ ''বি'' ঝাঁসি ডিভিশনে ঃ উন্নয়নসাধণ পণ্য গ্রাহকদের সুবিধাসমূহ এবং অন্যান্য কাজ বন্ডা, মাতাউন্ড, খইরার, ভরতকূপ, ভারও.া, সুমেরপুর ও ঘাতমপুর গুডস শেডে অধীন সিনি. ডিইএন / ই / জেএইচএস এলাকাধীন।	জেএইচএস-ইঞ্জি-ই-২০২৩-৩২	৩৩০১১৯৯২.২২	৩১৫১০০.০০

টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ০৫.০৪.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা।

সম্পাদনের মেয়াদ / গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়া থেকে মেয়াদ ঃ ০৬ মাস।

• টেন্ডার জমা করা যাবে অনলাইনে **০৫.০৪.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।**

• সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** । **358/23 (D)**

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

TARAKESWAR MUNICIPALITY

e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of SWM works under Tarakeswar Municipality: Supply of one no Tractor trailor for SWM work of Tarakeswar Municipality

Sl. No	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2023_MAD_490944_1	11.03.23	21.03.23	23.03.23

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**

Sd/-Chairman
Tarakeswar Municipality

Government of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Balarampur Development Block

P.O.- Rangadih, Dist.- Purulia , Pin – 723143 (W.B.)

Notice inviting e-tender office of the Block Development Officer, Balarampur Development Block, Dist: Purulia the details in the table below:

Website: **wbtenders.gov.in**

Sl. No.	NIT No.	Last date
1	WB/BDO/BLR/NIeT-08/2022-23	17.03.2023 up to 6.55 pm
2	WB/BDO/BLR/NIeT-09/2022-23	17.03.2023 up to 6.55 pm
3	WB/BDO/BLR/NIeT-10/2022-23	17.03.2023 up to 6.55 pm
4	WB/BDO/BLR/NIeT-11/2022-23	17.03.2023 up to 6.55 pm
5	WB/EO/BLR/PS/NIeT-22/2022-23	20.03.2023 up to 6.55 pm
6	WB/EO/BLR/PS/NIeT-23/2022-23	20.03.2023 up to 6.55 pm

Sd/-Block Development Officer
Balarampur Development Block

Hooghly Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati,
PO & Dist – Hooghly, West Bengal
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091

E-Tender Notice
Memo No-1001/WS/SD, Dated-10/03/2023

E-Tenders are invited by the undersigned vide this office **Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT1/3e/23 and Tender ID No-2023_MAD_490648_1 to 2** (2nos. of works) for Sinking of 200 mm x 300 mm dia. Tube well by Rig boring system under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is **28/03/2023 at 11:00 hrs.** For more details and bidding online please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- CHAIRMAN
HOOGHLY CHINSURAH MUNICIPALITY

Office of The Block Development Officer
Joypur Development Block, Joypur, Purulia

Memo No-794/B.D.O./J.D.B, Dated:- 10/03/2023

NOTICE INVITING TENDER NO.-NIeT-06/22-23/B.D.O/J.D.B

E-Tenders are invited by the undersigned from the bonafied contractors as indicated in the "Eligibility" column of "List of work" categorically for 9 nos. various Construction work under Joypur Development Block. Period of downloading of bid documents **11/03/2023 to 18/03/2023 up to 12.00 PM.** Period for submission of bid documents **up to 12.00 PM. Of 18/03/2023** & the time & date of opening of Technical bid on **20/03/2023 at 12.00 P.M.** The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtendersd.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development Officer
Joypur Development Block

তারকেশ্বর পৌরসভা

তারকেশ্বর-হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

পৌরসভার ২নং বাসস্ট্যান্ডে মৌজা-ভাটা, জে.এল. নং. ২১, সাবেক দাগ ৬৪০, ৬৪২, হাল দাগ ১০৬২, প্রথমতলে ১৪টি দোকানঘর লীজে নিতে আগ্রহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে আগামী ২৪.০৩.২০২৩ তারিখের মধ্যে মুখবন্ধ খামে আবেদনপত্র জমা দিতে বলা হচ্ছে।

প্রতিটি দোকান ঘরের দাম ৮.০০ (আট) লক্ষ টাকা।

বিশদ বিবরণের জন্য পৌরসভার কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক-এর সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। মোবাইল নং.-৯৪৭৭২২৫৯২৬।

স্বা ঃ উত্তম কুণ্ডু
পৌরপ্রধান
তারকেশ্বর পৌরসভা

তারকেশ্বর পৌরসভা

তারকেশ্বর-হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

পৌরসভার ২নং বাসস্ট্যান্ডে মৌজা-ভাটা, জে.এল. নং. ২১, সাবেক দাগ ৬৪০, ৬৪২, হাল দাগ ১০৬২, নির্মীয়মান দোকান ঘরের দ্বিতলের উপর ফাঁকা ছাদ (৪২৪০ বর্গফুট) লীজে নিতে আগ্রহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে আগামী ২৪.০৩.২০২৩ তারিখের মধ্যে মুখবন্ধ খামে আবেদনপত্র জমা দিতে বলা হচ্ছে।

পৌরসভা কর্তৃক সর্বনিম্ন ধার্য্য মূল্য ২০.০০ (কুড়ি) লক্ষ টাকা। আবেদন ফি হিসাবে ২.০০(দুই) লক্ষ টাকা (ফেরৎযোগ্য) জমা দিতে হবে।

বিশদ বিবরণের জন্য পৌরসভার কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক-এর সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। মোবাইল নং.-৯৪৭৭২২৫৯২৬।

স্বা ঃ উত্তম কুণ্ডু
পৌরপ্রধান
তারকেশ্বর পৌরসভা

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

নং. সিইএন-২০২২-২৩-৩২ — অফিস অফ ডেপু. সিই / কনস-২, প্রয়াগরাজ

তারিখ ঃ ০৯.০৩.২০২৩ — উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে **ডেপু. সিই / কনস-২ / উত্তর মধ্য রেলওয়ে / প্রয়াগরাজ** আহ্বান করছেন উল্লেখিত ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফরম্যাটে উল্লেখিত কাজগুলির জন্য **৩১.০৩.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্যাবলী নিম্নোক্ত ঃ-

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	আনুমানিক মূল্য কাজের (₹)	বায়না মূল্য (₹)	সম্পাদনের মেয়াদ
১	সিইএন-২০২২-২৩-৩২	গুডস ওরাফ সাইডিং নির্মান ভারতকূপ স্টেশানে সঙ্গে বিল্ডিংয়ের কাজ, পি.ওয়ে কাজ ও রাস্তার কাজ।	₹ ১৯০৪০৯২০৬.৫৫	₹ ১১০২১০০.০০	১২ মাস

টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ৩১.০৩.২০২৩। যোগ্যতার বিষয়সূচি একই ধরণের কাজের ঃ যে কোন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, বিল্ডিংয়ের কাজ ও পি.ওয়ে কাজ। টেন্ডারের ধরণ ঃ খোলা টেন্ডার (দুটি প্যাকেট সিস্টেম)। **দ্রষ্টব্য ঃ ১.** সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী সঙ্গে টেন্ডারের নথি উপরোক্ত ই-টেন্ডারের পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে - **www.ireps.gov.in** টেন্ডার খোলার বকেয়া তারিখ যা হল **৩১.০৩.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। ২.** ই-দরপত্র ছাড়া অন্য কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য নহে উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে, ঠিকাদারদের অনুরোধ নিজেদের রেজিস্টার করাতে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ডিজিটাল সিগনেচার শংসাপত্র সহকারে যা জারি করবে সিসিএ অধীন আইটি আইন ২০০০। **৩.** বিড সিকিউরিটি জমা এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) উপরোক্ত ই-টেন্ডারের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে নেট-ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে কেবলমাত্র। **৪.** দর আর্থিক পাতায় উল্লেখ থাকতে হবে এবং তা স্বাক্ষরিত থাকতে হবে তাহাই কেবল বিবেচিত হবে এবং অন্য কোন ধরণের আর্থিক সংযুক্তি অন্য যে কোন ফর্ম / চিঠিতে যদি সংযুক্ত থাকে তাহলে তা সরাসরি বাতিল হবে এবং বিবেচিত হবে না। **৫.** জয়েন্ট ভেনচার (জেভি) / কনসোর্টিয়ামস / মউ বিবেচিত হবে উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে যাদের মূল্য হতে হবে **১০ কোটির ওপর। ৬.** সংযুক্ত করা নথিপত্রের ওপর স্বাক্ষর থাকতে হবে। **৭.** ঠিকাদারদের জমা করতে হবে টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটে সমস্ত আইটেমের জন্য যা না হলে তাদের টেন্ডার বিবেচিত হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। **৮.** সমস্ত কপি নথিপত্র / শংসাপত্রের প্রতিটি পাতা যা শংসাপত্রের প্রমান, যা ঠিকাদার দ্বারা জমা করা হয়েছে, স্বপ্রত্যয়িত / ডিজিটালি স্বাক্ষরিত থাকতে হবে ঠিকাদারদের বা অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা বা টেন্ডারিং ফার্ম দ্বারা। স্ব-প্রত্যয়নে থাকতে হবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতি পাতায়)। শুধুমাত্র সেই সমস্ত নথিপত্র যা ঘোষিত হবে ঠিকাদারদের দ্বারা ''প্রামান্য নথি হিসাবে যোগ্যতার বিষয়সূচিতে'', যা বিবেচিত হবে মূল্যায়ন করতে তার / তাদের টেন্ডার। যদি কোন ভুল তথ্য দেওয়া হয়ে থাকে ঠিকাদারদের তরফ থেকে, তাহলে চুক্তি বাতিল হবে, বায়না মূল্য (ইএমডি), পারফরম্যান্স গ্যারান্টি (পিজি) এবং সিকিউরিটি ডিপোজিট (এসটি) চুক্তির বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং এজেন্সি নিষিদ্ধ হবে ভারতীয় রেলওয়েতে যে কোন ধরণের বানিজ্যিক কারবারের সাথে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য। **৯.** জিএসটি আইন ও ধারা জারি করা হয়েছে সময় সময় সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা সবগুলি প্রযোজ্য হবে। **১০.** যদি কোনরূপ সমস্যা দেখা যায় সেক্ষেত্রে হেল্পডেস্ক পাওয়া যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে। **১১.** টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে **৩১.০৩.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত এবং খোলা হবে একই দিন বেলা **১৫.৩০ ঘটিকায়।** **359/23FA**

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর, কোড নং. ঃ ১৫৩৪২, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর) ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (ধারা ৮(১))

হাউসিং টার্ম লোন অ্যাকাউন্ট নং. ৩৬১২০৯৯৪৬৬৭ (এইচবিএল) ও ৩৬১২০৯৩৯০৫৯ (সুরক্ষা টিএল)

এতদ্বারা

নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ (নং. ৩ সাল ২০০২) এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত রয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করেছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ২২.১২.২০২২ জানানো যায় গ্রাহক **দিলীপ চন্দ্র মিস্ত্রি,** পিতা ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিস্ত্রি, ৯৪/২৬, বিবেকানন্দ রোড (মা সারদা অ্যাপার্টমেন্ট নিকট), পোস্ট ও থানা-বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১২৪ পরিশোধ করতে হবে নোটিসে উল্লেখিত রাশি যা হল **টাকা. ৩০,২৪,৮৬০.০০ (তিরিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত ষাট টাকা মাত্র) ২২.১২.২০২২ তারিখে** সঙ্গে সুদ এবং আনুষ্ঠানিক ব্যয় এবং খরচ উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

গ্রাহক যদি বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক / জামিনদার প্রতি বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করবেন নিম্নবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত রয়েছে তার ওপর অধীন ধারা ১৩(৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ এবং ৯ উল্লেখিত ধারায় **১০ মার্চ, ২০২৩ তারিখে।**

গ্রাহককে বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে ওই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দাবী করবে **টাকা. ৩০,২৪,৮৬০.০০ (তিরিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত ষাট টাকা মাত্র) ২২.১২.২০২২ তারিখে** সঙ্গে সুদ এবং আনুষ্ঠানিক ব্যয় এবং খরচ ইত্যাদি।

গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) অধীন ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী বাস্তু জমি পরিমাপ কম বা বেশি ০২ (দুই) কাঠা, কম বা বেশি, যা হল স্কিম প্লট নং. ৪, সঙ্গে একতলা পাকা বাড়ি রয়েছে যার পরিমাপ ১০১২ ব.ফু., কম বা বেশি যার মধ্যে রয়েছে ০৩ বেডরুম, ০১ কিচেন, ০২ টয়লেট, ০১ ডাইনিং রুম এবং ০১ গ্যারেজ, যা অবস্থিত রয়েছে মৌজা-পশ্চিম ইছাপুর, জে.এল. নং. ২৯, রে.সা. নং. ২০২, পরগণা-আনোয়ারপুর, তৌজি নং. ১৪৬, যার আরএস দাগ নং. ১৪২৩ অংশীভূত এল.আর. দাগ নং. ২০৩৩ অধীন আরএস খতিয়ান নং. ২৭৩, অংশীভূত এলআর খতিয়ান নং. ১১৬১, অংশীভূত হাল এলআর খতিয়ান নং. ৬৬২১ (দেবাশিষ সেনের নামে রয়েছে), যা স্থানীয় বারাসত পৌরসভার অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং. ২৮ (পুরানো) ৮ (নতুন), হোল্ডিং নং. ১৩৬৫/২, প্রিমিসেস নিবেদিতা পল্লী রোড, এডিএসআরও-কদম্বগাছি, থানা-বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, ডিএসআর-৩, উত্তর ২৪ পরগণা, বুক নং.-১, ভলিউম নং. ১৫২৫-২০১৬, পাতা ১৯৮৫৬৭ থেকে ১৯৮৫৮৭। যার নং. ১৫২৫০৮৫৯৪। ডিড নং.-১-৮৫৯৪ / ১৬ সাল ২০১৬।

সম্পত্তি রয়েছে শ্রী দিলীপ চন্দ্র মিস্ত্রির নামে।

পরিসীমা ঃ উত্তরে-৮ফুট চওড়া প্যাসেজ, দক্ষিণ-শ্রী অজয় সরকার, পূর্ব-১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম-অন্যদের সম্পত্তি।

দ্রষ্টব্য ঃ অধিগ্রহণ নোটিস ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে গ্রাহক / জামিনদারকে স্পিড পোস্টে। যদি, গ্রাহক / জামিনদার তা না পেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে এই নোটিস ধার্য্য হবে পরিবর্ত প্রদানের মাধ্যম হিসাবে।

তারিখ ঃ ১০.০৩.২০২৩ — **অনুমোদিত আধিকারিক,**
স্থান ঃ কলকাতা — **এসবিআই, আরএসিপিসি বিধাননগর**

HDFC BANK

We understand your world

রেজিস্টার অফিস ঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং ইহার আরও একটি অফিস রয়েছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি., ১ম ফ্লোর, ১-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২।

বিক্রয় ঘোষনা এবং পাবলিক নোটিস বিক্রয়ের জন্য সুরক্ষিত সামগ্রী যা বন্ধকী রয়েছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি.-র কাছে

নিম্নে উল্লেখিত এইচডিএফসি লি. (ব্যাঙ্ক) গ্রাহক উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে সুরক্ষিত সামগ্রী বিক্রয় করা হবে যা বন্ধকী রয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে, যার দরুণ ঋণ সুবিধা নিয়েছে ঋণ / ওভারড্রাফট সম্পত্তি বন্ধক রেখে। বকেয়া রাশি পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের তরফ থেকে ব্যর্থতার দায়ে লোনের চুক্তি অনুসারে, নিম্নলিখিত লোন অ্যাকাউন্টগুলি দোষী হিসাবে বিবেচিত। ব্যাঙ্ক বহুবার ওই গ্রাহদের নোটিস জারি করেছে, যার সাথে রয়েছে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিস নিম্নে উল্লেখিত তারিখে, যার ফলে ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের আহ্বান জানাচ্ছে এবং ৭ দিনের সময় প্রদান করছে সমস্ত বকেয়া রাশি পরিশোধ করার জন্য নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলির ক্ষেত্রে, যাহাতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করতে কোনরূপ পরবর্তী নোটিস জারি না করেই। গ্রাহকরা অবহেলা করছেন এবং বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক নিজের অধিকার প্রয়োগ করে লোন চুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিক্রয় বা সমাপ্তি করতে সমস্ত বন্ধকী **২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩** বা তারপর বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধার করতে যা গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নিয়েছেন। গ্রাহকদের আরও সূচিত করা যায় যে, যে কোন সময়, বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যমান কমে যেতে পারে স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারনে যাহাতে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সীমারেখায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করতে এক (১) ক্যালেণ্ডার দিবসে, কোনরূপ পরবর্তী নোটিস জারি না করে। গ্রাহকরা বাধ্য রয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পরিশোধ করতে যে সমস্ত বকেয়া রয়েছে, বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় পদ্ধতি সম্পাদনের পর সামঞ্জস্য করা হবে।

ক্র নং	লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	গ্রাহকের নাম	৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে থাকা বকেয়ার পরিমান	বিক্রয় নোটিসের তারিখ
১	XXXX1207	চন্দ্র প্রকাশ খৈতান	৩,২৪৮.৫৫	০৯-মার্চ-২৩
২	XXXX0019	দীপক বিশ্বাস	১,১২,৯৪৫.২১	০৯-মার্চ-২৩
৩	XXXX0318	চেতন বি শাহ	১০,১৯,০১৯.১৭	০৯-মার্চ-২৩
৪	XXXX3984	কীরিট পোপটলাল জাভেরি	১৩,৪০২.৮১	০৯-মার্চ-২৩
৫	XXXX5708	অশোক কুমার তোলাসারিয়া	৪৯,৩৪২.৪৫	০৯-মার্চ-২৩
৬	XXXX9102	শোভন ঘোষ	৬৯,৭৫৫.৮৫	০৯-মার্চ-২৩
৭	XXXX9045	উস্মিতা পাত্র	৫৫১.০০	০৯-মার্চ-২৩
৮	XXXX2450	নির্মল কুমার দত্ত	২,৬৬১.৬৪	০৯-মার্চ-২৩
৯	XXXX5140	কাজরি গুহ নিয়োগী	৭,৪০,৫৪৭.২১	০৯-মার্চ-২৩
১০	XXXX0738	সন্দীপন সেন	৭,৫৭৯.২০	০৯-মার্চ-২৩
১১	XXXX0371	পিএসবি ইনভেস্টমেন্ট প্র. লি.	১,১৪৫.৮৬	০৯-মার্চ-২৩
১২	XXXX9011	স্বাগতা রায়চৌধুরী	৪১,৬৪০.৮২	০৯-মার্চ-২৩
১৩	XXXX0469	পল্লব ঘোষ	১৪,৫৩,৭৬২.৫৩	০৯-মার্চ-২৩
১৪	XXXX6492	অঙ্কুর বিকাশ রায়	১০,১৩,৩০৩.৫০	০৯-মার্চ-২৩
১৫	XXXX5532	পিঙ্কি দাস	৯৯,৯২৪.৮৭	০৯-মার্চ-২৩
১৬	XXXX6220	আদিত্য দত্ত	২,৪৭,৯২৭.৩৮	০৯-মার্চ-২৩
১৭	XXXX8568	সেক শোয়েব আলি	১,৩০,৪২৩.৭২	০৯-মার্চ-২৩
১৮	XXXX6028	অমিত কুমার সাহু	১,০২,৫১৪.২১	০৯-মার্চ-২৩
১৯	XXXX8800	শান্তিদেবী যাদব	৩,৭৯,০৫৯.০০	০৯-মার্চ-২৩
২০	XXXX3140	মুসাম্মত নাসরিন সুলতানা	১,১৯৩.০০	০৯-মার্চ-২৩
২১	XXXX8157	সুকান্ত পাল	৪,৮৮৪.৮২	০৯-মার্চ-২৩
২২	XXXX3344	সুনীতা মিঞ্জ	৩৭,৯৪০.৬৪	০৯-মার্চ-২৩
২৩	XXXX3521	ক্যামেলিয়া দে	৫৯,৮৫০.৮২	০৯-মার্চ-২৩
২৪	XXXX0349	গোবিন্দ সিং রাউতেলা	২,০০,০৩৬.০০	০৯-মার্চ-২৩
২৫	XXXX70321	সনৎ পন্ডিত	৪৪,১৬০.০০	০৯-মার্চ-২৩
২৬	XXXX7292	কেতকী রায়	১১৯.০০	০৯-মার্চ-২৩

তারিখ ঃ ১১-০৩-২০২৩ — **স্বা /-**
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ — **এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি.**

গৃহকোণ

পেনের কালি ফুরোলেই ডাস্টবিনে ফেলে না দিয়ে ঘর সাজানোর দারুণ উপকরণ তৈরী করুন

ঘর সাজানো নিয়ে ভাবছেন, মাথায় নানা বুদ্ধি আসছে? ইন্টেরিয়র ডিজাইনারকে দিয়ে ঘর সাজানোর ইচ্ছে থাকলেও তা করতে পারছেন না? এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই এই কলম ধরা। তাহলে আপনার জন্য রয়েছে নতুন কিছুর সন্ধান। দেখে নিন- পুরনো জিনিসকেই বাতিল না করে নতুনভাবে কাজে লাগানো। যা দিয়ে অতি সহজেই আপনি তৈরি করতে পারেন ঘরসজ্জার নয়া উপকরণ।

কথায় বলে, 'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা'। জীবনের ধন তো বটেই, সংসারের ধনও কিছুই ফেলা যায় না। কলমের কালি শেষ হলেই ফেলে দেওয়ার অভ্যেস রয়েছে সকলের? তাহলে সেই অভ্যাস এবার বন্ধ করতে হবে। জানেন কি কলমই ঘরসজ্জায় কতখানি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেন। দেখে নিন- কালি শেষ হয়ে যাওয়া কলমগুলি প্রথমেই রঙিন কাগজ দিয়ে মুড়ে ফেলুন। তাহলে একটা লম্বা পাইপের মতো হয়ে যাবে। এরকম অনেকগুলি কলম পরপর রেখে আঠা কিংবা গ্লু স্টিক দিয়ে জুড়ে দিন। এরকম আলাদা আলাদা অন্তত পাঁচটি সেট বানান। এরপর দু'টি সেট সমতলে রেখে বাকি তিনটিকে উল্লম্বভাবে খাঁড়া করে আঠা লাগিয়ে পেনস্ট্যান্ডের আকারে

তৈরি করে ফেলুন। ব্যস, এবার সচল কলমগুলি সাজিয়ে রাখুন কলমেরই তৈরি কলমদানিতে। দেখতে যেমন অন্যরকম, তেমনই রঙিন। আপনার বাড়ির খুদে সদস্যদের এ ধরনের পেনদানি খুব পছন্দ হবে।

বাতিল কলম দিয়ে সহজে তৈরি করতে পারেন ছোট ঝাড়বাতি, ল্যাম্পশেড কিংবা উইন্ডচাইম। শুনে মনে তো যে কাজটা তো বেশ কঠিন? মোটেই নয়। পদ্ধতি জানলে আপনি অল্প সময়ের মধ্যে এসব বানাতে পারবেন। বেশ খানিকটা উল দিয়ে প্রথমে তৈরি করে ফেলুন বল কিংবা পমপম। এটা আপনার ঝাড়বাতির একটা অংশ। এরপর কালি ফুরনো কলমগুলিকে আগের মতো রঙিন কাগজে মুড়তে হবে। এরপর সেই কলমের কোনও একটি দিকে ওই উলের বল আঠা দিয়ে লাগান। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে সূচ সুতো দিয়ে কলমের রঙিন কাগজের সঙ্গে খুব সূক্ষ্মভাবে উলের বলটি সেলাই করে নিন। এরকম অন্তত তিরিশটি কলম সাজিয়ে তুলুন।

এরপর একটু মোটা পিচবোর্ড গোল আকারে কেটে তাতে সুন্দর ছবি এঁকে কিংবা রং করে ধূসর ভাবটা ঢেকে দিন। তারপর পিচবোর্ডের একটা অংশ ছাদের দেওয়ালের সঙ্গে আটকে নিচের অংশে ওই পমপম লাগানো কলমগুলি নির্দিষ্ট প্যাটার্নে লাগিয়ে ফেলুন। ব্যস, সুন্দর ঝাড়লণ্ঠন কিংবা উইন্ডচাইম তৈরি। অতিথিরা এসে দেখলেই মুগ্ধ। আপনার হাতের কাজের প্রশংসা না করে থাকতেই পারবে না বলেই মনে হয়। এই ভাবে আরনি ব্যবসাও করতে পারেন।

দোলের পর গোটা বাড়ি জুড়ে রং ভরে গিয়েছে কি করবেন দেখে নিন

দোলের সময় বাড়িতে রং খেলা হয়েছে, বাচ্চারা তো বললে শুনবে না। বা হুটহাট করে রং নিয়ে বন্ধুরা ঢুকে পড়েছিল ঘরে। ঘরের মধ্যেই রং নিয়ে মাখামাখি। আনন্দের মাঝে খেয়ালই করেননি আপনার ঘরের মেঝে থেকে শুরু করে সাধের সোফা, বইয়ের তাক, পর্দায় রং লেগে একেবারে যাচ্ছে তাই অবস্থা। রং খেলা শেষে এখন মাথায় হাত। ভাবছেন এবার কীভাবে সামলাবেন? চিন্তা করবেন না, দেখে নিন কি উপায়ে সেই রং পরিস্কার করা যেতে পারে। মেঝেতে আবির পড়ে থাকলে জল দিয়ে একেবারে পরিস্কার করবেন না। এতে কিন্তু রং বসে যাবে। বরং ঝাঁটা বা শুকনো কাপড় দিয়ে পরিস্কার করে নিন। জল বা ভেজা কাপড় দিয়ে মুছবেন না। গোলা রং পড়লেও স্পঞ্জ বা কাপড়

দিয়ে মুছে ফেলা ভাল। পরে কড়া ডিটারজেন্ট দিয়ে ঘর ধুয়ে পরিস্কার করতে হবে। রং যত বসে যাবে তত তোলা কঠিন হবে। তাই বেশি দেরি করা ঠিক হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা করে নিলে ভালো হবে।

ঘরের মেঝে থেকে রং তোলার সবচেয়ে ভাল উপায় হল বেকিং পাউডার। জলে বেকিং পাউডার ঘন করে গুলে সারা মেঝেতে ভাল করে লাগিয়ে রাখুন। ভেজা স্পঞ্জ বা ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে নিন। পুরনো টুথব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে নিতে পারেন। দেখবেন মেঝে ঝকঝকে হয়ে যাবে। টাইলস বা মার্বেলের ফ্লোরে এটা দারুণ কাজ করবে। বাথরুমের মেঝে পরিস্কার করার ক্ষেত্রেও এটা ব্যবহার করতে পারেন। কাঠের আসবাবে যদি আবির বা শুকনো রং লাগে তাহলে তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেলুন ঝাড়ু দিয়ে। যদি ভেজা রং কাঠে লেগে যায় নেলপলিশ রিমুভার ব্যবহার করুন রং তুলতে। দেখবেন এতে আসবাবপত্র নষ্ট হবে না। আর সমস্ত রংই উঠে যাবে।

'ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের স্তম্ভ'

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃ নিরাপত্তা সহযোগিতাই ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনিজের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর যৌথ প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, নিরাপত্তা সহযোগিতা ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আমরা আজ ইন্দো'প্যাসিফিক অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া উভয় দেশই কোয়াডের সদস্য। মে মাসে কোয়াড লিডারস সামিটে অস্ট্রেলিয়ায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী আলবেনিজকে ধন্যবাদ জানাই। সেপ্টেম্বরে জি২০ সম্মেলনের জন্য আমি তাঁকে ভারতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আমি অস্ট্রেলিয়ায় মন্দিরে হামলার রিপোর্ট দেখেছি। আমি এটি প্রধানমন্ত্রী আলবানিজকে জানিয়েছি এবং তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা এবং মঙ্গল তাদের জন্য একটি অগ্রাধিকার। প্রধানমন্ত্রী আরও যোগ করেছেন, আমাদের টিমগুলি দুই দেশের মধ্যে একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক চুক্তি নিয়ে কাজ করছে।

হাওড়ার অর্থোপেডিক হাসপাতালে বিশ্ব কিডনি দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ মার্চ ঃ হাওড়ার অর্থোপেডিক হাসপাতালে আজ (১০ই মার্চ, ২০২৩) ডাঃ দেবাশীষ গুহ, চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট হাওড়ার নেতৃত্বে বিশ্ব কিডনি দিবস পালন করা হয়েছে। এবারের বিশ্ব কিডনি দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে সবার জন্য কিডনি স্বাস্থ্য অপ্রত্যাশিতদের জন্য প্রস্তুতি, দুর্বলদের সহায়তা। চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট হাওড়া, তার বক্তৃতায় মানবদেহে কিডনির গুরুত্বের ওপর জোর দেন। ডাঃ সঞ্জয় ঘোষঅতিরিক্ত চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট হাওড়া কিডনির কার্যকারিতা, কিডনির দীর্ঘস্থায়ী এবং তীব্র রোগ সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি কিডনির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সঠিক জল পানের প্রভাব ব্যাখ্যা করেন। ডাঃ এ. ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট হাওড়া কিডনির স্বাস্থ্যের উপর ব্যথানাশক সেবনের নেতিবাচক প্রভাব এবং দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের সাথে ডায়াবেটিস মেলিটাস এবং উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে কথা বলেছেন। ডাঃ ভি. পান্ডে অতিরিক্ত চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট হাওড়া ও পরিবার কল্যাণ হাওড়া কিডনির কার্যকারিতাকে মানবদেহের রেচন দ্রব্যের আউটলেট এবং দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ প্রতিরোধে জীবনধারা পরিবর্তনের আউটলেট হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ডায়ালাইসিস এবং রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশনের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছিল। ডাঃ চৈতালি পাত্রডিভিশনাল মেডিকেল অফিসারহাওড়া ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে বাচ্চাদের মধ্যে ভালো অভ্যাস গড়ে তোলা যেতে পারে ভবিষ্যতের জন্য সুস্থ ও সুস্থ কিডনি গড়ে তোলার জন্য। দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীদের সাথে একটি ইন্টারেক্টিভ সেশনও অনুষ্ঠিত হয়।

নাইজেরিয়ায় ট্রেনের সঙ্গে বাসের ধাক্কায় মৃত ৬, আহত কমপক্ষে ১২ জন

আবুজা, ১০ মার্চ ঃ নাইজেরিয়ায় ট্রেনের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন, আহত হয়েছেন প্রায় ১২ জন। ঘটনাটি ঘটেছে নাইজেরিয়ার লাগোসে। জানা গিয়েছে, বাসটি সরকারী কর্মচারী নিয়ে গন্তব্যস্থলে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় লাগোসের একেজা এলাকায় একটি ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে বাসটির বলে জানিয়েছেন বিপর্যয় মোকাবিলা দফততরের প্রধান ইব্রাহিম ফারিনলোয়ি। ৮৪ জনকে উদদ্ধার করা হয়েছে এবং তাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ৬ জন। বৃহস্পতিবারের এই দুর্ঘটনায় বাস চালকের গাফিলতি ছিল বলে জানা গিয়েছে। ট্রাফিক সিগন্যাল না মানার কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে উঠে এসেছে তদন্তে।

ট্র্যান্সজেন্ডারদের দ্বারা ও তাদের জন্য গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে খোলা হলো ট্র্যান্স টি স্টল

মালিগাঁও, ১০ মার্চঃ ট্র্যান্সজেন্ডারদের ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে আজ গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে সম্পূর্ণরূপে ট্র্যান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত একটি ট্র্যান্স টি স্টল খোলা হলো। ভারতীয় রেলওয়েতে এই ধরনের উদ্যোগ প্রথমবারের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারাই গ্রহণ করা হলো। এই কাজ অল অসম ট্র্যান্সজেন্ডার অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনশুল গুপ্তা আজ ট্র্যান্সজেন্ডার ওয়েলফেয়ার বোর্ড অব অসম এর অ্যাসোসিয়েটস ভাইস চেয়ারম্যান স্বাতী বিধান বরুয়ার উপস্থিতিতে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মে ট্র্যান্স টি স্টল এর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রী অনশুল গুপ্তা বলেন যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্র্যান্সজেন্ডারদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন যে ভারতীয় রেলওয়ের পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতেও এই ধরনের উদ্যোগ এটিই প্রথম। এছাড়াও এই পদক্ষেপ যে কোনও কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থায় এটিই প্রথম এবং ভবিষ্যতেও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এমন আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। স্বাতী বিধান বরুয়া উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত এই উদ্যোগের প্রশংসা করে গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন। ভারতীয় সরকার ট্র্যান্সজেন্ডারদের জন্য জীবিকা ও উদ্যোগের জন্য উপেক্ষিত ব্যক্তিদের সাহায্য শীর্ষক একটি সর্বাঙ্গীণ প্রকল্পে অনুমোদন জানিয়েছে, যার মধ্যে ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের কল্যাণের সর্বাঙ্গীণ পুনর্বাসনের জন্য একটি উপপ্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অসামান্য অবদানের জন্য এসইআর-এর মহিলা কর্মচারীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন শ্রীমতী অর্চনা যোশী, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে এবং সভাপতি এসইআর ডব্লুডব্লুও।

হারানো ব্যাগ উদ্ধার করে কমিউটারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে

১০ মার্চ ঃ ০৯.০৩.২০২৩ তারিখে প্রায় ১১,২০ মিনিটে মাস্টারদা সূর্য সেন স্টেশনে, একজন অনডিউটি আরপিএফ কর্মীরা একটি নিয়মিত চেক করার সময় প্ল্যাটফর্মে একটি দাবিহীন ব্যাগ দেখতে পান। সাবধানে যাচাইবাছাই করে তিনি তা স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে ব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। পরে ব্যাগ খুলে তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে অর্থাৎ প্রায় ১১,৫০ টায়, একজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ব্যাগের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাইবাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর উদ্ধারকৃত ব্যাগ তার কাছে হস্তান্তর করা হয়। হারানো ব্যাগ উদ্ধারে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

গোমাংস নিয়ে যাচ্ছে সন্দেহে পিটিয়ে খুন বিহারে

সিওয়ান, ১০ মার্চ ঃ ফের স্বঘোষিত গোরক্ষকদের তাণ্ডব বিহারের মাটিতে। গোমাংস নিয়ে যাচ্ছে, নিছক এই সন্দেহে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল বিহারের সিওয়ান জেলায়। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় পুলিশ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ ৩জনকে গ্রেফতার করেছে। ওই খুনের ঘটনায় জড়িত এমন আরও ২জনের সন্ধান শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে পটনা থেকে ১১০কিমি দূরে সিওয়ান জেলার যোগিয়া গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম নাসিম কুরেশি। তাঁর বয়স ৫৬ বছর। বাড়ি যোগিয়ার পাশেই থাকা হাসানপুর গ্রামে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে নাসিম ও তাঁর ভাইপো ফিরোজ আহমেদ কুরেশি সাইকেল চালিয়ে কাজের হায়গা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। যোগিয়া গ্রামে তাঁদের পথ আটকে দাঁড়ায় ওই গ্রামেরই কিছু মানুষ। সেই সময় ফিরোজ পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেও নাসিমকে ধরে রড, বাঁশ, লাঠি দিয়ে মারতে থাকেন ওই মাতব্বররা। তারা নাসিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে সে গোমাংস নিয়ে যাচ্ছে। যদিও পুলিশের দাবি, ঘটনার পরে সেই ধরনের কিছুই পাওয়া যায়নি। গণপিটুনিতে অচেতন নাসিমকে পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে তাঁকে একটি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত ৩জনকে গ্রেফতার করেছে।

চিকিৎসা পরিষেবায় একধাপ এগিয়ে গেলো শান্তির বাজার জেলা হাসপাতাল

শান্তিরবাজার(ত্রিপুরা), ১০ মার্চ ঃ শান্তির বাজারে চিকিৎসা পরিষেবা উন্নয়নে জন্য কাজ করে যাচ্ছেন জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ তমাল সরকার, ডাঃ সৌরভ লোধ, ডাঃ অজয় পাল, ডাঃ বিনয় দেবনাথ, শিশু বিশেষঞ্জ চিকিৎসক ডাঃ প্রসেনজিৎ দাস ও মধুমেহ রোগ বিশেষঞ্জ ডাঃ শান্তনু দাস। তাঁরা প্রতিনিয়ত শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীদের পরিষেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। এদিকে তাঁদের এই কাজে সাহায্যের হাত বারিয়ে দিচ্ছেন শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপার জে এস রিয়াং। ফলে প্রথমবারের মতো জটিল রোগের অস্ত্রোপচারে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। বৃহস্পতিবার বাইখোড়া এস এস বি ক্যাম্প এলাকার এক গৃহবধূর গলব্লাডার স্টোনের প্রথম বারের মতো অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাক্তার তমাল সরকার, ডাক্তার সৌরভ লোধ ও ডাক্তার অজয় পালের যৌথ প্রচেষ্টায় এই অস্ত্রোপচারে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। বর্তমানে রোগী ভালো অবস্থায় রয়েছেন। শুক্রবার তাঁর স্বামী শান্তির বাজার জেলাহাসপাতালের এইধরনের চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অস্ত্রোপচারে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। চিকিৎসক তমাল সরকার জানিয়েছেন, তিনি জেলা হাসপাতালে আসার পর অস্ত্রোপচারের কিছু সরঞ্জাম কম থাকায় সেগুলো আনার জন্য মেডিকেল সুপারের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে সকল প্রকারের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে এইধরনের অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরো জনিয়েছেন, এই প্রথম শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে গলব্লাডার স্টোনের অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এবং এতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। আগামীদিনে হাসপাতালে এইধরনের পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করবে চিকিৎসকরা। এদিকে মেডিকেল সুপার জে এস রিয়াং জানিয়েছেন, বর্তমানে জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে চিকিৎসা পরিষেবার অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু জেলা হাসপাতালে কর্মী সল্পতার জন্য এইধরনের অস্ত্রোপচার প্রতিদিন করা সম্ভব হবেনা। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা যতটুকু পারবে এই ধরনের অস্ত্রোপচারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে বলে দাবি করেন তিনি। জেলা হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমানে কর্মী থাকলে প্রতিনিয়ত পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়া তিনি জানান, বর্তমান সময়ে জেলা হাসাপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে সিটি স্ক্যান পরিষেবা চালু হয়ে গেছে।

মুসৌরির খাদ থেকে উদ্ধার ৭জন

মুসৌরি, নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃ ইন্দোতিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি) উত্তরাখণ্ডের মুসৌরিতে একটি খাদ থেকে সাতজনকে উদ্ধার করেছে। শুক্রবার দুপুর ১২ নাগাদ ভাট্টা গ্রামের কাছে মুসৌরি লেকের সামনে রাস্তার বাঁক থেকে একটি গাড়ি পড়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আইটিবিপির মুখপাত্র বিবেক পান্ডে জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়াদের মধ্যে চারজন পুরুষ, দু'জন মহিলা এবং একটি শিশু রয়েছে। বেশ কয়েকবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গাড়িটি ৩০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। মুসৌরির আইটিবিপি একাডেমির দল দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং স্থানীয় পুলিশ ও গ্রামবাসীদের সহায়তায় উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। আহত যাত্রীদের দলটি খাদ থেকে বের করে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে। তাদের সবাইকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উদ্ধারকৃতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অ্যাসিড ছুড়ে হামলা, ৪ শিশু সহ জখম ৮

কিশনগঞ্জ, ১০ মার্চ ঃ দুই পরিবারের বিবাদের জেরে অ্যাসিড ছুড়ে হামলার অভিযোগ। গায়ে অ্যাসিড পড়ায় জখম হয়েছেন চার শিশু সহ ৮ জন। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে কাটিহারের মুরাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরবাড়িটোলা গ্রামে। এদিন লালু শাহ ও তাঁর জামাইবাবু রামচন্দ্র শাহ'র মধ্যে কোনও কারণে বিবাদ হয়। অভিযোগ, সেইসময় লালু শাহ নিজের বোন, ভগ্নিপতি ও ভাগ্নের ওপর অ্যাসিড ছুড়ে মারে। অ্যাসিডে ওই তিনজন সহ অভিযুক্তের মা'ও জখম হন। পাশাপাশি অ্যাসিডে প্রতিবেশীদের চার শিশুও জখম হয়।

Name Change

I, DILIP DAS is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- ARUNUDOY DAS. Residing at Vill - Karbalaroad Panchanantala, Post- Cossimbazar, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Shall henceforth be known as DILIP KUMAR DAS. That my name DILIP KUMAR DAS and DILIP DAS is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ARSHED SAIKH is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- BORHAN MONDAL. Residing at Vill - Basantapur, Post- Bhagwangola, Ps- Bhagwangola, Dist- Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Shall henceforth be known as ARSED MANDAL. That my name ARSED MANDAL and ARSHED SAIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD YEANUS SK is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- ESMAIL SEKH. Residing at Vill - Dabkai Natunpara, Post- Karnasubarna, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742405, West Bengal. Shall henceforth be known as YEANUS SK. That my name YEANUS SK and MD YEANUS SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD JOLUSH SHAIKH is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- KACHHIM SHAIKH. Residing at Vill - Gandhina, Post- Darermath, Ps- Murutia, Dist- Nadia, Pin- 741158, West Bengal. Shall henceforth be known as JOLUSH SHAIKH. That my name JOLUSH SHAIKH and MD JOLUSH SHAIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, RABIN HIRA is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- HARBILAS. Residing at Vill - Betai It Kholapara, Post- Betai, Ps- Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741163, West Bengal. Shall henceforth be known as RABINDRANATH HIRA. That my name RABINDRANATH HIRA and RABIN HIRA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD ATAUR RAHAMAN is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- SAJIRUDDIN. Residing at Vill - Natun Sikdarpur, Post- Chaksapur, Ps- Samserganj, Dist- Murshidabad, Pin- 742202, West Bengal. Shall henceforth be known as ATAUR RAHAMAN. That my name ATAUR RAHAMAN and MD ATAUR RAHAMAN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Separate sealed tenders for **NIT No.-08 of SDO of SLRSD-I of 2022-23** are hereby invited by the undersigned for three nos. work at Nagarayan building, Falguni and SUDA, Salt Lake. Last date of application-**17.03.2023 (12.00 noon).** For details, contact to the office of the undersigned or log in website **www.wburbanservices.gov.in** (The Web Portal of the Urban Development Department).

Sd/- Sub-Divisional Officer
Salt Lake Reclamation Sub-Division-I

দিল্লির ত্রিলোকপুরীর বস্তিতে আগুন

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃ দিল্লির ত্রিলোকপুরীতে ভয়াবহ আগুন লাগল বস্তিতে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিভলেও, উদ্ধার হয়েছে এক পুরুষের অগ্নিদগ্ধ দেহ। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার ভোররাত দুটো নাগাদ ত্রিলোকপুরীর ব্লক নম্বর ১৫র কাছে বস্তিতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট তিনটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, উদ্ধার হয়েছে এক পুরুষের অগ্নিদগ্ধ দেহ। কিভাবে আগুন লাগল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল।

জার্মানিতে গুলিতে মৃত ৬

বার্লিন, ১০ মার্চ ঃ উত্তর জার্মানির হামবুর্গের একটি গির্জায় বন্দুকবাজের গুলিতে প্রাণ হারালেন ৬ জন। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাতে গির্জার মধ্যে হামলায় বেশ কয়েক জনের মৃত্যুর পাশাপাশি জখম হয়েছেন আরও কয়েক জন। কী কারণে হামলা, তা স্পষ্ট নয়। হামবুর্গ পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ হামলা চালানো হয়। নিহতদের মধ্যে এক হামলাকারী রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। হামবুর্গে কিংডম হল অব জেহবাস উইটনেসে হামলার ঘটনা ঘটেছে। গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ। নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে চারপাশ। হামলার পরই চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশের বিশাল বাহিনী। সতর্ক করা হয়েছে বাসিন্দাদের।

মহারাষ্ট্রে ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণ, মৃত ১

থানে, ১০ মার্চ ঃ বৈদ্যুতিন ট্রান্সফরমার ফেটে বিস্ফোরণে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শুক্রবার মুম্বই থানের শিলফাটা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির বয়স ৩৫ বছর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পৌঁছেছে থানে পুরসভা কর্পোরেশন এলাকার দমকলের ইঞ্জিন। এদিন বিস্ফোরণের জেরে চারিদিকে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে। দমকল কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে।

রবিবার থেকে আরএসএস এর ৩ দিনের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভা

চণ্ডীগড়, ১০ মার্চ ঃ পানিপথের ঐতিহাসিক ভূমিতে সঙ্ঘের শতবর্ষ পরিকল্পনা করা হবে। তিন দিনের এই প্রতিনিধি সভা পানিপথ জেলার সমলখায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সারা দেশ থেকে সঙ্ঘের ১৪০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশ নেবেন। এতে সর্বভারতীয় ৩৪টি সংগঠন থেকে প্রতিনিধি অংশ নেবেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেদকর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা হল সঙ্ঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ। এই বৈঠকে, বিগত বছরের কাজগুলি পর্যালোচনা করা হয় এবং আগামী বছরে সঙ্ঘ কাজের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এর আগে, ১১ মার্চ সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভার একটি বৈঠক হবে। এতে প্রতিনিধি সভায় উপস্থাপন করার প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। ১৪ মার্চ, প্রতিনিধি সভা বৈঠকর শেষ দিন, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবোলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার পর বৈঠকে আলোচিত বিষয়ে তথ্য দেবেন। এই অনুষ্ঠানে অখিল ভারতীয় দুজন সহপ্রচার প্রমুখ নরেন্দ্র ঠাকুর এবং অলোক কুমার, ক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ অনিল কুমার, হরিয়ানা প্রদেশের সঙ্ঘচালক পবন জিন্দালও তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। সুনীল আম্বেকর বলেন, ১২ মার্চ সকালে প্রতিনিধি সভার উদ্বোধন হবে। পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহন রাও ভাগবত, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে, সমস্ত সহসরকার্যবাহ, সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী, সমস্ত ক্ষেত্র ও প্রান্তের সঙ্ঘচালক এবং কার্যকর্তারা এবং আনুষঙ্গিক সংগঠনের পদাধিকারীগণ উপস্থিত থাকবেন। তিনি বলেন, ২০২৫ সালে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার শত বর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে। প্রতিনিধি সভায় সংগঠনের শতবর্ষ কাজের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ২০২২-২৩র পর্যালোচনা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে,

২০২৩-২৪র জন্য একটি কার্য পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। আগামী বছরের পর্যালোচনার পাশাপাশি, ২০২৫ সালের মধ্যে সঙ্ঘের সাথে নতুন ব্যক্তিদের যোগদান, ২০২৩-২৪ বছরের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা নিয়ে আলোচনা করা হবে। তিনি বলেন যে সঙ্ঘের শাখা সঙ্ঘের মেরুদণ্ড এবং শাখা সামাজিক পরিবর্তনের কেন্দ্র। স্বয়ংসেবকরা সামাজিক অবস্থা অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে বিষয় নির্বাচন করে এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করে। সমাজকে স্বাবলম্বী করতে, সেবামূলক কাজের সম্প্রসারণ, সমাজে সামাজিক সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি, পরিবেশ সুরক্ষা, অমৃতকালের অধীনে দেশে কী কী কাজ করা উচিত, এই সমস্ত বিষয় সমাজে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। আম্বেকর আরও বলেন যে ২০২৪ সালে মহর্ষি দয়ানন্দের জন্মের ২০০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে এবং ভগবান মহাবীরের ২৫৫০ তম নির্বাণ বর্ষ সম্পর্কে একটি বিশেষ বিবৃতিও জারি করা হবে। ১৪০০ বেশি প্রতিনিধি সঙ্ঘের শতবর্ষ কাজের পরিকল্পনা করবেন। ১২ মার্চ সকাল থেকে ১৪ মার্চ বিকাল পর্যন্ত, সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

উত্তরপূর্ব রেলের বারাণসী ডিভিশনে ভাটনি-আউন্ডিহার সেকশনকে দ্বিগুণ করার কাজ চলছে

গোরখপুর, ১০ মার্চ ঃ উত্তরপূর্ব রেলের বারাণসী ডিভিশনে ভাটনি-আউন্ডিহার সেকশনকে দ্বিগুণ করার কাজ চলছে। ভাটনি থেকে গোরখপুর এবং আউন্ডিহার থেকে বারাণসী অংশের দ্বিগুণকরণ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। এই দ্বিগুণ করার মাধ্যমে, গোরখপুর থেকে প্রয়াগরাজের মধ্যে সমস্ত অংশ (রামনাথপুর থেকে ঘুসি পর্যন্ত দ্বিগুণ করার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে) দ্বিগুণ করা হবে। যার ফলে চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত ট্রেন চালানো সম্ভব হবে এবং ট্রেনের ১০০ সময়ানুবর্তিতাও সম্ভব হবে। ভাটনি থেকে আন্ধিহার রেল সেকশন ১১৭ কিমি। দ্বিগুণ করার জন্য ১১৭৭ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে, যার অধীনে ১২টি বড় সেতু এবং ১০৮টি ছোট সেতু সহ অন্যান্য যাত্রী সুবিধার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঘাঘরা নদীর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুর নির্মাণ কাজও এই বিভাগে চলছে, যার উপরে ৬১ মিটার স্প্যানের ১৮টি ওপেন ওয়েব গার্ডার স্থাপন করা হবে এবং সেতুটির দৈর্ঘ্য হবে ১.১৬ কিলোমিটার। হবেপ্রথম পর্যায়ে, ইন্দারা থেকে কেদিহারাপুর (১৩ কিমি) দ্বিগুণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার দ্বারা যার পরিদর্শন ৩০ মার্চ, ২০২৩-এ প্রস্তাবিত। এর ফলে ভ্রমণকারী জনসাধারণ নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাবেন- এই কাজের অধীনে, ডাবল লাইন ইন্দারা-কিধিহারাপুর (১৩ কিমি) সহ ইন্দারা ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণের পরে, এই স্টেশনে ০৭টি চলমান লাইনের মধ্যে ০৫টি লাইনে যাত্রী প্ল্যাটফর্ম পাওয়া যাবে এবং ৭ম চলমান লাইনটি পণ্যের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে উপলব্ধ হবে। উভয় দিক থেকে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করবে। বর্তমানে ইন্দারায় ০৩টি যাত্রীবাহী প্ল্যাটফর্ম এবং ০৪টি চলমান লাইনে ০১টি পণ্য প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যেখান থেকে ৩৬ জোড়া যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করে। যার মধ্যে ১৫ জোড়া ট্রেন ফাফনার দিকে এবং ২১ জোড়া ট্রেন ভাটনির দিকে চলে। ইন্দারায় ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণের পরে, স্টেশনে অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্মের উপলব্ধতার সাথে, যাত্রীবাহী ট্রেনের যথাযথ স্থান নির্ধারণ যাত্রীদের সমস্ত দিক থেকে যাতায়াতের সুবিধা প্রদান করবে। ইয়ার্ড রিমডেলিং এবং বিদ্যুতায়িত লাইনের সাথে দ্বিগুণ করার পরে, মাউইন্দারা সেকশনের লাইন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং ইন্দারা ভাটনি সেকশনের লাইন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। যার কারণে বাকি অংশ দ্বিগুণ করার জন্য পর্যাপ্ত ব্লক পাওয়া যাবে এবং পণ্য ট্রেনগুলি নির্বিঘ্নে চালানো যাবে। পাশাপাশি দোহরিঘাট সংযোগের ব্যবস্থাও করা হবে।এর সাথে, বিদ্যুতায়িত ট্র্যাকশনে ট্রেনগুলি দ্রুত গতি পাবে এবং দ্বিগুণ হওয়ার পরে ক্রসিং সময় বাঁচবে, যা অপারেটিং সময় বাঁচবে। এই কাজটি R.V.N.L. দ্বারা করা হচ্ছে।

পঞ্চায়েত প্রতি মাত্র ৮ গাড়ি আলুর বন্ড, বিডিও এর দ্বারস্থ গ্রামীণ জনপ্রতিনিধিরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ মার্চ ঃ ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে হিমঘরে আলু রাখার বন্ড নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। শুক্রবার সকাল থেকেই মোহিত নগরের একটি হিমঘরে দেখা যায় চরম অশান্তি, আহত হয়েছেন অনেকেই। এরপরেই বেলা গড়াতে জলপাইগুড়ি অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যারা কম বন্ড পাওয়ার অভিযোগ তুলে সদর বিডিওর দ্বারস্থ হন। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য রাজেশ মন্ডল জানান, যে হারে হিমঘরে আলু রাখা বন্ড বিতরণ করা হয়েছে তাতে প্রতি পঞ্চায়েত মাত্র আট গাড়ি আলু রাখার জন্য বন্ড চাষিদের দিয়ে পারবে, এত বড় এলাকা ছড়িয়ে থাকা আলু চাষিদের মধ্যে এই কয় গাড়ি আলু রাখার বন্ড খুবই নগণ্য। বৃহস্পতিবার সকালে তুমুল বিশৃঙ্খলার জেরে ভিড়ের চাপে আহত অন্তত আটজন কৃষক। তাঁদের মধ্যে দু'জন মহিলা। আহতদের জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনা ঘিরে তীব্র বিক্ষোভ জেলার কৃষক মহলে। এদিন থেকে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ছ'টি হিমঘরে আলু রাখার বন্ডের কুপন দেওয়া শুরু হয়। সেই কুপন সংগ্রহ করতে বৃহস্পতিবার রাত থেকে হিমঘরের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন কয়েকশো কৃষক। সকালে হিমঘর খুলতেই শুরু হয় হুড়োহুড়ি। সকলেই চান, আগে গিয়ে নিজের কুপন সংগ্রহ করতে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। ভিড়ের চাপে পড়ে গিয়ে আহত হন দু'জন মহিলা-সহ আটজন কৃষক। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালায়। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে কৃষকদের মধ্যে। এই নিয়ে কেউ প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও জেলা প্রশাসনের তরফে বিষয়টি যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে দেখছে। বড় কোনও দুর্ঘটনা রুখতে ইতিমধ্যে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কৃষকদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। এমনিতে আলুর উৎপাদন যথেষ্ট হলেও কৃষকদের আয় তেমন হচ্ছে না। মূল্যবৃদ্ধি, ফড়েদের দাপট সব মিলে কৃষকরা বিপাকে। তার উপর হিমঘরে আলু রাখার জন্য বন্ড কেনার হুড়োহুড়িতে এই ধরনের ঘটনায় কৃষকরা যে ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন, তা স্বাভাবিক।

মহিলা পুলিশ কর্মীদের জন্য ভ্রাম্যমান নির্মল যানের উদ্বোধন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ মার্চ ঃ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জেলার বিভিন্ন জায়গায় ডিউটি করতে যেতে হয় জেলার মহিলা পুলিশ কর্মীদের। অচেনা ও প্রত্যন্ত এলাকায় ঘন্টার পর ঘন্টা ডিউটি করার সময় শৌচকর্মের প্রয়োজন হলে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাদের। মহিলা পুলিশ কর্মীদের এই অসুবিধার কথা অনুধাবন করেছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন (আই পি এস)। মূলতঃ তারই উদ্যোগে এবং কেতুগ্রামের সমাজসেবী অমর চাঁদ কুন্ডুর সহযোগিতায় পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে মহিলা পুলিশ কর্মীদের জন্য একটি ভ্রাম্যমান নির্মল যান বা মোবাইল বায়ো টয়লেটের উদ্বোধন করা হল শুক্রবার। এদিন বর্ধমানের পুলিশ লাইনে ওই বায়ো টয়লেটটির উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন। পুলিশ সুপার ছাড়াও এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যান সিংহ রায়, বর্ধমান মহিলা থানার আই সি বনানী রায় সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগন। পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন জানিয়েছেন, জেলার কোন জায়গায় আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে বা আইন- শৃঙ্খলা নষ্ট হবার কোন আশঙ্কা দেখা দিলে পুরুষ পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি মহিলা পুলিশ কর্মীদেরও মোতায়েন করা হয়। ওই সব স্থানে ডিউটিরত অবস্থায় মহিলা পুলিশ কর্মীদের শৌচের প্রয়োজন পরলে তারা খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। তাই তাদের এই অসুবিধার কথা মাথায় রেখে এই বায়ো মোবাইল টয়লেটের সূচনা করা হল। যেখানে মহিলা পুলিশ কর্মীদের আইন- শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মোতায়েন করা হবে সেখানেই পৌঁছে যাবে এই মোবাইল বায়ো টয়লেটে। এই টয়লেটে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধাই রয়েছে। ভ্রাম্যমান ভ্যানটির মাথায় রয়েছে ২ হাজার লিটারের একটি জলের ট্যাঙ্কও। তবে এই বায়ো টয়লেট মূলত মহিলা পুলিশ কর্মীদের জন্য চালু করা হলেও কখনও যদি সাধারণ মহিলারা সমস্যায় পরেন তাহলে তাদেরও ব্যবহার করতে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যান সিংহ রায় জানিয়েছেন, এই প্রথম পূর্ব বর্ধমান জেলার মহিলা পুলিশ কর্মীদের জন্য এই ধরনের মোবাইল বায়ো টয়লেট চালু করা হল। এমনকি অন্যান্য জেলাতে এই ধরনের টয়লেট খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। অপরদিকে বর্ধমান মহিলা থানার আই সি বনানী রায় জানিয়েছেন, এটার খুবই দরকার ছিল। মহিলারা বাইরে ডিউটি করতে গিয়ে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হন। মহিলা পুলিশ কর্মীদের অসুবিধার কথা ভেবে এই মোবাইল বায়ো টয়লেট চালু করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তিনি পুলিশ সুপারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মহিলা পুলিশ কর্মীরাও পুলিশ সুপারের এই উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়ে নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এদিন। পরবর্তী কালে জেলায় এই ধরনের আরও কয়েকটি মোবাইল বায়ো টয়লেট তৈরী করার কথা ভাবা হচ্ছে বলেও এদিন জানান পুলিশ সুপার।

ভূতনীতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু স্বামী ও স্ত্রীর! তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ মার্চ ঃ ভূতনীর মদনটোলায় দম্পতির রহস্য মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। ঘুমানোর ঘর থেকে উদ্ধার হয় দেহ। দেহ দুটি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মৃতের নাম পিন্টু পাল ও প্রিয়াঙ্কা মন্ডল। মৃতের বাবার মন্টু পালের দাবী, রাতে খাবার খেয়ে ঘুমানোর সময় ৫ মাসের পুত্র সন্তানের কান্না শুনতে পেয়ে ছুটে গিয়ে ছেলেকে ডাক দেন, বেশকিছুক্ষণ ডাক দেওয়ার পর ছেলে দরজা খুলে জানায় তার স্ত্রীর মৃত হয়েছে, কিন্তু কিভাবে মৃত্যু তা জানায়নি। তারপর তাদের পাঁচ মাসের পুত্র সন্তানকে বাবার হাতে তুলে দিয়ে আবারো দরজা বন্ধ করে পিন্টু মন্ডল এবং দীর্ঘক্ষন দরজা না খোলায় প্রতিবেশীদের ডেকে দরজা ভেঙে দেখা যায় ছেলে আত্মহত্যা করেছে। দুটি মৃত দেহকে প্রতিবেশীরা দেখতে পেয়েই খবর দেওয়া হয় ভুতনী থানাকে। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। তবে কি কারণে আত্মহত্যা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। তবে মৃত গৃহবধূ প্রিয়াঙ্কা মন্ডলের মা এর দাবি তার জামাইয়ের বাবা মন্টু পাল তার মেয়েকে সহ্য করত না যার কারণে তাদের মধ্যে বচসা হত। পিন্টু মণ্ডলের বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগের তীর করেছেন মৃত গৃহবধূর মা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি আত্মহত্যার মামলার রজু করেছে পুলিশ এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ছাত্র ধর্মঘটে ডিএসও-তৃণমূল সংঘর্ষ, অশান্তি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ ঃ বাম ছাত্র সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটের দিন অশান্তি ছড়াল শিলিগুড়িতে। হাতাহাতি, মারপিটে জড়িয়ে পড়লেন ছাত্ররা। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে শুক্রবার রাজ্যজুড়ে চলছে ধর্মঘট। আর এই ধর্মঘট ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিলো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট আটকে বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করেন ধর্মঘট সমর্থনকারী সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন (এআইডিএসও)-এর সমর্থকরা। সেই সময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)-এর সদস্যরা তাঁদের বাধা দেন বলে অভিযোগ। এর জেরে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক মারামারি শুরু হয়। ধর্মঘটীদের ডিএসওর কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল শাসকদল তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে। নিজেদের কর্মসূচিকে সফল করতে শুক্রবার সকাল থেকেই ধর্মঘটীরা ভিড় করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। ধর্মঘট সফল করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ যেখান থেকে সমস্ত দফতরের চাবি বিতরণ করা হয়, সে দফতরেই তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে ডিএসওর বিরুদ্ধে অভিযোগ। তালা লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল এবং ডিএসওর মধ্যে তুমুল মারামারি হয়। প্রসঙ্গত, শিক্ষকের অভাবে রাজ্যের ৮ হাজারের বেশি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে সমাজমাধ্যমে বহু পোস্ট দেখা যাচ্ছে। যদিও বাস্তবে এই বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। ধর্মঘটীদের দাবি, রাজ্য সরকার হাজার হাজার স্কুল বন্ধ করে দেবে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এর প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বাম ছাত্র সংগঠন ডিএসও।

প্রতিবেশীর গালাগালির প্রতিবাদ করায় ধারালো অস্ত্রের কোপে নিহত বৃদ্ধ, আহত ২

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ মার্চ ঃ মদ্যপ অবস্থায় বাড়ির পাশে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার প্রতিবাদ করাই বৃদ্ধকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুইজন। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার কালিয়াচক থানার মধু ঘাট এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত বৃদ্ধের নাম উদয় মন্ডল (৬০)। আহত হয়েছেন স্ত্রী তরুলতা মন্ডল (৫৫) ও তার ছেলে উৎপল মন্ডল (৩২)। তরুলতা মন্ডল বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং উৎপল মন্ডল

মালদার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্তরা হল প্রতাপ চৌধুরী, অলোকা চৌধুরী সহ বেশ কয়েকজন। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায় হোলির রাতে মদ্যপ অবস্থায় প্রতাপ চৌধুরী গালিগালাজ করছিল। সেই সময় প্রতিবাদ করে উদয় মন্ডল। এরপর তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করে। বৃদ্ধকে বাঁচাতে যায় তার ছেলে ও স্ত্রী। তাদেরকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় বলে অভিযোগ। রাতেই তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আনা হয় মালদা মেডিকেলে। চিকিৎসা চলাকালীন এদিন সকালে মৃত্যু হয় উদয় মন্ডলের। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলের হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়। এই ঘটনার পরে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত তৃণমূলের যুগ্ম জোনাল সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১০ মার্চ ঃ চোপড়া ব্লকের ঘৃনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের যুগ্ম অঞ্চল সভাপতি গুলিবিদ্ধ। গুলিবিদ্ধ যুগ্ম অঞ্চল সভাপতির নাম জাকির হুসেন। তার বা দিকে বুকের উপরে দিকে গুলির আঘাতের কথা প্রত্যক্ষ দোষীরা জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার ঘৃনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের কোটগছ এলাকায়। জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে চোপড়া থানার কোটগছ এলাকায় রাস্তার ধারে গুলিবিদ্ধ হয়ে জখম অবস্থায় রাস্তার ধারে পরে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। খবর জানাজানি হতেই এলাকার মানুষ সেখানে ভিড় জমাতে শুরু করে। স্থানীয়রা জখম অবস্থায় যুগ্ম অঞ্চল সভাপতি জাকির হুসেন কে উদ্ধার করে প্রথমে দোলুয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। এরপর তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। জখম জাকির হুসেনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের রেফার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মন্ডল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অসন্তোষের জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল রাজগঞ্জের তালমা চা বাগান

দুরন্ত বার্তা, রাজগঞ্জ, ১০ মার্চ ঃ রাজ্যে বন্ধ হল আরো একটি চা বাগান। শ্রমিক-মালিক অসন্তোষের জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল রাজগঞ্জের তালমা টি এস্টেট। কাজ হারিয়ে ওই চা বাগানের প্রায় ৬০০ শ্রমিক দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। শুক্রবার বাগান খোলার দাবিতে শ্রমিকরা হারিপাল এলাকায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। অবরোধে নেতৃত্ব দেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি মোশারফ হোসেন। এদিন প্রায় তিন ঘন্টা অবরোধের পর প্রশাসনের তরফে মালিকপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বসার আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। হোলির ছুটির পর শ্রমিকরা এদিন কাজে গিয়ে দেখেন চা বাগানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক নোটিশ ঝুলছে। শ্রমিকদের অভিযোগ, বিনা কারণে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মালিকপক্ষ বাগান বন্ধ করেছে। যদিও এই নিয়ে শ্রমিকদের ওপর দোষ চাপিয়েছেন মালিকপক্ষ। সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক নোটিশে উল্লেখ রয়েছে, শ্রমিকরা সঠিকভাবে কাজ করছে না। এছাড়া কিছু শ্রমিক ম্যানেজারের সঙ্গে খারাপ আচরণ করছেন। তাই বাগান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। যদিও মালিকপক্ষের অভিযোগ মানতে রাজি নয় শ্রমিক ও শ্রমিক নেতারা। এইবিষয়ে মালিকপক্ষকে একাধিকবার ফোন করা হলেও ফোন না ধরায় কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তৃণমূল নেতা মোশারফ হোসেনের বক্তব্য, মালিকপক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করেনি এবং কিছু প্রাপ্য সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। প্রায় দুই বছর আগে মজুরি চুক্তি শেষ হয়ে গেলেও নতুন করে আর চুক্তি হয়নি। তবুও কোনও আন্দোলন না করে দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও হঠা সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক ঘোষণা মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি শ্রম দফতর ও প্রশাসনের কাছে জানানো হবে।

মাটিকুন্ডা সিভিক ভলান্টিয়ার হত্যা মামলায় ১২ জন গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১০ মার্চ ঃ ইসলামপুরের মাটিকুন্ডা কান্ডে গ্রেফতার মুল অভিযুক্ত মাটিকুন্ডা-এক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মেহেবুব আলম সহ মোট ১২জন। বৃহস্পতিবার রাতে তাদের গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সুত্রে জানা গেছে। শুক্রবার মূল অভিযুক্ত সহ ধৃতদের ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এদিন প্রিজন ভ্যানে বসে নিজের স্বপক্ষে অভিযুক্ত প্রধান মেহেবুব আলম বলেন, আমি কাউকে হত্যা করিনি। ওরাই গুলি বোমা মজুত করেছিল। বাইরের লোক বাড়িতে রেখেছিলো, ভয়ের আমি নিজেই নদীর পাড়ে পালিয়ে ছিলাম। আমার নাম পরায় নিজেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আমি সাকিব আখতারকে কেনো কাউকেই গুলি চালাইনি। ঘটনাস্থলেও ছিলাম না। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার রাতে নিহত সাকিব আখতারের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ গর্ভঃ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠায় পুলিশ। এদিন মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় ৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে শুরু হচ্ছে রাস্তার কাজ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ মার্চ ঃ জেলার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে প্রান্তিক বহু গ্রামে রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। বারবার রাস্তার দাবী জানিয়েছে সেই সব জায়গার মানুষেরা। এবার সেই

সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী জেলা প্রশাসন। শুক্রবার জেলাবাসীর জন্য সুখবর শোনালেন জেলাশাসক। পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় জেলা-জুড়ে শুরু হচ্ছে রাস্তার কাজ। রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্প। এবার পথশ্রী প্রকল্পে ৮২ কোটি টাকা অর্থ ব্যায়ে সমগ্র মালদা জেলা জুড়ে শুরু হচ্ছে রাস্তার কাজ। এই ঘোষণা করেছেন মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। ইতি-মধ্যেই যে সব রাস্তার কাজ হবে তবে টেন্ডার ধরা হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিস্তারিত আপলোড করা হবে পোর্টালে। জেলার প্রত্যেকটি ব্লকেই হবে রাস্তার কাজ। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ এবং ২ নম্বর ব্লকে বেশ কয়েকটি গ্রামে রাস্তা নিয়ে প্রচুর সমস্যা রয়েছে। মনে করা হচ্ছে সেই রাস্তাগুলির কাজ এবার শুরু হবে। জেলাশাসকের এই ঘোষণায় খুশি হরিশ্চন্দ্রপুরবাসী তথা সমগ্র মালদা জেলাবাসী। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, মূলতঃ যে সব জায়গায় রাস্তার অনেক সমস্যা রয়েছে। রাস্তা ভেঙ্গে গেছে বেহাল দশা। সেই সব জায়গায় এই প্রকল্পের অধীনে রাস্তার কাজ হবে। খুব দ্রুত এই কাজ শুরু হবে। আশা করছি এর ফলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান সম্ভব হবে।

লোকালয়ে ঘুরে বেড়াল হাতি

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ১০ মার্চ ঃ সাতসকালে জলপাইগুড়ির লোকালয়ে দাপিয়ে বেড়াল গজরাজ। শুক্রবার ভোরে একটি হাতি গরুমারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ ধূপঝোরা এলাকার ফাঁকা কৃষি জমিতে চলে আসে। সেখানে দীর্ঘক্ষণ হাতিটি ঘোরাফেরা করে। যদিও হাতিটি কোনও ক্ষতি করেনি। এদিন ভোরে হাতিটিকে অনেকেই কৃষি জমিতে ঘোরাঘুরি করতে দেখে। খবর চাউর হতেই সংলগ্ন রিসোর্ট গুলোতে থাকা পর্যটকরাও ছুটে আসে হাতি দেখতে। এরপর হাতিটি স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকারে একটি ছোট চা বাগান হয়ে ফের গরুমারা জঙ্গলে চলে যায়। মেঘ না চাইতে জলের মতো হাতি দেখে খুশি হয় পর্যটকরাও। উল্লেখ্য, মাঝেমধ্যেই এলাকায় হাতি চলে আসে। রাতভর লোকালয়ে থাকার পর ভোরের আলো ফোটার আগেই হাতিগুলো আবার জঙ্গলে চলে যায়।

রাস্তা সংস্কারের দাবি, অবরোধ গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ মার্চ ঃ রাস্তা সংস্কার ও নদী বাঁধ নির্মাণের দাবিতে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার দুই নম্বর ব্লকের চেংপারায় গ্রামবাসীরা আলিপুরদুয়ার বারোবিশা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে। রাস্তা ও নদী বাঁধের বিষয়ে দীর্ঘ বঞ্চনা, দুর্নীতি সহ একাধিক দাবিতে এই পথ অবরোধ কর্মসূচি হাতে নেই স্থানীয়রা। পাশাপাশি দুই বুথের মানুষ এই কর্মসূচি তে অংশগ্রহণ করে । ঘটনাচক্রে এই দুই বুথের জনপ্রতিনিধি এলাকার তৃণমূল প্রধান ও উপপ্রধান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বিডিও চিরঞ্জিত সরকার। তিনি এসে স্থানীয়দের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায় ঘন্টা খানেক বাদে। পরবর্তীতে জয়েন্ট বিডিও সমস্যার জায়গাগুলো পরিদর্শন করেন।

চা বাগান থেকে উদ্ধার চিতাবাঘের দেহ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ ঃ ফাঁসিদেওয়ার ব্লকের কমলা চা বাগান থেকে চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। জানা গিয়েছে যে এদিন স্থানীয়রা প্রথমে চিতাবাঘের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান। এই দেখে তড়িঘড়ি স্থানীরা খবর দেন বনদপ্তরকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা। এরপর বনকর্মীরা গিয়ে চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার হয় নিয়ে আসে। চিতাবাঘটির বয়স চার থেকে পাঁচ বছর। কিভাবে মৃত্যু হল তা ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে। মৃত দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বেঙ্গল সাফারিতে পাঠানো হয়েছে।

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে 31.03.2022 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 30.06.2022 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 31.12.2022 পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্ত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 18.03.2023 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

EAST MEDINIPORE DISTRICT - CONTAI: F10280, F10372, F10408, F10446, F10457, F10562, F10565, F10703, F10720, F10727, F10747, F10787, F10804, F10807, F10809, F10827, F10862, F10887, F10922, F10938, F10942, F11010, F11051, F11103, F11125, F11226, F11244, F11262, F11268, F11297, F11365, F11391, F11443, F11448, F11474, F11489, F11494, F11509, F11510, F11560, F11570, F11572, F11582, F11596, F11597, F11601, F11603, F11626, F11627, F11628, F11651, F11655, F11664, F11675, F11688, F11691, F11698, F11712, F11720, F11742, F11745, F11746, F11750, F11751, F11760, F11764, F11766, F11767, F11769, F11775, F11776, F11777, F11778, F11780, F11782, F11785, F11788, F11798, F11799, F11800, F11804, F11806, F11813, F11815, F11825, F11826, F11831, F11835, F11838, F11846, F11847, F11849, F11854, F11857, F11864, F11866, F11870, F11877, F11878, F11880, F11884, F11886, F11887, F11889, F11907, F11908, F11909, F11911, F11912, F11913, F11914, F11915, F11940, F11943, F11952, F11957, F11962, F11971, F11995, F12021, F12025, F12045, F12055, F12064, F12065, F12073, F12091, F12130, F12140, F12165, F12180, F12182, F12239, F12242, F12253, F12272, F12302, F12313, F12321, F12325, F12352, F12356, F12363, F12378, F12455, F12457, F12486, F12511, F12539, F12542, F12561, F12569, F12573, F12593, F12599, F12604, F12613, F12625, F12633, F12635, F12636, F12660, F12664, F12678, F12698, F12700, F12706, F12711, F12716, F12717, F12719, F12724, F12727, F12740, F12747, F12761, F12776, F12783, F12804, F12816, F12817, F12834, F12851, F12856, F12861, F12868, F12875, F12876, F12891, F12897, F12903, F12904, F12906, F12912, F12914, F12928, F12941, F12949, F12957, F12958, F12963, F12966, F12980, F12983, F12987, F13021, F13022, F13031, F13051, F13060, F13069, F13074, F13080, F13086, F13105, F13112, F13125, F13129, F13134, F13138, F13155, F13160, F13161, F13170, F13178, F13179, F13182, F13187, F13193, F13200, F13204, F13212, F13220, F13226, F13228, F13231, F13234, F13237, F13251, F13252, F13268, F13270, F13278, F13290, F13298, F13302, F13312, F13316, F13323, [illegible]

KHARAGPUR: [illegible] F10239, F10241, F10242, F10255, F10278, F10279, F10286, F10290, F10296, F10297, F10302, F10305, F10309, F10313, F10315, F10325, F10368, F10371, F10382, F10384, F10389, F10390, F10395, F10397, F10399, F10405, F8052, F8159, F8224, F8356, F8373, F8397, F8414, F8503, F8519, F8521, F8531, F8538, F8565, F8603, F8618, F8664, F8744, F8768, F8796, F8869, F8889, F8896, F8917, F8921, F8924, F8925, F8927, F8929, F8930, F8942, F8947, F8963, F8969, F8983, F8986, F9009, F9011, F9019, F9024, F9030, F9031, F9032, F9043, F9045, F9055, F9056, F9060, F9082, F9084, F9086, F9089, F9101, F9102, F9104, F9109, F9114, F9124, F9125, F9129, F9130, F9135, F9168, F9183, F9204, F9210, F9252, F9281, F9286, F9289, F9292, F9302, F9312, F9316, F9324, F9326, F9344, F9347, F9349, F9352, F9358, F9384, F9450, F9455, F9456, F9478, F9491, F9494, F9497, F9521, F9537, F9557, F9560, F9606, F9624, F9629, F9660, F9667, F9670, F9680, F9687, F9688, F9707, F9712, F9718, F9721, F9728, F9736, F9737, F9743, F9760, F9761, F9781, F9785, F9795, F9796, F9799, F9804, F9817, F9818, F9821, F9823, F9827, F9834, F9856, F9858, F9868, F9881, F9892, F9896, F9897, F9898, F9946, F9948, F9956, F9964. **KHARAGPUR-MALANCHA:** F2744, F2868, F3010, F3056, F3092, F3256, F3279, F3365, F3384, F3385, F3386, F3389, F3392, F3394, F3405, F3445, F3477, F3481, F3483, F3484, F3488, F3490, F3492, F3496, F3498, F3500, F3513, F3521, F3530, F3531, F3533, F3535, F3543, F3558, F3579, F3583, F3597, F3603, F3608, F3615, F3624, F3626, F3627, F3630, F3635, F3637, F3642, F3658, F3659, F3662, F3664, F3665, F3666, F3667, F3672, F3673, F3701, F3703, F3712, F3720, F3739, F3740, F3743, F3744, F3756, F3779, F3790, F3807, F3821, F3841, F3848, F3854, F3879, F3889, F3944, F3952, F3965, F4056, F4123, F4143, F4149, F4155, F4171, F4178, F4180, F4182, F4183, F4188, F4190, F4195, F4198, F4209, F4227, F4234, F4259, F4262, F4269, F4277, F4298, F4317, F4323, F4328, F4331, F4335, F4337, F4371, F4390, F4405, F4409, F4425, F4427, F4457, F4458, F4461, F4468, F4470, F4487, F4493, F4536, F4547, F4549, F4551, F4552, F4558, F4562, F4564, F4566, F4573, F4586, F4597, F4606, F4615, F4620, F4622, F4629, F4637, F4657, F4661, F4670, F4673, F4681, F4696, F4705, F4714, F4716, F4727, F4733, F4735, F4736, F4739, F4741, F4743, F4754, F4762, F4763, F4764, F4779, F4780, F4797, F4804, F4807, F4812, F4820, F4836, F4839. **MEDINIPUR:** F2915, F4673, F4757, F4779, F4806, F4807, F4884, F4888, F4899, F4914, F4927, F4942, F4959, F4971, F4981, F5052, F5082, F5088, F5102, F5111, F5112, F5115, F5123, F5124, F5131, F5141, F5152, F5160, F5165, F5171, F5173, F5184, F5190, F5192, F5197, F5205, F5210, F5218, F5219, F5220, F5233, F5247, F5248, F5251, F5260, F5261, F5279, F5280, F5281, F5285, F5293, F5297, F5298, F5300, F5332, F5336, F5350, F5354, F5368, F5406, F5420, F5443, F5451, F5464, F5470, F5493, F5494, F5499, F5511, F5527, F5536, F5545, F5593, F5604, F5608, F5612, F5619, F5622, F5634, F5636, F5645, F5646, F5652, F5655, F5658, F5668, F5672, F5674, F5687, F5690, F5698, F5699, F5700, F5705, F5707, F5712, F5716, F5734, F5735, F5738, F5746, F5747, F5749, F5760, F5762, F5763, F5768, F5771, F5779, F5788, F5790, F5794, F5813, F5823, F5825, F5838, F5843, F5845, F5861, F5870, F5871, F5872, F5877, F5881, F5892, F5898, F5907, F5915, F5931, F5933, F5935, F5936, F5946, F5951, F5954, F5959, F5960, F5963, F5969, F5978. **PASCHIM MEDINIPUR DISTRICT - BELDA:** F1013, F1086, F1257, F1388, F764, F935, F963, F964, F967, F970. **PURBA MEDINIPUR DISTRICT - NANDIGRAM:** F1463, F1602, F1628, F1651, F1777, F1857, F2316, F2345, F2394, F2399, F2415, F2469, F2532.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 22.03.2023 at 10.00 am at **EAST MEDINIPORE:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Plot 57, Haldia Mecheda Road, West Bengal, East Midnapore - 721636. **JHARGRAM DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, 722/518 & 723(520/17), Main Road, West Bengal, Jhargram - 721507. **WEST MEDINIPUR:** Muthoot FinCorp Ltd, First Floor 148/132, O T Road, Near Kamala Cabin Bus Stand, West Bengal, West Midnapore - 721305. **PASCHIM MEDINIPUR DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Matri Bhavan, Belda, Paschim Medinipur Distt, West Bengal - 721424. **PURBA MEDINIPUR:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Plot No 243, Mouza-Godaibalbar, Vill P.O, P.S -Nandigram, Purba Medinipur, West Bengal - 721631. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি অবর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

‘ঘরে’ ফিরবেন মেসি! বার্সার তরফে তেমনই ইঙ্গিত

বার্সেলোনা, ১০ মার্চঃ এ যেন যুবরাজের প্রত্যাবর্তন! নিজের পুরনো ক্লাব বার্সেলোনাতে ফিরতে পারেন লিওনেল মেসি। অন্ততপক্ষে এমনটাই ইঙ্গিত দিচ্ছেন বার্সেলোনার সভাপতি হুয়ান লাপোরতা। পিএসজির সঙ্গে মেসির চুক্তি জুনেই শেষ হতে চলেছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে গিয়েছে পিএসজি। মেসি এই ক্লাবে যোগ দিয়েই জানিয়েছিলেন, পিএসজির অধরা ট্রফি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেওয়ার তাঁর প্রধান লক্ষ্য। সেই কারণেই অনেকে মনে করা হচ্ছে পিএসজি হয়তো মেসিকে ছেড়ে দেবে। তারপরেই বার্সা সভাপতির মন্তব্যে মেসির প্রত্যাবর্তন নিয়ে ভাবছেন অনেকেই। কিন্তু মেসিকে দলে আনতে হলে দলের কিছু প্লেয়ারকে বাদ দিতে হবে বার্সেলোনাকে। সেই দু-জন প্লেয়ারকেও নির্বাচন করে রেখেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। কারা সেই দুইজন? এমন কী মন্তব্য করলেন বার্সা সভাপতি যার ফলে মেসির ফিরে আসার স্বপ্ন দেখছেন বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ? রাফিনহা দলে আসার পর সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। তাই মনে করা হচ্ছে বার্সা হয়তো তাঁকে দলে রাখবে না।

আর একজন হলেন আনসু ফাতি। এই দুইজন না থাকলে মেসিকে দলে আনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানে সক্ষম হবে বার্সা টিম ম্যানেজমেন্ট। একটি সাক্ষাৎকারে বার্সা সভাপতি লাপোরতা বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে দলে একজন উইঙ্গার এবং সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার প্রয়োজন। নিশ্চিতভাবেই একজন স্ট্রাইকার আসবেন, তবে তার জন্য কাউকে ছাড়তে হবে।’’ মজার বিষয় হল, মেসির বাবা জর্জ মেসির সঙ্গে কথোপকথনের পরেই এরকম মন্তব্য করেছেন লাপোরতা। সে কারণেই অনেকে মনে করছেন হয়তো মেসিই আবার ফিরে আসবেন তাঁর পুরোনো ক্লাবে। বার্সেলোনা তাদের তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসিকে সম্মান জানানোর জন্য একটি ম্যাচেরও আয়োজন করছে। অন্য দিকে, মেসির সঙ্গে কথা বলার পর বার্সা সভাপতি বলেন, ‘‘আমাকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবেই। আমার কাছে ক্লাব সবসময়ই আগে। বেশ কিছুদিন ধরে ভালো ফুটবল খেলতে পারছি না আমরা। তাই দল যাতে ভালো প্রদর্শন করতে পারে সে দিকটা নিয়ে ভাবতেই হবে। মেসির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।’’

খোয়াজা-গ্রিনের দাপটে অজিদের ঝুলিতে ৪৮০ রান

দ্বিতীয় দিনেই কোণঠাসা ভারত

আমেদাবাদ, ১০ মার্চঃ উসমান খোয়াজার ১৮০ রান। ক্যামেরন গ্রিনের শতরান। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের দাপট বজায় রইল আমেদাবাদ টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও। তার জেরে প্রথম ইনিংসে অজিদের স্কোরবোর্ডে উঠল ৪৮০ রানের বড় স্কোর। প্রথম দিনে ২৫৫ রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। শতরান করেন খোয়াজা। আগের দিন চার উইকেট হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। পঞ্চম উইকেট ফেলতে সময় লেগে গেল লাঞ্চ পর্যন্ত। ক্যামেরন গ্রিনকে ফিরিয়ে দিনের প্রথম উইকেট নেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। পরের চারটি উইকেট তুলে নিলেন তিনি। ৪ উইকেট হারিয়ে ২৫৫ রানে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিল অস্ট্রেলিয়া।

দ্বিতীয় দিনে অল্পের জন্য দ্বিশতরান হাতছাড়া করেন তিনি। ডাবল সেঞ্চুরির মাত্র ২০ রান আগে আটকে দেন অক্ষর প্যাটেল। পাশাপাশি ক্যামেরন গ্রিনের শতরান। এই দুইয়ের ২০৮ রানের পার্টনারশিপের জেরে বড় স্কোর অজিদের বোর্ডে। সারাদিনে উইকেট ফেলতে হিমসিম খেলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজারা। দ্বিতীয় দিনেও প্রথম সেশনে একটিও উইকেট ফেলতে পারেনি ভারত। প্রথমদিনের সেঞ্চুরিয়ান উসমান খোয়াজা অপরাজিত ছিলেন ১০৪ রানে। ৪৯ রানে ব্যাট করছিলেন ক্যামেরন গ্রিন। শুক্রবার দ্বিতীয় দিনের শুরু থেকেই দাপট বজায় ছিল অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের। দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই মাঠে নেমে অর্ধশতরান পূর্ণ করে নেন গ্রিন। ১৪৩ বলে কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করে ফেললেন গ্রিন। জাডেজা বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সেঞ্চুরি পূর্ণ করে নেন।

এরপর খোয়াজার সঙ্গে জুটি বেঁধে লাঞ্চের আগেই অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসকে সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি নিয়ে যান। ততক্ষণে দেড়শতরান পূর্ণ হয়ে গিয়েছে খোয়াজার। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে এই দুইয়ের ব্যাটে প্রবল চাপে পড়ে যায় ভারত। দু’জনের জুটিতে ওঠে ২০৮ রান। প্রথম সেশন উইকেটহীন ছিল খোয়াজা নামক বটগাছকে অবশেষে উপড়ে ফেলেন অক্ষর। এদিকে চা বিরতির পর ফিল্ডিং করতে মাঠে নামেননি রোহিত শর্মা। তাঁর পরিবর্তে ক্যাপ্টেন্সি করেন চেতেশ্বর পূজারা। তিনিই রিভিউ নেন। ৪২২ বলের দীর্ঘ ইনিংস খেললেন খোয়াজা। ভারতের মাটিতে কোনও অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারের সবচেয়ে দীর্ঘ ইনিংস।

ভারত। লাঞ্চের পর খোয়াজা-গ্রিন জুটি ভাঙেন অশ্বিন। ব্যক্তিগত ১১৪ রানে ফেরেন গ্রিন। একই ওভারে অ্যালেক্স ক্যারিকেও ফেরান তিনি। চা বিরতির পর ১৪৬.১ ওভারে অক্ষর প্যাটেলের বলে খোয়াজার বিরুদ্ধে এলবিডব্লিউ-এর আবেদন জানায় ভারত। আউট দেননি ফিল্ড আম্পায়ার নীতিন মেনন। তৎক্ষণাৎ রিভিউ নেয় ভারত। সাফল্যও মেলে। আমেদাবাদের মাঠ থেকে উসমান পিছনে ফেলেছেন গ্রাহাম ইলোপ, স্টিভ স্মিথদের। প্রথম ইনিংসে অবশ্য শুভমন গিলকে নিয়ে ব্যাট করতে নামেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ১০ ওভারে বিনা উইকেটে ৩৬ রান ভারতের। রোহিত ১৭ ও শুভমন ১৮ রানে ব্যাট করছেন। ৪৪৪ রানে পিছিয়ে ভারত। উইকেট ধরে রেখে রানের চাপ কমাতে তৃতীয় দিনে ওপেনিং জুটির ভূমিকার দিকে থাকবে নজর।

ঝুলিতে ২২টি গ্র্যান্ড স্লাম তাও সেরা দশে থাকবেন না রাফায়েল নাদাল!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ফ্যাব থ্রি-এর অন্যতম। ২০৯ সপ্তাহ ধরে বিশ্বের এক নম্বর ছিলেন। বর্ষসেরা টেনিস তারকা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন পাঁচ বার। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের সেরা ১০ টেনিস তারকার তালিকায় একদম শেষের দিকে রয়েছেন তিনি। নিজের কেরিয়ারে ২২টি সিঙ্গলস গ্র্যান্ড স্লামও জিতেছেন। ইনি হলেন রাফায়েল নাদাল। গত এক বছর চোটের কারণে নিয়মিত কোর্টে নামতে পারেননি। নানা অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন ৩৬ বছরের এই স্প্যানিশ টেনিস তারকা। কিন্তু তাঁর এখন সেরা দশের তালিকার মধ্যে থাকা বেশ কঠিন। প্রায় ১৮ বছর আগে, ১৮ বছর বয়সে, সেরা দশের তালিকায় প্রথম বারের জন্য জায়গা করে নিয়েছিলেন রাফায়েল নাদাল। কিন্তু কেন এখন এই সংশয়? ২০০৫ সালে বার্সেলোনা ওপেন জেতার পরই সেরা দশ টেনিস তারকার তালিকায় এসেছিলেন নাদাল। সেই থেকেই এই তালিকায় নিজের জায়গা দখল করে রেখেছেন তিনি। কিন্তু বর্তমানে চোটের কারণে বেশ চিন্তায় রয়েছেন রাফায়েল নাদাল। নিজের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী

রাফার প্রসংশা করে রাফার ধারাবাহিকতার কথা বলেন নোভাক জকোভিচ। চোট সারিয়ে টেনিসের সর্বোচ্চ স্তরে অনবদ্য টেনিস খেলার কথাও উঠে এসেছে জকোভিচের বক্তব্যে। তিনি বলেন, ‘‘কখনও কখনও রাফা ছয় মাসের জন্য টেনিস কোর্টের বাইরে থেকেছে। কিন্তু যখনই ফিরে এসেছে, অনবদ্য পারফর্ম করেছে এবং সেরার তালিকায় থেকেছে।’’ ২০১৫ এবং ২০১৬ সাল খুব একটা ভালো যায়নি নাদালের জন্য। কোনও উল্লেখযোগ্য খেতাবও জেতেননি তিনি এই দুই বছরে। যার ফলে টপ ১০ জায়গা ধরে রাখা বেশ শক্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর। কিন্তু ২০১৭ সালে তাঁর কামব্যাক নাদালকে সেরা ১০-এর তালিকায় ধরে রাখে। গত বছরের শেষে মাত্র ৯টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। যার মধ্যে ৪টি তে পরাজিত হয়েছেন। ২০০৯ সালের পর এই ঘটনা আর ঘটেনি। আবার ২০২৩ সালে ভালো শুরু করে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতেন তিনি। কিন্তু ঠিক এরপরেই আবার চোট পান। ফেব্রুয়ারি এবং মার্চের কোনও টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না রাফায়েল নাদাল। এপ্রিলে মন্টে কার্লো অথবা বার্সেলোনাতে তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন বলে আশা করা যায়। প্রথম দশে ঢোকার পর কেরিয়ারে কখনও তালিকার বাইরে থাকেননি রাফায়েল নাদাল। হয়তো প্রথম বার এমন পরিস্থিতি আসতেই পারে তাঁর কেরিয়ারে।

সিরিজের মাঝেই মাকে হারালেন অজি অধিনায়ক, শ্রদ্ধা জানালেন সতীর্থরা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতের মাটিতে চলছে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ, চতুর্থ ম্যাচ। আজ, আমেদাবাদে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দিনের খেলা। মায়ের অসুস্থতার কারণে এই সিরিজের মাঝপথেই দেশে ফিরে যান অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। আজ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাকে হারিয়েছেন কামিন্স। তাই প্যাট কামিন্সের মাকে শ্রদ্ধা জানাতে অজি ক্রিকেটাররা আজ আমেদাবাদ টেস্টে কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলছেন। দীর্ঘদিন স্তন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন প্যাট কামিন্সের মা মারিয়া কামিন্স। অবশেষে কামিন্সের মায়ের সেই লড়াই থেমে গেল। ইন্দোর টেস্টের আগে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। সেই সময় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ও তাঁর সতীর্থরা কামিন্সের দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভারতের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্টিভ স্মিথ। কামিন্সের মায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার জন্য তিনি চতুর্থ টেস্টের আগে ভারতে অস্ট্রেলিয়ার তরফে প্যাট কামিন্সের পরিবার ও তাঁর নিকটজনেদের জন্য আমাদের সমবেদনা রইল। অজি পুরুষ দল আজ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে

ফিরে আসেননি। তাই বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ ম্যাচেও অজি দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্মিথ। আমেদাবাদ টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হওয়ার আগে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে তাদের সোশ্যাল মিডিয়ার এক বিবৃতিতে জানানো হয়, গতরাতে মারিয়া কামিন্সের মৃত্যু হয়েছে। এই খবরে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। ক্রিকেট কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলবে। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকেও কামিন্সের মায়ের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। বিসিসিআই টুইটারে লিখেছে, ‘ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষ থেকে আমরা প্যাট কামিন্সের মায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি। আমরা কামিন্সের এই কঠিন সময়ে তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য প্রার্থনা করছি।’

কুম্বলেকে টপকে শীর্ষে অশ্বিন

আমেদাবাদ, ১০ মার্চঃ নিল কুম্বলের রেকর্ড ভেঙে দিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বর্ডার-গাভাসকর সিরিজে সব থেকে বেশি উইকেট নেওয়ার নজির ছিল ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচের। তাঁকে টপকে ভারতীয়দের মধ্যে শীর্ষে উঠে এলেন অশ্বিন। দু’দেশ মিলিয়ে তিনি রয়েছেন যুগ্ম শীর্ষে। আমদাবাদে চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৯১ রান দিয়ে ৬ উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। এই ৬ উইকেট নিয়ে ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে অশ্বিনের মোট উইকেট হল ১১৩টি। কুম্বলের রয়েছে ১১১টি উইকেট। সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন অভিজ্ঞ অফ স্পিনার। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে তিনিই এখন সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেট সংখ্যা আরও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে অশ্বিনের সামনে। ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া দু’দল মিলিয়েও যুগ্ম শীর্ষে চলে এলেন অশ্বিন।

বিপর্যয় ভুলে বেতিসের বিরুদ্ধে ৪-১, ঘুরে দাঁড়াল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

লন্ডন, ১০ মার্চঃ লিভারপুলের কাছে সাত গোলে হারের পর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে। এ বার সেই লজ্জাজনক পারফরম্যান্স কিছুটা ভোলানোর চেষ্টা করল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের টিম। ঘুরে দাঁড়াল এরিক টেন হ্যাগের ছেলেরা। প্রিমিয়ার লিগে লজ্জার হারার পর এ বার ইউরোপা লিগে রিয়াল বেতিসকে ৪-১ হারিয়ে মুখরক্ষা হল রেড ডেভিলদের। এই ম্যাচের পর ম্যান ইউ কোচ এরিক টেন হ্যাগ বলেন, ‘‘৭-০ হারের পর তাঁর দলের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য নতুন করে সব কিছু খাড়া করতে হত। যাতে সব ভুলে নতুন গেমপ্ল্যান নিয়ে মাঠে নামতে পারেন।’’ হলও তাই। রিয়াল বেতিসের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতার পর উচ্ছসিত হয়ে এরিক বলেছেন, ‘‘আগেই বলেছিলাম, আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হলে একটা নতুন গেম প্ল্যান নিয়ে নামতে হত। আমার মনে হয়, ম্যাচের প্রথমার্ধটাতে ভালো খেলেছি। তবে প্রথম অর্ধেই ফলাফল ৩-০ হওয়া উচিত ছিল। কিছু ভুলের কারণে স্কোরলাইন ওই সময় ১-১ ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে টিম কিন্তু দুরন্ত পারফর্ম করেছে। প্রত্যেকে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, দিয়েওছে।’’ এই জয়ের ফলে খানিকটা যে স্বস্তি ফিরেছে টিমে, সন্দেহ নেই। কয়েক দিন ধরে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছে। পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্দেজের প্রশংসাও শোনা গেল এরিকের মুখে।

তিনি বলেন, ‘‘আমার মনে হয় বেতিসের বিরুদ্ধে ব্রুনো সবচেয়ে ভালো খেলেছে। ও বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে খেলেছে। সতীর্থদের সঙ্গে প্রচুর পাস খেলেছে। যেগুলো থেকে গোলের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। সারা ম্যাচে টিম যে ছন্দে খেলেছে, তার পিছনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে ব্রুনো।’’ এই ম্যাচে ম্যান ইউয়ের হয়ে গোল করেন মার্কাস রাসফোর্ড, অ্যান্টনি, ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও উট উয়েঘর্স্ট। অন্য দিকে, রিয়াল বেতিসের হয়ে একটি মাত্র গোল করেন আয়োজে পেরেজ। এই ম্যাচ জয়ের পর ইউরোপা লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা অনেকটাই পাকা করে নিল এরিক টেন হ্যাগের টিম। ফিরতি লিগে ড্র করলেও ইউরোপা লিগের শেষ আটে পা রাখবে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

ম্যাচ হেরে জলের বোতলে লাথি মারলেন রোনাল্ডো! গ্যালারি থেকে উড়ে এল ইট

রিয়াধ, ১০ মার্চঃ তিনি সবসময় জিততে ভালোবাসেন। হারা তার অপছন্দ কিন্তু সব সময় তো জেতা সম্ভব নয়। তাই কখনও কখনও হারতে হয়। আর এই ম্যাচ হেরেই বেজায় রেগে গেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগে এই প্রথম হারের তেতো স্বাদ পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আল ইত্তিহাদের মাঠ থেকে তাঁর দল আল নাসর হেরে এসেছে ১-০ গোলে। এই হারে লিগে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান হারিয়েছে আল নাসর। ২০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে তারা। গতকালের জয়ে

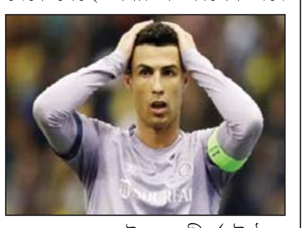

আল নাসরকে টপকে শীর্ষে উঠেছে আল ইত্তিহাদ। সমান ম্যাচ খেলে তাদের পয়েন্ট ৪৭। রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর পর রোনাল্ডো তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে গ্যালারির কাছে যান, সেখানে ছিলেন আল নাসরের সমর্থকেরা। হাততালি দিয়ে সমর্থকদের সান্ত্বনা দেন তাঁরা। সেখান থেকে হেঁটে আসার সময়ই রোনাল্ডোকে ফুঁসতে দেখা যায়। এক সতীর্থ তাঁকে কী যেন বোঝাচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা পাত্তা না দিয়ে রোনাল্ডো বারবার হাত তুলে এমন ভঙ্গি করছিলেন যে এটা কী হল! আরেকটু এগিয়ে টানেলে ঢোকার আগে হতাশা যেন চরমে পৌঁছায় রোনাল্ডোর। তিনি দৌড়ে গিয়ে ডাগআউটের পাশে রাখা প্লাস্টিকের জলের বোতলে লাথি মারেন। এরপর কোনো দিকে না তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে টানেলের ভেতরে চলে যান। দলকে গোল এনে দেওয়ার সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন প্রথমার্ধে। কিন্তু তাঁর শট ঠেকিয়ে দেন আল ইত্তিহাদের গোলকিপার। এর আগেই অবশ্য রোনাল্ডো অফসাইডের শিকার হন।

ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের বাড়বাড়ন্তে চাপা পড়ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট! শঙ্কায় এমসিসি

দুবাই, ১০ মার্চঃ বিশ্বজুড়ে এখন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের রমরমা। মাত্র ২০ ওভারের ধামাকা ক্রিকেট দেখতে আগ্রহী আট থেকে আশি সকলেই। আইসিসি স্বীকৃত না হলেও বেশ কিছু টি১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের জৌলুসে কিছুটা ম্লান হয়ে পড়ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। এমনটাই মনে করছে এমসিসি বা মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব। পরিস্থিতি এতটাই গম্ভীর যে, তারা চাইছে খুব শীঘ্রই যেন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের জন্মের ফলে আইসিসির ফিউচার টুর প্রোগ্রামে চাপ পড়ছে। এর ফলে ছোট দেশগুলি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাচ্ছে এবং এক অসমতা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মতো দেশগুলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সম্পূর্ণ সুযোগ পাচ্ছে। আর টেস্ট স্বীকৃতি থাকা তথাকথিত ছোট দেশ যেমন আফগানিস্তান, আয়ারল্যান্ড ও জিম্বাবোয়ের মতো দেশগুলি সেরকম সুযোগ পাচ্ছে না ফিউচার টুর প্রোগ্রামের কারণে। এ বিষয়ে দুবাইয়ের বৈঠক সম্পর্কে এমসিসির তরফে বলা হয়েছে, এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্যই হল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে কিভাবে রক্ষা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা। আগামী দশ বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কী পরিণতি হতে পারে সে বিষয়েও আলোচনা করা। এমসিসির তরফে আরও বলা হয় যে, ২০২৩ সালে পুরুষদের ক্রিকেট জুড়ে শুধুই ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেটই রয়েছে। যা আইসিসি ফিউচার টুর প্রোগ্রামের দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি করছে।

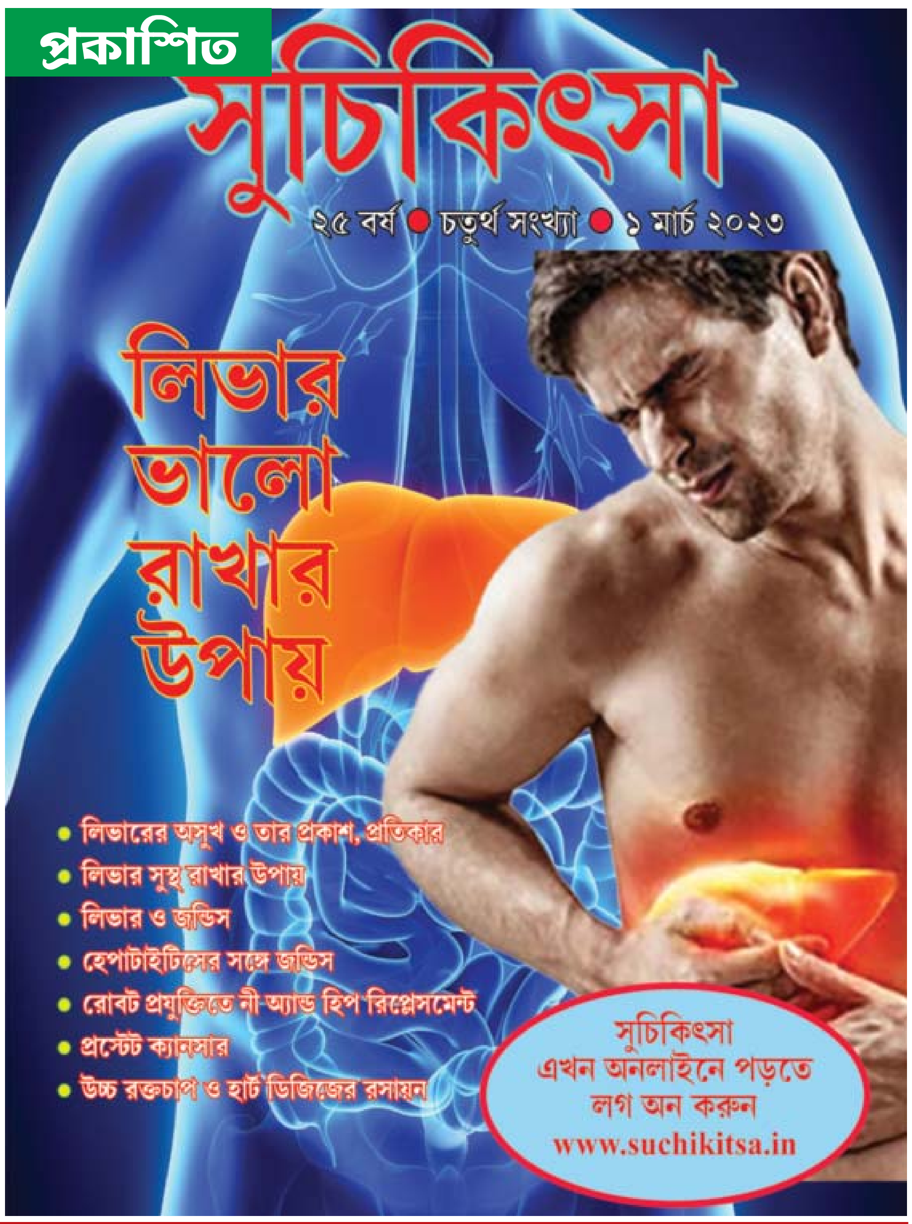

প্যারিস অলিম্পিকে নেই এসি! কী করবেন অ্যাথলিটরা?

প্যারিস, ১০ মার্চঃ আগামী বছর প্যারিস অলিম্পিক। যে সময় প্যারিসে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে, তখন সেখানে গ্রীষ্মকাল। এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে অ্যাথলিট ভিলেজে এসি বা এয়ার কন্ডিশনার না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অলিম্পিক নিয়ামক সংস্থা। প্রবল দাবদাহ চলাকালীন অলিম্পিকের কারণে যাতে প্রকৃতিতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সেই জন্যই এই রকম সিদ্ধান্ত। এমনটাই জানা যাচ্ছে আয়ারল্যান্ডের একটি ওয়েবসাইটে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে আয়ারল্যান্ডের অ্যাথলিটদের উদ্দেশে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে উক্ত ওয়েবসাইটটি। আগামী বছরের ২৬ জুলাই শুরু হতে চলেছে প্যারিস অলিম্পিক। সেই সময় প্যারিসে তীব্র গরম। প্রায় ৪০ ডিগ্রি অবধি চড়ে যায় তাপমাত্রার পারদ। এরকম সময়ে অলিম্পিকের মতো একটি বড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে আসবেন দেশ বিদেশের নামী-অনামী অ্যাথলিটরা। কিন্তু

আয়ারল্যান্ডের মতো ঠান্ডার দেশের অ্যাথলিটদের পক্ষে খুবই মুশকিল এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। তার উপরে আবার থাকছে না এয়ার কন্ডিশনার। এ হেন অবস্থায় যাতে অ্যাথলিটদের কোনও অসুবিধা না হয়, সে কথা মাথায় রেখে নির্দেশিকা জারি করল the42.ie নামক ওই ওয়েবসাইটটি। তাদের নির্দেশ আয়ারল্যান্ডের অ্যাথলিটরা যেন এখন থেকেই বেশি তাপমাত্রায় প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করেন। এটি করলে প্যারিসের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সুবিধা হবে ঠান্ডা দেশের প্রতিযোগীদের। সেন্ট্রাল প্যারিসের উত্তরে ৭ কিলোমিটার দূরে সেন্ট ডেনিসে তৈরি হতে চলেছে বিশেষ অ্যাথলিট ভিলেজ। বিভিন্ন দেশের অ্যাথলিট এবং সাপোর্ট স্টাফ মিলিয়ে মোট ১৪ হাজার অ্যাথলিট থাকতে পারবেন এই ভিলেজে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই অ্যাথলিট ভিলেজ বাইরের তাপমাত্রা থেকে ৬ ডিগ্রি কম থাকবে। এমনটাই জানিয়েছেন ভিলেজের ডিজাইনাররা। প্রায় ৪০ ছুঁইছুঁই তাপমাত্রার একটি দেশে অনেকেই সমস্যায় পড়বেন। বিশেষ করে যে দেশের অ্যাথলিট মূলত আসবেন ঠান্ডা আবহাওয়ার দেশ থেকে। সেই সব দেশের প্রতিযোগীরা এয়ার কন্ডিশনার ছাড়া কী ভাবে মানিয়ে নেন, সেটাই এখন দেখার। নিজেদের সেরা প্রদর্শন করে দেশকে পদক এনে দিতে পারবেন কিনা, দেখার অপেক্ষায় থাকবেন অনেকেই। আর এটাকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে চাইছে আয়ারল্যান্ডের মতো দেশগুলো।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501